সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

◈ ০১ এপ্রিল ২০২৪ ◈ সোমবার ◈ বর্ষ: ৬৫ ◈ সংখ্যা: ২৫-২৬

www.weeklyarafat.com

ক্যাথেড্রল মসজিদ, মস্কো, রাশিয়া

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ
যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৫
* সংখ্যা : ২৭-২৮
* বার : সোমবার

◈ ০১ এপ্রিল-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ১৮ চৈত্র- ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
◈ ২১ রমাযান-১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

©AH

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - **আত্মশুদ্ধির উপায় ও প্রয়োজনীয়তা**
    আবূ সা‘আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - **ঈদের সালাতের তাকবীর**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৮
- **প্রবন্ধ :**
  - **ঈদ উদযাপনের শর‘ঈ নীতিমালা**
    শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী- ১২
  - **অসিলা শব্দের বিশ্লেষণ এবং কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি**
    কে. এম আব্দুল জলিল- ১৭
  - **শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়ামের ফায়দা ও কয়েকটি মাসআলাহ**
    শাইখ আব্দুল্লাহ মুহসিন আস্ সাহুদ- ২১
  - **যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ পরিণাম**
    মো. কায়ছার আলী- ২৪
  - **নফল সিয়ামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা**
    মাযহারুল ইসলাম- ২৬
- **পরিবেশ-প্রকৃতি :**
  - **জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : উৎকণ্ঠায় বিশ্ববাসী**
    আবু সা‘দ ড. মো. ওসমান গনী- ২৯
- **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - **ঈদে আনন্দ উৎসব ও খেলাধুলা**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ৩১
- **মহিলা জগৎ :**
  - **ঈদের জামা‘আতে মহিলাদের অংশগ্রহণ : একটি শরঈ বিশ্লেষণ**
    আব্দুল মতিন বিন আব্দুল জব্বার- ৩২
- **নিভৃত ভাবনা :**
  - **আমরা সংস্কৃতি থেকে কি শিখব?**
    এইচ. আর আবু হোরায়রা- ৩৪
- **আলোকিত ভুবন** ৩৫
- **কবিতা** ৩৬
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৩৮
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৩

সম্পাদকীয়

রাইয়্যানের তোরণচূড়ায় হিলালের উঁকি

রমাযান মাস ‘ইবাদতের বসন্তকাল। এ সময় সর্ববিধ ‘ইবাদতের সুবর্ণ সুযোগ অবারিত থাকে। মহান আল্লাহর নৈকট্য প্রত্যাশি মু’মিন নর-নারী সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কামিয়াবির পথে অগ্রসরমান। তাঁদের অনেকেই রমাযানের শেষদশক দুনিয়াবী ব্যস্ততামুক্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে নির্জনে মহান আল্লাহর ‘ইবাদতে মশগুল হওয়ার বাসনা নিয়ে মসজিদে ই‘তিকাফে বসবেন। ই‘তিকাফ হচ্ছে নিজেকে আটকে রাখা বা নিয়ন্ত্রণ করা। আর ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় ‘ইবাদতের একান্ত মানসে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মসজিদে অবস্থান করা। এ অবস্থানের ফলে ‘ইবাদতকারী সার্বক্ষণিক মহান আল্লাহর ‘ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। রাত জেগে কুরআন তিলাওয়াত, নফল সালাত, দু‘আ-যিক্র ও তাওবাহ্-ইস্তিগফারে ব্যপৃত থাকায় রমাযানের শেষ দশকের ফযীলত লাভ করেন। সাথে সথে ‘লাইলাতুল ক্বদর’ বা মহিমান্বিত ক্বদরের রজনী পেয়ে ধন্য হন। আর ক্বদরের একটি রাত এক হাজার মাস ‘ইবাদত করার চেয়েও উত্তম। কিন্তু পরিতাপ এই যে, এ মহাকল্যাণ লাভের ব্যাপারে রয়েছে আমাদের যথেষ্ট উদাসীনতা। মাত্র ১০দিন দুনিয়াবী কাজ-কর্ম না করলে যাদের সংসার পরিচালনা ও জীবিকা নির্বাহে কোনো অসুবিধা হবে না, এমন অসংখ্য মুসলিম ই‘তিকাফ-এর ন্যায় অতি গুরত্বপূর্ণ ‘ইবাদতের কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না।

অপরদিকে একদল মুসলিম এ নফল ‘ইবাদতকে ‘ফর্যে কিফায়াহ’ বলে ফাতাওয়া দেওয়ার কারণে ‘ইবাদত আদায় নয়; স্রেফ দায়মুক্তির জন্য কোনো একজন বা একাধিক লোককে মসজিদে ই‘তিকাফ-এ বসাতে একরকম পীড়াপীড়ি করেন। অগত্যা কাউকে না পেলে টাকা দিয়ে কোনো দরিদ্র মুসাফিরকে ই‘তিকাফে বসিয়ে দেন, যা এ গুরুত্বপূর্ণ ‘ইবাদতের সাথে তামাশার শামিল। কোনো কোনো সমাজে দেখা যায়, ইমাম সাহেবের সম্মানি বাবদ সমাজ থেকে যে টাকা উঠানো হয়, তা থেকে ঐ ই‘তিকাফকারী মিসকীনকে টাকার একটা অংশ দেওয়া হয়। এমনকি হাদিয়ার নামে তাকে জামা-কাপড় ইত্যাদি দিয়ে স্বস্থির ঢেকুর তোলা হয় যে, আমাদের মসজিদেও এবার ই‘তিকাফ করিয়েছি! অথচ ঈমানী তাগিদে নিজেদেরকে এ গুরুত্বপূর্ণ ‘ইবাদতে শামিল করার মাঝেই কল্যাণ রয়েছে, জবরদস্তিমূলক কাউকে বসানোর মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। উপরন্তু তা সুন্নাতের খেলাফ, যার পরিণাম ভয়াবহ।

এবার আসি ঈদ প্রসঙ্গে। মহানবী মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে এ উম্মাতকে বছরে মাত্র দু‘টি ঈদ উপহার দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আযহা। এর বাইরে কোনো ঈদ উৎসব ইসলামে স্বীকৃত নয়। রমাযানের একমাস সালাত, সিয়াম, ক্বিয়াম, তিলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল, দু‘আ ও যিক্র, দান-সাদাক্বাহ্, ই‘তিকাফ ও ক্বদর রজনী প্রাপ্তির নেক নিয়তে শেষ দশকের বেজোড় রাত্রির নিরলস সাধনার দুয়ারে উষার আলোর ন্যায় মহান আল্লাহর মাগফিরাতের ডালি নিয়ে উদিত হয় ঈদের চাঁদ। যাঁরা ঈদের দিন ফজরের সালাত পড়ে সুন্নাহ মোতাবিক যাকাতুল ফিত্র আদায় করতঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তির উন্মুক্ত ঘোষণা লাভের আশায় খোলা মাঠে ঈদের সালাত আদায় করেন, খুৎবাহ্ শুনেন এবং খুৎবায় ইমাম যে মাসনূন দু‘আ করেন, তাতে শামিল হন– তারাই প্রকৃত ঈদ পালনকারী বলে বিবেচিত হবেন। ঈদের সালাত এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ সালাত, যাতে মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঋতুবতী মহিলাকে ঈদগাহে নিয়ে যেতে রাসূল (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন। তারা সালাত আদায় করবে না, তবে মুসলিমদের এ মহাসম্মেলন প্রত্যক্ষ করবে এবং দু‘আয় অংশ নেবে। আর যেসব মহিলার ওড়না নেই, তাদেরকে অন্য কারো কাছ থেকে ওড়না চেয়ে নিয়ে ঈদের জামা‘আতে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, ঈদের জামা‘আত মুসলিম সমাজের বড়ো ‘ইবাদত অনুষ্ঠান, যাতে নারী-পুরুষ সকলকেই অংশ নিতে বলা হয়েছে। পরিতাপ এই যে, আমাদের সমাজের আবেগী মুসলিমগণের বেশিরভাগ ঈদ জামা‘আতে মা-বোনদেরকে অংশ নিতে দেওয়া হয় না; বরং বাতিল অযুহাতে তাদের এ পুন্যময় সম্মেলন হতে মাহরুম করা হয়।

ঈদ মানুষকে ঐক্য, সৌহার্দ, সহমর্মিতা ও সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করতে শেখায়। সামাজিক বন্ধনকে মজবুত করে। মানবিকতার জাগরণ ঘটায়। ধনী ও গরীবের মাঝে প্রীতিময় সেতুবন্ধন স্থাপন করতে সহায়তা করে। এরূপ অসংখ্য কল্যাণকর বাতায়ন খুলে দেয়। প্রয়োজন হলো সেসব কল্যাণকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করা এবং এসবের যথাযথ বাস্তবায়নে পুরো উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়া, তবেই ঈদের শিক্ষায় আমরা আলোকিত হবো এবং সমাজ হবে উন্নত আদর্শের মডেল। সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকার পক্ষ থেকে আমরা আপনাদেরকে আগাম ঈদ শুভেচ্ছা জানাই। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সেসব নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাঁরা রমাযান পেয়েছেন, সিয়াম আদায় করেছেন, ক্বিয়ামুল লাইল পালন করেছেন এবং ক্বদরের রাত পেয়ে সৌভাগ্যবান হয়েছেন –আমীন। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

আত্মশুদ্ধির উপায় ও প্রয়োজনীয়তা

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ★

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰىۙ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰىؕ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاۖ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰىؕ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰىۙ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى﴾

সরল বঙ্গানুবাদ

"নিশ্চয় সে সফলতা লাভ করবে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে এবং নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায আদায় করে; বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও। অথচ পরকালই অধিক উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। নিশ্চয় এটা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে (লিপিবদ্ধ) আছে। (বিশেষতঃ) ইব্‌রা-হীম ও মূসার গ্রন্থসমূহে।"[১]

বিষয়বস্তু ও অবতরণের প্রেক্ষাপট

সূরা আল আ'লায় মোট তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যথা- **এক.** তাওহীদ। **দুই.** রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি কিছু উপদেশ। **তিন.** পরকাল। দারসে উল্লেখিত ছয়টি আয়াতে পরকাল ও পরকালে কারা সফলতা অর্জন করবে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সূরার বিষয়বস্তু থেকেই জানা যায়, এটি একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। এ সূরার ৬ নং আয়াত–

﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى﴾

অর্থাৎ- "আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভুলবে না।"

এ বাক্যটি থেকেও বুঝা যায় যে, এটি এমন সময় অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন নবী (ﷺ) ভালোভাবে ওয়াহী আয়ত্ব করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেননি।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয় সে সফলতা লাভ করবে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে।"

এখানে পরিশুদ্ধ বা পবিত্রতার অর্থ হলো– কুফ্‌র ও শির্‌ক ত্যাগ করে ঈমানের পথে চলা। কেউ কেউ বলেন, পরিশুদ্ধ অর্থ হলো– আত্মাকে নোংরা আচরণ থেকে আর অন্তরকে শির্‌ক ও পাপাচার থেকে পবিত্র করা। আয়াতের আরেক অর্থ, ধনসম্পদের যাকাত প্রদান করা। যাকাত যেহেতু ধন-সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে। এ কারণেই যাকাতকে যাকাত বলা হয়। এখানে تَزَكّٰى শব্দটির অর্থ ব্যাপক হতে পারে। ফলে দেহ, মন, ঈমান ও চরিত্র পরিশুদ্ধি এবং আর্থিক ফিত্‌রা-যাকাত প্রদান সবই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।[২] এক কথায় পরিশুদ্ধ বলতে বুঝায়– অন্তঃকরণকে কুফ্‌র ও শির্‌ক থেকে, 'আমলকে রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) থেকে এবং চরিত্রকে সকল অবগুণ থেকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা।

﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى﴾

অর্থাৎ- "এবং নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায আদায় করে।"

কোনো কোনো মুফাস্‌সির বলেন,

﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ﴾

অর্থ : "তার প্রভুর নাম স্মরণ করা" বলতে আল্লাহকে মনে মনে স্মরণ করা এবং মুখে তা উচ্চারণ করাও হতে পারে। অর্থাৎ- সে মহান আল্লাহকে মনে মনে বা মুখে উচ্চারণ করে স্মরণ করেছে। فَصَلّٰى (তারপর সালাত আদায় করেছে)-এর অর্থ হলো– সে শুধু মহান আল্লাহকে স্মরণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি; বরং নিয়মিত

★ *প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, জা'মেআ দারুল ক্বোরআন, ঢাকা, বাংলাদেশ।*

[১] *সূরা আল আ'লা- : ১৪-১৯।*

[২] *তাফসীর ফাতহুল কাদীর।*

সালাত আদায়ে ব্যাপৃত ছিল। এতে ফরয ও নফল সকল প্রকারের সালাতই অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ ঈদের সালাত দ্বারা এ আয়াতের তাফসীর করে বলেছেন– যে যাকাতুল ফিত্র ও ঈদের সালাত আদায় করে।

﴿بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا﴾

অর্থাৎ- "বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও।"

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : সাধারণ মানুষ ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেয়। এর কারণ এই যে, ইহকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত এবং পরকাল ও তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টির আড়ালে অর্থাৎ- অনুপস্থিত। তাই অপরিণামদর্শী লোকেরা উপস্থিতকে অনুপস্থিতের উপর প্রাধান্য দেয়। যা তাদের জন্য চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। সুতরাং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। এ জীবন ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। হাদীসে এসেছে– রাসূল (ﷺ) বলেন– আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া তো শুধু এমন যেন তোমাদের কেউ সমুদ্রে তার আঙ্গুল ডুবিয়েছে। তারপর সে যেন দেখে নেয় সে আঙ্গুল কি নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে?[৩]

﴿وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى﴾

অর্থাৎ- "অথচ পরকালই অধিক উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।"

اَبْقٰى অর্থ- চিরস্থায়ী জীবন। এটা পরকালের বৈশিষ্ট্য। তাই পরকালকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আর পৃথিবী এবং তার সমস্ত বস্তু ধ্বংসশীল। সুতরাং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে পারে না। আখিরাত দু'দিক দিয়ে দুনিয়ার মোকাবিলায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। প্রথমতঃ তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতের চাইতে অনেক বেশি ও অনেক উচ্চ পর্যায়ের। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং আখিরাত চিরস্থায়ী।[৪] বলা বাহুল্য, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোনো দিন চিরস্থায়ী বস্তুর উপর ধ্বংসশীল ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে অগ্রাধিকার দেয় না।

﴿اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয় এটা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে (লিপিবদ্ধ) আছে। (বিশেষতঃ) ইব্‌রা-হীম ও মূসার গ্রন্থসমূহে।" এ সূরার সকল বিষয়বস্তু অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও লিপিবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে ইব্‌রা-হীম ও মূসা (আলাইহিমাস সালাম)-এর সহীফাসমূহে। সহীফা শব্দের অর্থ- পুস্তিকা বা ছোটো পুস্তক। মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে তাওরাত প্রদানের পূর্বে কিছু সহীফা দেওয়া হয়েছিল। এখানে সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। অথবা তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। এখানে ইব্‌রা-হীম ও মূসা (আলাইহিমাস সালাম)-এর উপর অবতীর্ণ আসমানী সকল বিধি-বিধানের বিষয়বস্তুও উদ্দেশ্য হতে পারে। ইব্‌রা-হীমী ও মূসায়ী সহীফার স্বরূপ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে রাসূল (ﷺ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এসব সহীফায় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছিল। যেমন- ইব্‌রা-হীমী সহীফায় অত্যাচারী এক বাদশাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে– হে ভূইফোড় গর্বিত বাদশাহ্! আমি তোমাকে ধনৈশ্বর্য স্তূপীকৃত করার জন্য রাজত্ব দান করিনি; বরং আমি তোমাকে এ জন্য শাসনক্ষমতা অর্পন করেছি, যাতে তুমি উৎপীড়িতের বদদু'আ আমার পর্যন্ত পৌঁছতে না দাও। কেননা আমার বিধান এই যে, আমি উৎপীড়িতের দু'আ প্রত্যাখ্যান করি না, যদিও তা কাফিরের মুখ থেকে হয়। আর মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সহীফায় এসেছে– আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করি, যে মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। অতঃপর সে কিরূপে আনন্দিত থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে ভাগ্য বিশ্বাস করে, অতঃপর সে কিরূপে হতোদ্যম ও চিন্তাযুক্ত হয়। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে দুনিয়া, দুনিয়ার পরিবর্তনাদি ও মানুষের উত্থান-পতন দেখে, সে কিরূপে দুনিয়া নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী। অতঃপর সে কিভাবে কর্ম পরিত্যাগ করে বসে থাকে। অতঃপর প্রশ্নকারী (আবূ যর [রাযিয়াল্লাহু আনহু]) রাসূল (ﷺ)-কে বললেন,

[৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৮৫৮।*
[৪] *তাফসীর ইবনু কাসীর।*

আপনার কাছে আগত ওয়াহীর মধ্যেও কি এ সকল সহীফার বিষয়বস্তু রয়েছে? তিনি বললেন, হে আবূ যর! قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করো।[৫]

আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায়

এক. সর্বদা মহান আল্লাহর যিক্রে লিপ্ত থাকো : যিক্রের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা যায়। তাই তো আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى-এর পরেই وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ উল্লেখ করেছেন। অন্যত্র তিনি ঈমানদারদেরকে বেশি বেশি করে যিক্র করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا﴾

অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো।"[৬]

বান্দা যখন বেশি বেশি করে যিক্র করে আল্লাহ তা'আলা তখন ফেরেশ্তাদের সামনে গর্ব করে তার কথা স্মরণ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ﴾

অর্থাৎ- "তোমরা আমাকে স্মরণ করো। আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।"[৭]

মহান আল্লাহর যিক্র শুধু আত্মাকে পরিশুদ্ধই করে না পরিতৃপ্তও করে। যেমন- আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ﴾

অর্থাৎ- "জেনে রাখো, আল্লাহর যিক্র আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে।"[৮]

সুতরাং আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পরিতৃপ্ত করতে যিক্রের বিকল্প নেই।

দুই. সালাত আদায় করা : আত্মশুদ্ধি অর্জনে সালাতের ভূমিকা অপরিসীম। তাই তো আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ-এর পর فَصَلّٰى শব্দটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া সালাত অন্তরে লুকায়িত যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীলতা হতে আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয় নামায যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীলতা দূর করে। আর এটাই হলো– আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম যিক্র।"[৯]

তিন. যাকাত-ফিতরা প্রদান করা : অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব মানুষকে অহংকারী করে তোলে। তখন মানুষ অন্যের দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করার ফুসরত পায় না। মানুষ হয়ে উঠে স্বার্থপর-কৃপণ। অন্তর হয় শক্ত ও সংকীর্ণ। এমন অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করতে সাদাক্বাহ্, যাকাত ও ফিতরার ভূমিকা অত্যাধিক। যাকাত-ফিতরা ও সাদাক্বাহ্ শুধু অন্তরকেই পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করে না সাথে সাথে অর্থ-সম্পদকেও পবিত্র করে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বলেন–

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾

অর্থাৎ- "তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদাক্বাহ্ গ্রহণ করো, যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করে দিবে।"[১০]

চার. ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানো : হাদীসে এসেছে– এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে তার অন্তরের কঠোরতা সম্পর্কে অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বলেন– যখন তুমি তোমার অন্তরকে নরম করার ইচ্ছা করবে তখন তুমি ইয়াতীমের মাথায় হাত বোলাবে এবং মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে।[১১] সুতরাং বুঝা যায় ইয়াতীমের মাথায় হাত বোলালে অন্তর পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ হয়।

---

[৫] *তাফসীরে কুরতুবী।*
[৬] *সূরা আল আহযাব : ৪১।*
[৭] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫২।*
[৮] *সূরা আর্ রা'দ : ২৮।*
[৯] *সূরা আল 'আনকাবূত : ৪৫।*
[১০] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১০৩।*
[১১] *সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব।*

পাঁচ. মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো : রাসূল (ﷺ)-এর এ উক্তি "যখন তুমি তোমার অন্তরকে নরম করার ইচ্ছা করবে তখন তুমি ইয়াতীমের মাথায় হাত বোলাবে এবং মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে।" এটাও প্রমাণ করে যে, মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানোর মাধ্যমেও অন্তর পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হয়।

ছয়. মৃত্যুকে স্মরণ করা : দুনিয়ার লোভ-লালসায় আত্মা যখন মোহগ্রস্ত, তখন সে আত্মাকে মোহমুক্ত করে পরিশুদ্ধ করতে মৃত্যুর স্মরণ খুবই কার্যকর। কেননা, মৃত্যুকেই তো বলা হয় هَاذِمِ اللَّذَّاتِ অর্থাৎ- জীবনের স্বাদ বিনষ্টকারী।

সাত. পাপ পরিহার করে চলা : পাপ মানুষের অন্তরকে কুলষিত করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إِنِ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ.

অর্থাৎ- মানুষ যখন একটি পাপ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি সে অনুতপ্ত হয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে তার হৃদয় সে কালো দাগমুক্ত হয়। আর যদি সে পাপ করতেই থাকে তাহলে অন্তরে তার দাগ পড়তেই থাকে অবশেষে সে দাগ তার অন্তরকে ঢেকে ফেলে।[১২] সুতরাং বুঝা যায় পরিশুদ্ধ অন্তরে পাপের কোনো স্থান নেই।

আট. দুনিয়ার উপর আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া : দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল আর পরকালের জীবন অসংখ্য নিয়ামতে পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী। আমরা যদি দুনিয়ার জীবনের উপর পরকালের জীবনকে প্রাধান্য দিতে পারি, তবেই আমাদের অন্তর দুনিয়ার মোহমুক্ত হয়ে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ হবে।

নয়. তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত হওয়া : যে ব্যক্তি তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত হতে পারে তার অন্তরই পরিশুদ্ধ হয়। পুণ্যবান ও তাক্বওয়ার পথে যে চলে আল্লাহ তার সাথেই থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথেই থাকেন যারা আল্লাহভীরু এবং সৎকর্মশীল।"[১৩]

সুতরাং পুণ্যবান হতে ও মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে তাক্বওয়ার বিকল্প নেই।

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা : ইহ-পরকালে সফলতা লাভে আত্মশুদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আত্মশুদ্ধি ছাড়া ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

অর্থাৎ- "সফল সে ব্যক্তি যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আর ব্যর্থ হয় সে ব্যক্তি যে তার আত্মাকে কলুষিত করে।"[১৪]

শিক্ষাসমূহ

এক. সফলতা অর্জনে আত্মশুদ্ধি অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দুই. আত্মশুদ্ধি অর্জনে যিক্‌র ও সালাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তিন. দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাতের জীবন চিরস্থায়ী।

চার. আত্মশুদ্ধি অর্জনের উপায়সমূহ জানা ও তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা।

পাঁচ. যাবতীয় পাপ পরিহার করে চলাই জীবনের সফলতা ও স্বার্থকতা।

ছয়. মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে তাক্বওয়ার প্রয়োজনীয়তা।

সাত. আত্মশুদ্ধি ছাড়া ধ্বংস অনিবার্য্য। ❑

আসুন সচেতন হই

আপনি কি সুস্থ-সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে আগ্রহী? তাহলে– নিজ দায়িত্বে আপনার চারপাশ পরিষ্কার রাখুন। যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে বা ডাস্টবিনে ফেলুন। আপনার-আমার সদিচ্ছাতেই গড়ে উঠতে পারে– একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, একটি পরিচ্ছন্ন নগর বা শহর। আসুন! আমরা সচেতন হই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ

[১২] *মুসনাদে আহমাদ; জামে' আত্ তিরমিযী; সুনান ইবনু মাজাহ্; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৩৪২।*

[১৩] *সূরা আন্ নাহ্ল : ১২৮।*

[১৪] *সূরা আশ্ শাম্স : ৯-১০।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

ঈদের সালাতের তাকবীর

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) كَبَّرَ فِيْ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَتَيِ الرُّكُوْعِ.

সরল অনুবাদ

‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতেন (রুকূ‘র তাকবীর ব্যতীত)’।[১৫]

বর্ণনাকারীর পরিচয়

‘আয়িশাহ্ আবূ বক্র সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কন্যা। তাঁর মাতার নাম উম্মে রুম্মান। তিনি ৬১৩/১৪ খৃ. হিজরতের ৮/৯ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। নবুওয়াতর দশম বছর হিজরতের তিন বছর পূর্বে শাওয়াল মাসে মুহাম্মদ মোস্তাফা (ﷺ)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ৬/৭ বছর। মহানবী (ﷺ) তাঁর এই প্রিয়তমা স্ত্রীকে আদর করে হুমাইরাহ্ বলে ডাকতেন। তিনি নবী (ﷺ)-কে নয়টি বছর জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি নবী (ﷺ) থেকে বহু সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা প্রচারও করে গেছেন। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একজন বড়ো ফিকহবীদ সাহাবিয়া ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ এ হতে যে ছয়জন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তাদের একজন। তাঁর সনদে ২২১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ‘আয়িশাহ সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ৫৭/৫৮ হি. সনে মতান্তরে ৬৫/৬৭ বছর বয়েসে ১৭ রমাযান মঙ্গলবার রাতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ওসীয়ত মোতাবেক রাতের অন্ধকারে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

হাদীসের ব্যাখ্যা

ঈদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকবীরাতুত্ তাহরীমা দিয়ে (বুকে) হাত বাঁধতেন; অতঃপর সানা পাঠ করতেন।[১৬] অতঃপর তিনি পর পর সাতটি তাকবীর দিতেন এবং প্রতি দুই তাকবীরের মাঝে কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন।[১৭] অতঃপর ‘আ‘ঊযুবিল্লাহ, বিস্‌মিল্লা-হ’সহ সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করে প্রথম রাকআতে সূরা ক্বাফ ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল ক্বামার অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম রাকআতে সূরা আল আ‘লা- ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল গা-শিয়াহ্ পাঠ করতেন।[১৮] অতঃপর ‘আল্লাহু আকবার’ দিয়ে রুকূ‘সহ পূর্বোক্ত নিয়মে অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করতেন। অতঃপর সাজদাহ্ থেকে উঠে পর পর পাঁচটি তাকবীর দিয়ে পূর্বের নিয়মে অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করে সালাম ফিরাতেন।[১৯] অতঃপর মুসল্লীদের দিকে মুখ করে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে লাঠির ওপর ভর দিয়ে খুতবাহ্ দিতেন।

ঈদের সালাতে তাকবীর সংখ্যা : নবী (ﷺ) ঈদ-এর সালাত আদায় করেছেন বার তাকবীরে। কুতুবে সিত্তার ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং সুনান আন্ নাসায়ীতে ঈদের সালাতের তাকবীর প্রসঙ্গে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। অবশিষ্ট তিনটি হাদীস গ্রন্থ অর্থাৎ- সুনান আত্ তিরমিযী, সুনান আবূ দাঊদ ও সুনান ইবনু মাজাহ্য় ঈদের তাকবীর প্রসঙ্গে পনেরটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে তেরটি হাদীসে বলা হয়েছে– নবী (ﷺ) বারো তাকবীরেই ঈদের সালাত আদায় করেছেন। প্রথম রাকআতে সাত তাকবীরে এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীরে। অবশিষ্ট দু’টি হাদীসের একটিতে বলা হয়েছে, তাকবীর সংখ্যা নয় এবং আর একটিতে বলা হয়েছে চার তাকবীর।

১২ তাকবীর সম্পর্কে সুনান আত্ তিরমিযী : সুনান আত্ তিরমিযী’তে ঈদের সালাতের তাকবীর সম্পর্কে ৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে ৫টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ১২ তাকবীরের সপক্ষে। আত্ তিরমিযী’তে লেখা হয়েছে–

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو الحَذَّاءُ المَدِيْنِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي العِيْدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَةِ».

★ *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[১৫] *আবূ দাঊদ- ১১৪৯, তাহক্বীক্ব : আলবানী সহীহ, তাখরীজ : আলবানী; ইরওয়াহ- হা. ৬৩৯; আবূ দাঊদ- হা. ১০৪৩।*

[১৬] *সহীহ ইবনু খুযাইমাহ্- হা. ১৫৭৯।*

[১৭] *ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৬০৭।*

[১৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬২/৮৭৮।*

[১৯] *যাদুল মা‘আদ- ১/১২১-১২২ পৃ.।*

"মুসলিম ইবনু 'আম্র ও আবূ 'আম্র আল-হাফযাহ্ আল-মাদানী (রাহিমাহুল্লাহ)... 'আম্র ইবনু আওফ আল-মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (কাসীরের পিতামহ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) ঈদে তাকবীর পাঠ করতেন প্রথম রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে ৭ তাকবীর, দ্বিতীয় রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে ৫ তাকবীর।"[২০]

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عَنْ جَدِّهِ أن النبي ﷺ «كَبَّرَ فِي الْعِيْدَيْنِ ثنتي عشرة تكبيرة : سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ».

দুই ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথম রাকআতে কিরআতের পূর্বে অতিরিক্ত ৭টি তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকআতে অনুরূপ কিরআতের পূর্বে ৫টি তাকবীর দিতেন।[২১] তিরমিযী'তে বলা হয়েছে– এ বিষয়ে অর্থাৎ- ১২ তাকবীর সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত হাদীসটি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও ১২ তাকবীরের সপক্ষে উপরোল্লিখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

১২ তাকবীর সম্পর্কে সুনান আবূ দাঊদ : সহীহ সুনান আবূ দাঊদ-এ ঈদের সালাতের তাকবীর সম্পর্কে সর্বমোট ৫টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে ৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ১২ তাকবীরের পক্ষে। এগুলো হচ্ছে– ১১৪৯, ১১৫০, ১১৫১ ও ১১৫২ নম্বর হাদীস।

عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا».

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈদুল আযহার প্রথম রাকআতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকআতে ৫ তাকবীর দিতেন।"[২২]

عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ : سِوَى تَكْبِيْرَتَيِ الرُّكُوْعِ.

"খালিদ ইবনু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি শিহাব থেকে অনুরূপ ১২ তাকবীরের কথা বর্ণনা করেছেন এবং রুকূ'দ্বয়ের তাকবীর ছাড়াই ১২ তাকবীরের কথা বলেছেন।"[২৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوْ بْنِ الْعَاصِ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ : «التَّكْبِيْرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُوْلَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا».

"'আব্দুল্লাহ ইবনু ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী (ﷺ) বলেছেন, ঈদুল ফিতরের তাকবীর প্রথম রাকআতে ৭ ও দ্বিতীয় রাকআতে ৫ বার দিবে এবং উভয় রাকআতেই ক্বিরাআত তাকবীরের পরে পাঠ করবে।"[২৪]

"'আম্র ইবনু শু'আইব বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতার নিকট থেকে, তাঁর পিতা তাঁর দাদার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ﷺ) ঈদুল ফিতরের প্রথম রাকআতে ৭ তাকবীর দিতেন এবং ক্বিরাআত করতেন। তারপর দ্বিতীয় রাকআতে দাঁড়িয়ে ৫ তাকবীর দিয়ে ক্বিরাআত করতেন। অতঃপর রুকূ' করতেন।"[২৫]

১২ তাকবীর সম্পর্কে সুনান ইবনু মাজাহ্ : সুনান ইবনু মাজাহ্য় ঈদের সালাতের তাকবীর সম্পর্কে ৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ৪টি হাদীসেই ১২ তাকবীরের পক্ষে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসগুলো নিম্নরূপ :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيْدَيْنِ فِي الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».

হিশাম ইবনু 'আম্মার, 'আব্দুর রহমান ইবনু সা'দ ইবনু 'আম্মার ইবনুর সা'দ আমার পিতা (সা'দ ইবনু 'আম্মার ইবনু সা'দ) তার পিতা ('আম্মার ইবনু সা'দ) (মাকবূল) দাদা (সা'দ ইবনু আয়িয) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু' ঈদের সালাতের প্রথম রাকআতে কুরআন পাঠের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতেও কুরআন পাঠের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন।[২৬]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا».

'আম্র ইবনু শু'আয়ব, তার পিতা (শু'আয়ব ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস) দাদা 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) ঈদের সালাতে পর্যায়ক্রমে (প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে) সাত ও পাঁচ তাকবীর দিতেন।[২৭]

حَدَّثَنَا أَبُوْ مَسْعُوْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

---

[২০] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৫৩৬।*
[২১] *আত্ তিরমিযী- হা. ৫৩৬; ইবনু মাজাহ্- হা. ১২৭৯; মিশকাত- ৫/৪৭, হা. ১৪৪১; ইবনু খুযাইমাহ্- ২/৩৪৬ পৃ.।*
[২২] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১১৪৯।*
[২৩] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১১৫০।*
[২৪] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১১৫১।*
[২৫] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১১৪৯, ১১৫০, ১১৫১, ১১৫২।*
[২৬] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১২৭৭।*
[২৭] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১২৭৮।*

بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «كَبَّرَ فِي الْعِيْدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ».

আবূ মাস'ঊদ মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উবায়দ 'আক্বীল, মুহাম্মাদ ইবনু খালিদ ইবনু 'আসমাহ্, কাসীর ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনু 'আওফ, তার পিতা ('আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনু 'আওফ) (মাকবূল) দাদা ('আম্র ইবনু 'আওফ) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু' ঈদের সালাতে প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর এবং শেষের রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতেন।[২৮]

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ، وَعُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ «كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، سِوَى تَكْبِيْرَتَيِ الرُّكُوْعِ».

হারমালাহ্ ইবনু ইয়াহইয়া, 'আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহব, ('আব্দুল্লাহ) ইবনু লাহী'আহ্, খালিদ ইবনু ইয়াযীদ ও 'উক্বাইল, ইবনু শিহাব, 'উরওয়াহ্ ইবনুয যুবায়র, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতে রুকূ'-সাজদার তাকবীর ব্যতীত অতিরিক্ত সাত ও পাঁচ তাকবীর দিতেন।[২৯]

কুতুবুস সিত্তাহ'র বাইরে সহীহ হাদীসসমূহ– কুতুবুস সিত্তাহ'র তিনটি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত ১২ তাকবীরের ঈদের সালাত প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসগুলো ছাড়াও কুতুবুস সিত্তাহ'র বাইরের অসংখ্য সহীহ হাদীস গ্রন্থে ১২ তাকবীরের সপক্ষে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) সংকলিত সহীহ মু'আত্তা মালিকে ঈদের সালাত সম্পর্কে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

বায়হাক্বীতে লেখা হয়েছে– "সা'দ ইবনু কুরয প্রমুখ থেকে বর্ণিত, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের প্রথম রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে ৫ তাকবীর দেয়া সুন্নাত।"

সুবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ দারাকুতনীতে ঈদের সালাতের তাকবীর সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়াও তাবারানী, মুসনাদ বায্যার, মুসান্নাফ 'আব্দুর রায্যাক, শরহে মা'আনীল আসার ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে ১২ তাকবীরে ঈদের সালাত প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

[২৮] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১২৭৯।*
[২৯] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১২৮০।*

ইমামদের দৃষ্টিতে ঈদের সালাতে ১২ তাকবীর : ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) (৯৩-১৭৯ হি.) তাঁর হাদীস গ্রন্থ মুওয়াত্তায় ১২ তাকবীরের হাদীস উল্লেখ করে বলেন, وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. 'এটাই আমাদের নিকট পালনীয়।'[৩০] অন্যত্র তিনি বলেন,

وَتَكْبِيْرُ الْعِيْدَيْنِ سَوَاءٌ التَّكْبِيْرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُوْلَى سَبْعًا وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا فِيْ كِلْتَا الرَّكْعَتَيْنِ التَّكْبِيْرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

'দুই ঈদের তাকবীর একই রকম হবে। প্রথম রাকআতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত আর দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ। দুই রাকআতেই ক্বিরাআতের পূর্বে তাকবীর দিতে হবে।'[৩১]

ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) (১৫০-২০৪ হি.) তাঁর 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থে ১২ তাকবীরের হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন, 'যখন ইমাম দুই ঈদের সালাত শুরু করবেন তখন সালাতে প্রবেশের জন্য তাকবীর দিবেন। অতঃপর সালাত শুরু করবেন যেমন ফর্য সালাত শুরু করেন।... অতঃপর সাত তাকবীর দিবেন। এর মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা থাকবে না। অতঃপর ক্বিরাআত পড়বেন, রুকূ' করবেন এবং সিজদাহ্ করবেন। যখন দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবেন তখন তাকবীরসহ দাঁড়াবেন। অতঃপর পাঁচ তাকবীর দিবেন দাঁড়ানোর তাকবীর ছাড়াই।'[৩২] 'বাদায়েউস সানা'ঈ'র লেখক মাওলানা আলাউদ্দীন আল-কাসানী হানাফী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكَبِّرُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ تَكْبِيْرَةً سَبْعًا فِي الْأُوْلَى وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ سِوَى الْأَصْلِيَاتِ.

'ইমাম শাফে'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, (ঈদের সালাতে) ১২ তাকবীর দিবে। প্রথম রাকআতে সাত আর দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াই।'[৩৩]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি.) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ মুসনাদে আহমাদে ১২ তাকবীরের হাদীস কর্ণনা করে বলেন,

وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا. 'আমিও এর প্রতি 'আমল করি।'[৩৪]

ইমাম আত্ তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) ১২ তাকবীরের হাদীস পেশ করে পর্যালোচনায় বলেন,

وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

[৩০] *আল-মুওয়াত্তা- পৃ. ১০৮-১০৯।*
[৩১] *মুদাওয়ানাতুল কুবরা- ১/২৪৫ পৃ.; আল-মুওয়াত্তা- পৃ. ১০৯।*
[৩২] *কিতাবুল উম্ম- ৭ম খণ্ড, অধ্যায় : দুই ঈদের সালাতে তাকবীর, পৃ. ১৫৫।*
[৩৩] *বাদায়েউহ সানাঈ- আল-কাসানী, অধ্যায় : তাকবীরাতুল ঈদায়েন, ১/৬২০ পৃ.।*
[৩৪] *মুসনাদে আহমাদ- ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮০, হা. ৬৬৮৮।*

‘মালেক ইবনু আনাস (রাহিমাহুল্লাহ-র), শাফে‘য়ী (রাহিমাহুল্লাহ-র), আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ-র) এবং ইসহাকও এ কথাই বলেন।’[৩৫]

ইমাম আবূ হানীফার দুই ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ-র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ-র)-এর ‘আমল ও বক্তব্য : ইমাম আবূ ইউসুফ(১১৩-১৮২ হি.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ-র) (৯৪-১৭৯ হি.) তাঁদের উসতায ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ-র)’র যে এক-তৃতীয়াংশ মাসআলার বিরোধিতা করেছেন।[৩৬]

তার অন্যতম হলো– ঈদায়নের তাকবীর। তাঁরা উভয়েই ১২ তাকবীরের কথা বলেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ-র) সম্পর্কে আল্লামা আলাউদ্দীন আল-কাসানী হানাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র) তার ‘বাদয়েউস সানাঈ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ إِثْنَتَى عَشَرَةَ تَكْبِيْرَةً سَبْعًا فِي الْأَوْلَى وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ.

“ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ-র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ঈদের সালাতে ১২ তাকবীর দিতেন। তার মধ্যে প্রথম রাকআতে সাত আর দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতেন।”[৩৭]

হানাফী মাযহাবের অন্যতম গ্রন্থ ‘দুররে মুখতারে’ রয়েছে, ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ-র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহিমাহুল্লাহ-র) ১২ তাকবীরে ঈদের সালাত আদায় করতেন।[৩৮]

১২ তাকবীর সম্পর্কে ইমাম বুখারী : শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী তাঁর বুখারীতে ঈদের সালাতের তাকবীর সম্পর্কে কোনো হাদীস উল্লেখ করেননি। তবে ইমাম যুরকানী তাঁর ‘যুরকানী শরহে মুয়াত্তা’য় লিখেছেন, “ইমাম তিরমিযী বলেছেন, আমি ইমাম বুখারীকে ‘আম্র ইবনু শু‘আইব বর্ণিত ১২ তাকবীরের হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, উক্ত হাদীস বিশুদ্ধ।” ইমাম যুরকানী-এর ‘যুরকানী শারহে মুয়াত্তা। অর্থাৎ- ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ-র) ১২ তাকবীরে ঈদের সালাতের হাদীসটিকে পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেছেন।

ইমাম যুরকানী আরো লিখেছেন যে, ‘আম্র ইবনু শু‘আইবের হাদীস অর্থাৎ- ১২ তাকবীরে ঈদের সালাতের হাদীসটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলও রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন,

وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ فِي الْأَوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَتَكْبِيْرَةِ الرُّكُوْعِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوْعِ.

‘সুন্নাত হলো প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূ‘র তাকবীর ছাড়াই সাত তাকবীর দেওয়া এবং দ্বিতীয় রাকআতে দাঁড়ানোর তাকবীর ও রুকূ‘র তাকবীর ছাড়াই পাঁচ তাকবীর দেওয়া।’[৩৯]

ইবনু আব্দুল বার (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : দুই ঈদের নামাযের ব্যাপারে নবী (ﷺ) থেকে ‘হাসান’ সনদে বহু রিওয়ায়েত রয়েছে যে, তিনি প্রথম রাকআতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকআতে ৫ তাকবীর দিয়েছেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম এ নিয়ে তীব্র মতানৈক্য করেছেন। অনুরূপভাবে তাবেয়ীগণ এ নিয়ে মতভেদ করেছেন।[৪০]

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী (রাহিমাহুল্লাহ-র) জামে‘ আত্ তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীসটির উপর আলোচনা করে বলেন, ‘আমাদের নিকট ১২ তাকবীর দেওয়াও জায়িয। কারণ ‘এনায়াতে’ এসেছে যে, আবূ ইউসুফ এর প্রতি ‘আমল করেছেন। যখন খলীফা হারুনুর রশীদ তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেউ যেন এমন সন্দেহ না করে যে, তিনি শাসক ছিলেন তাই করেছেন। কারণ তার নিকট যদি নাজায়িযই হত তাহলে তিনি কিভাবে তার অনুসরণ করেছেন? যদিও তিনি শাসক ছিলেন তবুও একথা বলা অপরিহার্য যে ১২ তাকবীর জায়িয। আর ‘হিদায়া’তেও রয়েছে যে, ইমাম যদি ৬ তাকবীরের বেশি ১২ তাকবীর দেন তবুও জায়িয। এই কথায় ১২ তাকবীর জায়িয প্রমাণিত হয়। ইমাম মুহাম্মাদও তার ‘আল-মুওয়াত্ত্বা’ গ্রন্থে জায়িয হওয়ার পক্ষে পরিস্কার করেছেন। তাকবীরের হাদীস গ্রহণ করে তিনি বলেছেন, ‘আমি যা গ্রহণ করেছি সেটাই উত্তম।’[৪১]

উপসংহার

ঈদের সালাত দ্বীন ইসলামের অন্যতম বাহ্যিক নিদর্শন এবং উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে রমাযান মাসের সাওম পালন ও আল্লাহর ঘরের হজ্জ আদায়ের মাধ্যমে মহান মালিক মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হয়। এছাড়াও ঈদে রয়েছে মুসলিমের মধ্যে পরস্পর ভালোবাসা, সহমর্মিতা, দয়াশীলতা, বহু লোকের সমাবেশ ও আত্মার পবিত্রতার আহ্বান। তাই আমরা এ ঈদের সালাত পড়বো রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ মোতাবেক বিশেষ করে সালাতের অতিরিক্ত তাকবীর। ১২ তাকবীরের হাদীস সংখ্যা প্রচুর এবং অধিক শক্তিশালী হওয়াই এটি অধিক উত্তম। ❑

---

[৩৫] *আত্ তিরমিযী- ১/১১৯-১২০ পৃ, হা. ৫৩৪-এর আলোচনা।*
[৩৬] *শারহু বেকায়াহ-এর মুকাদ্দামা- দিল্লী ছাপা, ১৩৭২, পৃ. ২৮।*
[৩৭] *বাদয়েউস সানাঈ- ১ম খণ্ড, তাকবীরাতুল ঈদায়েন, পৃ. ৬২০।*
[৩৮] *দুররে মুখতার- ৩/৫০।*
[৩৯] *আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহাযযাব- ইমাম নববী, ৫/১৫।*
[৪০] *তামহীদ- ১৬/৩৭-৩৯ থেকে সমাপ্ত।*
[৪১] *আল-আরফুশ শাযী- ১/১১৮।*

প্রবন্ধ

ঈদ উদযাপনের শর'ঈ নীতিমালা

–শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী[*]

ঈদ আমাদেরকে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে যেতে আহ্বান জানায়। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যখন আমরা এক মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াই, তখন এই চিরসুন্দরদৃশ্য আমাদেরকে পারস্পরিক শত্রুতা, ঘৃণা ও হিংসা-বিদ্বেষ বর্জনের দিকে উৎসাহিত করে এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ বৃদ্ধির দিকে আহ্বান করে।

ঈদের আনন্দ কার জন্য?

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! আমাদের সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় রমাযানের আগমনের সাথে সাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ উদগ্রীব হয়ে উঠেন। অথচ রমাযানের সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্পর্কে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। তারা ব্যস্ত হয়ে যান ঈদের নতুন পোষাক ক্রয়, ঈদের খাওয়া-দাওয়া, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া, ঈদের ছুটি কাটানোর উপযুক্ত স্থান নির্ধারণসহ আরও অনেক কার্যক্রম নিয়ে। যারা রহমত, বরকত এবং গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার এই মাসকে 'ইবাদতের মাধ্যমে না কাটিয়ে শুধু আক্ষরিক অর্থে ঈদকে উপভোগ করতে চান, তাদের সম্পর্কে আপনি কী বলবেন? আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিত ও প্রগতিবাদী অধিকাংশ লোকের মধ্যেই ঈদকে এভাবে আক্ষরিক অর্থে উদযাপন করতে দেখা যায়। ইসলামের মূল্যায়নে প্রকৃতপক্ষে ঈদের আনন্দ তাদের জন্য কোনো অর্থবহ কল্যাণ বয়ে আনবে না। নতুন কাপড় পরে তারা ঈদের আনন্দ উপভোগ করলেও সে আনন্দ তাদের জন্য কোনো সুসংবাদ বয়ে আনবে না, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঈদের দিনে অনেক হাসলেও সে হাসি তাদেরকে একদিন কাঁদাবে।

হাসান বসরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : মু'মিন ব্যক্তির জন্য প্রতিটি দিনই হচ্ছে ঈদ, যদি না তাতে তার প্রভুর নাফরমানী থাকে এবং প্রতিটি দিনই তার জন্য আনন্দের, যদি সে তা মহান আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর স্মরণের মাধ্যমে কাটিয়ে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি রমাযানের পূর্ণ দায়িত্ব পালন না করে শুধু নতুন কাপড় পরিধান করে ঈদ করল, তার জন্য ঈদের আনন্দ শোভনীয় নয়; বরং যে ব্যক্তি এই পবিত্র মাসে আনুগত্য করে এবং তাক্বওয়ার পোষাক পরিধান করে তাঁর প্রভুর প্রিয় হতে পারল তার জন্যই প্রকৃত ঈদ। যে ব্যক্তি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে নতুন ঝকঝকে গাড়িতে চড়ে ঈদগাহে গমন করল, তাঁর জন্য ঈদ নয়; বরং প্রকৃত ঈদ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে এই মহান মাসে সকল গুনাহ হতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে পারল। আফসোস ঐ বান্দার জন্য! যে সুন্দর পোষাক পরে ঈদের আনন্দ প্রকাশ করে, কিন্তু গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করে না, মৃত্যুকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না।

ঈদের সালাতের হুকুম : এটা দ্বীন ইসলামের প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের অন্যতম। এই সালাতের হুকুম নিয়ে 'আলেমদের থেকে একাধিক মত পাওয়া যায়। কারও মতে ঈদের সালাত হলো ফরযে কিফায়া। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। আল্লামা বিন বায (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতে ঈদের সালাত ফরযে আইন। তবে অধিকাংশের মতে এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা; ওয়াজিব বা ফর্‌য নয়। এ মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

মোটকথা, নবী করীম (ﷺ) এ সালাত তাঁর উম্মাতের জন্য শরীয়তসিদ্ধ করেছেন এবং তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি মহিলাদেরকেও তাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর নিজেও তিনি সেটা স্থায়ীভাবে আদায় করেছেন। সুতরাং ঈদের সালাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কোনো মুসলিমের এ ব্যাপারে অবহেলা করা অনুচিত।

ঈদের সালাতের সময় : এক তীর পরিমাণ সূর্য উপরে ওঠা থেকে তা পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঈদের সালাতের সময়। ঈদুল আযহা জলদী করে এবং ঈদুল ফিতর দেরি করে আদায় করা সুন্নত।

যে স্থানে এ সালাত পড়বে : ঈদগাহ বা মাঠে এ সালাত আদায় করা সুন্নত। কারণবশতঃ মাসজিদেও আদায় করা যায়।

ঈদের দিনের কতিপয় মুস্তাহাব 'আমল :

১) ঈদ উপলক্ষে একে অপরকে অভিনন্দন ও ঈদের শুভেচ্ছা জানানো সুন্নাত। তবে এর নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি নেই। অবশ্য সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁরা এই দিনে একে অপরকে বলতেন : تقبل الله منا ومنكم "আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও আপনাদের সৎ 'আমলগুলো কবুল করুন।" আরব দেশে পরস্পর ঈদ

---

[*] *মুহাদ্দিস- মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।*

সা'ঈদ عيد سعيد, ঈদ মোবারক এবং كل عام وأنتم بخير এ সমস্ত কথাগুলো বলতে শুনা যায়।

২) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।

৩) গোসল করে সুন্দর পোষাক পরিধান করা। কিন্তু মহিলাগণ তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না এবং আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।

৪) ঈদুল ফিতরের সালাতে যাওয়ার পূর্বে কিছু খেয়ে বের হওয়া সুন্নাত।

৫) ঈদের সালাতে বের হওয়ার আগে ফিতরা আদায় করবে। ঈদের দুই-এক দিন আগে ফিতরা পরিশোধ করলেও চলবে। নবী (ﷺ) ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায় করতে বলেছেন। তিনি বলেন :

«مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».

যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে ফিতরা আদায় করল, তা ফিতরা হিসেবে কবুল হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের পর আদায় করল, তার ফিতরা সাধারণ সাদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হবে।[৪২]

৬) চলার পথে আওয়াজ করে তাকবীর পাঠ করা। তাকবীরের শব্দগুলো হচ্ছে–

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.

ঈদুল ফিতরের চাঁদ উঠার পর থেকে এই তাকবীরগুলো পড়া শুরু হবে এবং ঈদের সালাত পড়ার পূর্ব পর্যন্ত চলবে।

৭) শীঘ্র শীঘ্র ঈদের মাঠে যাওয়া।

৮) এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা।[৪৩]

৯) ঈদের দিনে উন্নত খাবার খাওয়া এবং পোষাক-পরিচ্ছদে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা মুস্তাহাব।

ঈদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি : সালাতের সময় উপস্থিত হলে ইমাম আগে দাঁড়িয়ে সবাইকে নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করবেন। এ সালাতে আযান ও ইক্বামাত নেই। মাইকে ডাকা-ডাকিও নেই। সুতরাং মাইকে ডাকা-ডাকি করা বিদআত। অতঃপর প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করবে। দু'রাকআতেই কিরা'আত স্বরবে পড়বে। সুন্নাত হলো প্রথম রাকআতে সূরা আল আ'লা- এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল গা-শিয়াহ্ পড়া। সালামের পর ইমাম চলমান পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করে খুতবাহ্ প্রদান করবেন।

ঈদের সালাতে তাকবীর সংখ্যা : প্রথম রাকা'আতে তাকবীরে তাহরিমার পর সাতটি অতিরিক্ত তাকবীর দিবে। দ্বিতীয় রাকআতে সাজদাহ্ থেকে উঠার তাকবীর বাদ দিয়ে পাঁচটি অতিরিক্ত তাকবীর পাঠ করবে। ১২ তাকবীরে ঈদের সালাত আদায় করার পক্ষে অনেকগুলো সহীহ হাদীস রয়েছে। কাসীর ইবনু 'আব্দুল্লাহ তার পিতা হতে আর তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে,

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي العِيْدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَةِ».

নবী (ﷺ) দুই ঈদের সালাতে প্রথম রাকআতে কিরআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে কিরআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর পাঠ করতেন।[৪৪]

ইমাম আত্ তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ-র) বলেন : ঈদের সালাতের তাকবীরের ব্যাপারে বর্ণিত এটিই সর্বোত্তম হাদীস। এর উপরই নবী (ﷺ)-এর কতক বিজ্ঞ সাহাবী এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ 'আমল করেছেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি এভাবেই মাদীনাতে ঈদের সালাত পড়েছেন। এটিই ইমাম মালেক, শাফি'য়ী এবং আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ-র)-এর মাযহাব।

প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু'হাত উত্তোলন (রাফউল ইয়াদায়ন) করবে। প্রত্যেক দুই তাকবীরের মধ্যবর্তী সময়ে নবী (ﷺ) থেকে কোনো দু'আ বা যিক্র পাঠ করার কথা প্রমাণিত নেই। তবে 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে দুই তাকবীরের মাঝখানে আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর বড়ত্ব এবং নবী (ﷺ)-এর উপর দরূদ পাঠ করার কথা পাওয়া যায়। ঈদের সালাতের অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ এবং খুতবা সুন্নত; ওয়াজিব বা আবশ্যক নয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থানেই ছয় তাকবীরে ঈদের সালাত পড়া হয়। এটি সুন্নাতের খেলাফ। কারণ এ মর্মে রাসূল (ﷺ) থেকে কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। ঈদের সালাতের পূর্বে বা পরে কোনো প্রকার নফল সালাত পড়া জায়িয নেই। তবে ঈদের সালাত মাসজিদে হলে বসার পূর্বে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়ে নিবে। একবার 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, ঈদের সালাতের পূর্বে নফল সালাত পড়ছে। তিনি প্রতিবাদ করলে উক্ত ব্যক্তি বলল : আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামায পড়ার কারণে শাস্তি দিবেন না। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : সালাতের কারণে শাস্তি দিবেন না। তবে বিদআত করার কারণে শাস্তি দিবেন।

[৪২] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১৬০৯, হাদীসটি হাসান।*
[৪৩] *সহীহুল বুখারী।*
[৪৪] *সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৫৩৬, হাদীসটি সহীহ, সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১২৭৯ ও দারামী।*

ঈদের সালাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ : ঈদের সালাত, জুমু'আর সালাত এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জামা'আতে মহিলাদের উপস্থিত হওয়া জায়িয। উম্মু 'আত্বীয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

سَمِعْتُهُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُوْرِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُوْرِ، وَالحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِيْنَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّ».

আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, ঈদের সালাতে পর্দার আড়ালের যুবতী মহিলাগণও বের হবে। হায়িয বিশিষ্ট মহিলাগণও অংশগ্রহণ করবে। তারা কল্যাণের কাজে অংশ নিবে এবং দু'আয় শরীক হবে (ঈদের খুতবাহ্ শুনবে)। তবে তারা সালাতে অংশগ্রহণ করবে না।[৪৫]

আমাদের দেশে মহিলাদের ঈদের সালাতে অংশগ্রহণের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয় না। এটি ঠিক নয়। এ অবস্থার অবসান হওয়া উচিত।

ঈদের দিনের বিনোদন :

১) আত্মীয় ও মুসলিম বন্ধু-বান্ধবের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা : পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল আত্মীয়-স্বজনের অন্তরে বৈধ পন্থায় আনন্দ প্রকাশ করানোর চেষ্টা করা এবং তাদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা এবং মুসলিম বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কুশল বিনিময় এবং তাদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা জানানো ঈদের বিনোদনের অন্তর্ভুক্ত।

২) দূরের আত্মীয়দেরকে এই পবিত্র ও খুশির দিনে ভুলে না যাওয়া : দূরের আত্মীয়দের বাড়িতে যাবো এবং তাদেরকে দা'ওয়াত দিয়ে সাধ্যানুযায়ী উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা ঈদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক।

৩) গরীব-দুঃখীদের খোঁজ-খবর নেয়া : সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে গরীব-দুঃখীদেরকেও ঈদের আনন্দে শরীক করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সাওয়াবের কাজ।

৪) বৈধ খেলা-ধুলার আয়োজন করা : অনেকেই মনে করেন, ইসলামে খেলা-ধুলা ও আনন্দ-ফূর্তি করার মতো কিছু নেই। তাদের ধারণা ঠিক নয়। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : একদিন আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে আমার ঘরের সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পেলাম। তখন হাবশীগণ মাসজিদে খেলা করছিলেন। নবী (ﷺ) আমাকে আপন চাদর দিয়ে পর্দা করে রাখছিলেন আর আমি তাদের খেলা অবলোকন করছিলাম। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা অস্ত্র নিয়ে খেলা করছিলেন। এ হাদীস থেকে বৈধ খেলা-ধুলার আয়োজন করার দলীল রয়েছে। অন্য হাদীসে এসেছে– নবী (ﷺ) এবং তাঁর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে নিয়ে পূর্ণিমার রাতে একাধিকবার দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। প্রথমবার 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জয়লাভ করেন। দ্বিতীয়বার দৌড় প্রতিযোগিতায় রাসূল (ﷺ) 'আয়িশাহ্কে পরাজিত করে দেন।

৫) ঈদের দিন ইসলামী কবিতা আবৃত্তি ও তাওহীদী জাগরণমূলক কিছু গাওয়া বৈধ : বিবাহের অনুষ্ঠানে ও ঈদের দিনে ইসলাম আনন্দ ও বিনোদন করার অনুমতি দিয়েছে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

دَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِيْ الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ : وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : أَمَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ فِيْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَذَلِكَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَذَا عِيْدُنَا».

একদিন আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন দু'জন আনসারী বালিকা বুয়াস যুদ্ধে তাদের বীরত্ব সম্পর্কিত গান গাচ্ছিল, কিন্তু তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না। আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : আশ্চর্য! আল্লাহর রাসূলের ঘরে শয়ত্বানের বাদ্য! এ দিনটি ছিল ঈদের দিন। আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : হে আবূ বক্র! প্রত্যেক জাতির ঈদ আছে, আর এদিন হলো আমাদের ঈদ।[৪৬] রাবী বিনতু মুআওয়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّيْ، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا، يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِيْ يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ، فَقَالَ : «دَعِي هَذِهِ، وَقُوْلِيْ بِالَّذِيْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ».

যখন আমার বিবাহের অনুষ্ঠান হচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার কাছে এসে আমার বিছানায় এমনভাবে বসলেন, যেমন তুমি বসেছ। তখন কয়েকজন বালিকা দফ বাজাচ্ছিল ও আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মাঝে যারা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন তাদের প্রশংসামূলক সংগীত গাচ্ছিল। এ সংগীতের মাঝে এক বালিকা বলে উঠল। আমাদের মাঝে এমন এক নবী আছেন যিনি জানেন আগামী কাল কি হবে। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন : এ কথা বাদ দাও এবং যা বলছিলে তা বলো।[৪৭]

[৪৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৪।*

[৪৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৯৫২।*

[৪৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫১৪৭।*

তাই অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম নিম্নোক্ত কয়েকটি সময়ে দফ অর্থাৎ- এক দিকে খোলা ঢোল জাতীয় বাদ্য বাজানোকে জায়িয বলেছেন।

ঈদের দিনে যা বর্জনীয় : ঈদ মুসলমানদের আত্মার পরিশুদ্ধি, মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন-এর প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি মার্জিত উৎসব। তবে দুঃখের ব্যাপার হলো আমরা অনেকেই এ দিনটিকে যথার্থভাবে পালন করতে ব্যর্থ হই। নানাবিধ ইসলাম বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হয়ে হারিয়ে ফেলি ঈদের মাহাত্ম্য, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে আনন্দ উপভোগ করি। ঈদের মূল শিক্ষা থেকে আমরা চলে যাই দূরে, বহু দূরে। এ ধরনের আচরণ থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলমানেরই জরুরী।

মহান রাব্বুল ‘আলামীন যেহেতু ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন পালন করার তাওফীক্ব দিয়েছেন, তাই মুসলিমগণ ঈদের পবিত্র দিনে প্রভুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তাঁর বড়ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করবে এবং আনন্দের সাথে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন পালন করবে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে আজ মুসলিমগণ ঈদের আসল শিক্ষা ভুলে গিয়ে বিভিন্ন পাপাচারি ও অশ্লীল কাজের মাধ্যমে ঈদের আনন্দ উপভোগ করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। সুতরাং ঈদের দিনে যা আমাদের সকলের জন্য বর্জনীয় সে দিকে লক্ষ্য করি :

১) বিজাতীয় আচরণ : মুসলিম সমাজে এ ব্যধি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদে, চাল-চলনে, শুভেচ্ছা বিনিময়ে অমুসলিমদের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হয়ে পড়েছে মুসলমানদের অনেকেই। এর মাধ্যমে একদিকে তারা সাংস্কৃতিক দৈন্যতার পরিচয় দিচ্ছে অপরদিকে নিজেদের তাহজিব-তামাদ্দুনের প্রতি প্রকাশ করছে অবজ্ঞা-অনীহা। এ ধরনের আচরণ ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। হাদীসে এসেছে– নবী (ﷺ) বলেন :

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্যতা রাখবে সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।[৪৮]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ হলো, যে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যতা রাখবে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি এ বাহ্যিক অর্থ আমরা নাও ধরি তবুও কমপক্ষে এ কাজটি যে হারাম তাতে সন্দেহ নেই।

[৪৮] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪০৩১, হাদীসটি হাসান সহীহ।*

২) পুরুষ নারীর বেশ ধারণ ও নারীর পুরুষের বেশ ধারণ : পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন ও সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রে পুরুষের নারীর বেশ ধারণ ও নারীর পুরুষের বেশ ধারণ হারাম। ঈদের দিনে এ কাজটি অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। হাদীসে এসেছে– ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু) বলেন :

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ».

রাসূল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন।[৪৯]

৩) ঈদের দিনে ক্বর যিয়ারাত : ক্বর যিয়ারাত করা শরীয়ত সমর্থিত একটি নেক ‘আমল। হাদীসে এসেছে– রাসূল (ﷺ) বলেন :

كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا.

আমি তোমাদেরকে ক্বর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম, হ্যাঁ এখন তোমরা ক্বর যিয়ারাত করবে। কারণ ক্বর যিয়ারাত হৃদয়কে কোমল করে, নয়নকে অশ্রুসিক্ত করে ও পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে তোমরা শোক ও বেদনা প্রকাশ করতে সেখানে কিছু বলবে না।[৫০]

কিন্তু ঈদের দিনে ক্বর যিয়ারাতকে অভ্যাসে পরিণত করা বা একটা প্রথা বানিয়ে নেয়া শরীয়তসম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

«لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا».

তোমরা আমার ক্বরে ঈদ উদযাপন করবে না বা ঈদের স্থান বানাবে না।[৫১]

যদি ঈদের দিন ক্বর যিয়ারাত করা হয় তবে ক্বরে ঈদ উদযাপন হয়েছে বলে গণ্য হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঈদ মানে যা বার বার আসে। যদি বছরের কোনো একটি দিনকে কবর যিয়ারাতের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় আর তা প্রতি বছর করা হয় তাহলে এর অর্থই হবে ক্বরকে ঈদের উৎসব-সামগ্রী হিসেবে সাব্যস্ত করা। আর সেটা যদি সত্যিকার ঈদের দিনে হয় তবে তা আরো মারাত্মক বলে ধরে নেয়া যায়। যখন আল্লাহর রাসূলের ক্বরে ঈদ পালন নিষিদ্ধ

[৪৯] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪০৯৭, হাদীসটি সহীহ।*
[৫০] *সহীহুল জামে‘- হা. ৪৫৮৪।*
[৫১] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২০৪২, হাদীসটি সহীহ।*

তখন অন্যের কবরে ঈদ উদযাপন করার হুকুম কতখানি নিষিদ্ধের পর্যায়ে পড়তে পারে তা ভেবে দেখা উচিত।

মোটকথা, ঈদের দিনকে ফযীলত মনে করে কবর যিয়ারাত করা। তবে কেউ ছুটিতে ঈদের দিন নিজ বাড়িতে গেলে মৃত আত্মীয়-স্বজনের কবর যিয়ারাত করতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যারা সারা বছর নিজ বাড়িতেই থাকেন তারা যদি ঈদের দিন বিশেষ গুরুত্বের সাথে কবর যিয়ারাত করেন, তাহলে বিদআত হবে।

৪) নারীদের খোলা-মেলা অবস্থায় রাস্তা-ঘাটে বের হওয়া : মনে রাখা প্রয়োজন যে, খোলামেলা ও অশালীন পোশাকে রাস্তা-ঘাটে বের হওয়া ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

"আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন মূর্খতার যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না।"[৫২]

«صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا».

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : জাহান্নামবাসী দু'ধরনের লোক যাদের আমি এখনও দেখতে পাইনি। একদল লোক যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে প্রহার করবে। আর একদল এমন নারী যারা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ মানুষের মতো মনে হবে, অন্যদের আকর্ষণ করবে ও অন্যেরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না, যদিও তার সুগন্ধি বহু দূর থেকে পাওয়া যায়।[৫৩]

৫) নারীদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা এবং তাদের সাথে অশালীন আচরণ বিনিময় করা : দেখা যায় অন্যান্য সময়ের চেয়ে এই গুনাহের কাজটা ঈদের দিনে বেশি করা হয়। নিকট আত্মীয়দের মাঝে যাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ শরীয়ত অনুমোদিত নয়, তাদের সাথে অবাধে দেখা-সাক্ষাৎ করা হয়।

«إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ : رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ : «الْحَمْوُ الْمَوْتُ».

রাসূল (ﷺ) বলেন : তোমরা মহিলাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবে। মাদিনার আনসারদের মধ্য থেকে এক লোক প্রশ্ন করল : হে আল্লাহর রাসূল! দেবর-ভাসুর প্রমুখ আত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি উত্তরে বললেন : এ ধরনের আত্মীয়-স্বজন তো মৃত্যু।[৫৪]

এ হাদীসে আরবী الحمو শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন সকল আত্মীয় যারা স্বামীর সম্পর্কের দিক দিয়ে নিকটতম। যেমন- স্বামীর ভাই, তার মামা, খালু প্রমুখ। তাদেরকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করার কারণ হল, এ সকল আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমেই বেপর্দাজনিত বিপদ-আপদ বেশি ঘটে থাকে। যেমনটি অপরিচিত পুরুষদের বেলায় কম ঘটে।

৬) ঈদের রাতে বা দিনে অশ্লীল গান, বাজনা, নাচ, ছবি, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে ঈদের আনন্দ উপভোগ করা : ঈদের দিনে এ গুনাহের কাজগুলো বেশি হতে দেখা যায়। গান ও বাদ্যযন্ত্র যে শরীয়তে নিষিদ্ধ এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর তা যদি হয় অশ্লীল গান তাহলে তো তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো ভিন্নমত নেই। রাসূল (ﷺ) বলেন :

"لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ".

আমার উম্মাতের মাঝে এমন একটা দল পাওয়া যাবে যারা ব্যভিচার, রেশমি পোশাক, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।[৫৫]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় গান-বাদ্য নিষিদ্ধ। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে তারা হালাল মনে করবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় মূলতঃ এটা হারাম। ইসলামী শরীয়তে কিছু কিছু পর্বে বিনোদনের অনুমতি দিয়েছে।

পরিশেষে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন মুসলিম জাতিকে ঈদ থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের জীবনকে ধন্য করেন এবং ঈদের দিনে সকল ইসলাম বিরোধী আচরণ থেকে মুসলিমদেরকে হিফাজাত করেন –আমীন। ❑

---

[৫২] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৩৩।*
[৫৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ১২৫/২১২৮।*
[৫৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ২০/২১৭২।*
[৫৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৫৯০।*

অসিলা শব্দের বিশ্লেষণ এবং কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি

–কে. এম আব্দুল জলিল*

ভূমিকা : আল্লাহ তা'আলা মানব ও জিন্ জাতিকে 'ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ পৃথিবীতে যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথ ও বিধানসমূহ অনুসরণ করে চলে তারাই ধার্মিক হিসেবে বিবেচিত। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান সেই ব্যক্তি যে কুরআন এবং হাদীসকে জীবনের একমাত্র আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ কুরআন ও হাদীস ইসলামের অন্যতম উৎস যা মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের পথ নির্দেশনাস্বরূপ স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন :

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

অর্থাৎ- "এ কিতাবে আমি কোনো কিছুই বাদ দেইনি।"[৫৬]

পবিত্র কালামে সমস্যা সংকুল জীবনের সমস্যাবলীর যৌক্তিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান রয়েছে। উল্লেখ্য, কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার মহাগ্রন্থ হিসেবে আমাদের কল্যাণে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তার সামগ্রিক বিষয় সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণে হাদীস হলো কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। সুতরাং আমাদের জীবনে সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে কুরআন মাজীদের পাশাপাশি হাদীস গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

অর্থাৎ- "রাসূল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো।"[৫৭]

প্রবন্ধের মূল বিষয় 'অসিলা' যা শরীয়তের এমন বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে যেখানে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'অসিলার' অবস্থান এতই স্পর্শকাতর যা 'ইবাদত ও শির্কের খুবই কাছাকাছি সম্পর্ক রাখে।

অসিলা (وسيلة) অর্থ : ওসীলা (وسيلة) শব্দটি আভিধানিক দিক থেকে মাধ্যম (Media) ও নৈকট্য এর অর্থ প্রকাশ করে থাকে।[৫৮] ড. রুহী বা'আলাবাক্কী স্বীয় A Modern Arabic English Dictionary অভিধানে 'অসিলার' অর্থ নিম্নরূপ উল্লেখ করেছেন : Means medium, agency, instrument, agent, device, implement, tools, expedient, resource, way & channel.[৫৯] অর্থাৎ- 'অসিলা' শব্দের অর্থ বলতে উপায়, মাধ্যম, উপকরণ, অবলম্বন, কৌশল, প্রক্রিয়া, উৎস, ধারা, পদ্ধতি, ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি ও পথ ইত্যাদি বুঝায়।

'অসিলা' শব্দের পারিভাষিক ব্যাখ্যা এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তাফসীর থেকে জানা যায় যে, যে বস্তু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, তা-ই মানুষের জন্য মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার অসিলা। মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'মাকতুবাদ' গ্রন্থে এবং কাযী সানাউল্লাহ পানীপথী "তাফসীরে মাযহারীতে" বর্ণনা করেন যে, 'অসিলা' শব্দটিতে প্রেম ও আবেগের অর্থ নিহিত থাকায় বুঝা যায় যে, মু'মিনের পক্ষে অসিলার স্তরসমূহের উন্নতি আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি মহব্বতের উপর নির্ভরশীল। আর মহব্বতের সৃষ্টি হয় সুন্নাতের অনুসরণের দ্বারা।[৬০] আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ﴾

"বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।"[৬১]

অসিলার প্রয়োজনীয় উপাদান : প্রকাশ থাকে যে, সব ধরনের অসিলা শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ, অসিলা দুই প্রকার, যথা- বৈধ ও অবৈধ। **বৈধ অসিলার মৌলিক দিক ৩টি যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো–**

---

* *সভাপতি, জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস ও উপ-গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।*

[৫৬] *সূরা আল আন'আম : ৩৮।*

[৫৭] *সূরা আল হাশর : ৭।*

[৫৮] *লিসানুল আরব- ইবনু মানজুর আল-আফরীক্বী, ১১/৭২৪।*

[৫৯] *Al-Mawrid A Modern Arabic English Dictionary- ড. রুহী বা'আলাবাক্কী, দারুল 'ইলম, বৈরুত, পৃ. ১২৩৪।*

[৬০] *তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন- ই. ফা.বাং, পৃ. ১৩৪।*

[৬১] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩১।*

(১) অসিলা সংক্রান্ত কার্যক্রমের লক্ষ্য হবে একমাত্র মহান রাব্বুল ‘আলামীন।

(২) অসিলা অন্বেষণকারীকে অত্যন্ত আল্লাহভীরু, বিনয়ী ও সত্যসন্ধানী হতে হবে।

(৩) যে সকল অসিলার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে তা অবশ্যই শরীয়তসম্মত হতে হবে।[৬২]

কুরআন সুন্নাহর আলোকে শরীয়তসম্মত অসিলাকে তিনভাগে সীমাবদ্ধ পাওয়া যায় :

(ক) মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অসিলাহ।

(খ) নিজের কোনো নেক ‘আমল দ্বারা মহান আল্লাহর কাছে অসিলা চাওয়া।

(গ) জীবিত উপস্থিত নেক কোনো মুসলিম ব্যক্তির দু‘আ দ্বারা মহান আল্লাহর কাছে অসিলা চাওয়া, যার দু‘আ কবুল হওয়ার আশা করা যায়।

(ক) মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অসিলাহ : মহান আল্লাহর সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে দু‘আ করা। ইসলাম এ প্রকার অসিলার প্রতি নির্দেশ দান করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾

অর্থাৎ- “আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকো।”[৬৩]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

«إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

“মহান আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে, ১০০’র একটি কম, যে ব্যক্তি এই নামগুলো সংরক্ষিত রাখবে বা হিসাব রাখবে (মুখস্থ রাখবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[৬৪]

আল্লাহ তা‘আলা যেখানে আমাদেরকে তাঁর নামের অসিলায় তাঁকে আহ্বান করতে নির্দেশ করেছেন, সেখানে আমরা তাঁকে তাঁর কোনো সৃষ্টির নামের অসিলায় তাঁর নির্দেশ ব্যতীত আহ্বান করতে পারি না। যদিও সে সৃষ্টি তাঁর নিকট তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে অধিক ভালোবাসার পাত্রও হয়। আমরা মহান আল্লাহর বান্দা। তাই আমাদের জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনের কথা কোনো সৃষ্টির মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তাঁর কাছে জানাবো, এটাই স্বাভাবিক কথা এবং যুক্তিরও দাবি। এ জন্য কোনো নবী বা ওলীর মধ্যস্থতা ছাড়াই তাঁকে আহ্বান করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

অর্থাৎ- “তোমরা আমাকে আহ্বান করো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।”[৬৫]

সরাসরি মহান আল্লাহকে আহ্বান করার শিক্ষা দিয়ে রাসূল (ﷺ) ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেন :

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ.

“যখন তুমি কিছু চাইবে তখন তা মহান আল্লাহর কাছেই চাইবে, আর যখন কিছু সাহায্য চাইবে তখন তা মহান আল্লাহর কাছেই চাইবে।”[৬৬]

(খ) মহান আল্লাহর নিকট সৎ ‘আমলের দ্বারা অসিলাহ গ্রহণ করা : সৎ কর্ম বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। তন্মধ্যে উত্তম দু‘টি ‘আমল হচ্ছে সালাত ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করা। তাই আল্লাহ তা‘আলা এ দু‘টির অসিলায় দু‘আ করার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন :

﴿وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ﴾

“তোমরা ধৈর্য ধারণ এবং সালাতের অসিলায় আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করো।”[৬৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন :

﴿الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

“যারা বলে, হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই আপনি আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের ‘আযাব থেকে রক্ষা করুন।”[৬৮]

এছাড়াও সহীহ হাদীসে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, বানী ইসরা-ঈলের তিন ব্যক্তি

---

[৬২] *আল জাযা‘য়িরী- আবূ বক্র জাবির, ‘আক্বীদাতুল মু‘মিন, দার-আর-শারক, জিদ্দা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৭ ইং, পৃ. ১২৭।*

[৬৩] *সূরা আল আ‘রাফ : ১৮০।*

[৬৪] *সহীহুল বুখারী- ২/৯৮১, হা. ২৭৩৬, ৭৩৯২; সহীহ মুসলিম- ৪/২০৬৩, হা. ৬/২৬৭৭।*

[৬৫] *সূরা আল গা-ফির : ৬০।*

[৬৬] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- কিতাবুল কিয়ামাহ, বাব নং- ৫৯; ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৬৭, হা. ২৫১৬, সহীহ।*

[৬৭] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ৪৫।*

[৬৮] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১৬।*

একদা রাত যাপনের জন্য তারা এক গর্তে প্রবেশ করে আশ্রয় নিলে একটি পাথর উপর থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় তারা একে অপরকে বলল, তোমরা তোমাদের সৎ 'আমলসমূহের অসিলায় মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করো। অতঃপর তাদের একজন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের দ্বারা অসিলাহ করল। দ্বিতীয় ব্যক্তি মহান আল্লাহর ভয়ে অশ্লীল কাজ থেকে বিরত হওয়ার অসিলাহ গ্রহণ করল। তাঁর চাচাতো বোনকে আয়ত্তে পাওয়ার পর যখন সে মহান আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয় তখন সে মহান আল্লাহর ভয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। তৃতীয় ব্যক্তি তার আমানতদারিতা ও সততার অসিলাহ গ্রহণ করল। আর সে তা এভাবে, এক শ্রমিক তার পারিশ্রমিক ছেড়ে চলে গেলে সে তার পারিশ্রমিক সম্পদকে বিপুল সম্পদে পরিণত করে। পরবর্তীকালে সে এসে তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে যায় কিছুই ছেড়ে যায়নি।[৬৯] এখানে ঘটনার সারাংশের উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি মুসলিম ব্যক্তির 'আমলের অসিলা গ্রহণ শরীয়তসম্মত হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে।

(গ) মহান আল্লাহর নিকট সৎ ব্যক্তির দু'আর অসিলাহ গ্রহণ : জীবিত মানুষের দু'আর অসিলা গ্রহণ করেও মহান আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া যেতে পারে। নিজের এবং নিজের সন্তানাদি ও পরিবারের ইহ্-পরকালীন কল্যাণের জন্য কোনো মানুষের নিকট যেয়ে তাকে এ কথা বলা যেতে পারে যে, আমাদের জন্য একটু দু'আ করুন বা আমাদের জন্য দু'আ করবেন। উল্লেখ্য, এমন ব্যক্তির নিকট যাবেন যিনি বিশুদ্ধ 'আক্বীদায় বিশ্বাসী, তাওহিদবাদী, কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিদ্যায় অধিক পারদর্শী। উম্মুল মু'মিনীন আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে সন্তানদের নিয়ে আসা হতো, তিনি (দু'আ পাঠ করে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে ঝাড় ফুঁক করে) তাদের উপর বরকত দিতেন এবং খুরমা চিবিয়ে তাদের মুখের তালুতে লাগিয়ে দিতেন।"[৭০]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীস : "এক পল্লীবাসী নবী (ﷺ)-এর মিম্বরে খুৎবা দানকালে মসজিদে প্রবেশ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল, রাস্তা-ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অতএব, আপনি মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। নবী (ﷺ) দু'খানা হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন, এ পরিমাণ হাত উঠিয়েছিলেন যে, আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখেছিলাম, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, (দু'আর পূর্বে) আমরা আসমানে ব্যাপক অংশ জুড়ে মেঘের একটিও খণ্ড দেখিনি। আমাদের মাঝে ওসিলা'র মাঝে কোনো ঘরবাড়ীও ছিল না। দু'আর পর রাসূল (ﷺ)-এর পেছন দিক থেকে মেঘ প্রকাশিত হলো ঢালের ন্যায়। আসমানের মাঝা-মাঝি স্থানে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং বর্ষিত হলো। সেই জাতের কসম যার হাতে আমার জীবন নবী (ﷺ) হাত নামাননি যে পর্যন্ত মেঘমালা-পাহাড়সম আকারে বিস্তৃতি লাভ না করেছিল। অতঃপর মিম্বর থেকে অবতরণ করার পূর্বেই তাঁর দাড়ির উপর দিয়ে বৃষ্টি গড়িয়ে পড়তে দেখেছি। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং আমরা সালাতান্তে বের হলাম পানিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ীতে পৌঁছলাম। দ্বিতীয় জুমু'আহ্ পর্যন্ত এ বৃষ্টি অব্যাহত থাকে। অতঃপর ঐ পল্লীবাসী লোকটি কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নবী (ﷺ) মৃদু হাসলেন এবং তার হাত দু'খানা উত্তোলনপূর্বক বললেন, "হে আল্লাহ তা'আলা আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ! টিলার উপর, ছোটো ছোটো পাহাড়ের উপর, মাঠের ভিতর ও গাছপালায় উৎপাদন স্থলগুলোতে।[৭১] মেঘ সরে গেল এবং মদীনার পার্শ্বস্ত ভূমিগুলোতে বর্ষিত হতে লাগল, মদীনায় আর একটুও বৃষ্টি বর্ষিত হলো না।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত : লোকেরা যখন অনাবৃষ্টিতে ভুগতো তখন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব-এর মাধ্যমে বৃষ্টি চাইতেন। তিনি বলতেন, অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসিলা ধারণ করলে তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে

[৬৯] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।*

[৭০] *সহীহ মুসলিম- কিতাবুত ত্বাহারত, পরিচ্ছেদ : দুগ্ধ পানকারী শিশুদের বরকত দানের হুকুম, ১/২৩৭।*

[৭১] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*

থাকতে, আর এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার অসিলাহ ধারণ করছি। অতএব আমাদেরকে বৃষ্টি দান করো। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে তারা বৃষ্টি প্রাপ্ত হতো।[৭২] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জীবদ্দশায় দু'আ করতেন বলে তাঁরা তাঁর দু'আর অসিলা গ্রহণ করতেন। তাঁর অবর্তমানে তাঁরা তাঁর জীবিত চাচা 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দু'আর অসিলা গ্রহণ করেছিলেন।

নিষিদ্ধ অসিলাসমূহের দৃষ্টান্ত : কোনো ওলী-আওলিয়া, সালেহীন ও দরবেশকে অতি পূজনীয় মনে করে এভাবে দু'আ প্রার্থনা করা যাবে না– "ওহে মুর্শিদ! তোমারই সাহায্য চাই", "ওহে মাওলা! আমাকে হেফাজত করুন" –এটা সম্পূর্ণ অবৈধ।[৭৩] কিছু স্বার্থান্বেষীর মিথ্যা প্রচারণার কারণে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য পীর-মাশাইখের 'ইবাদত করা বা অসিলা মধ্যস্থতাকারী মনে করা শির্কের পর্যায়ভুক্ত। আধুনিককালে অনেকেই অজ্ঞতাবশতঃ আওলিয়া, সালেহীন ও মাশায়িখ এর মাজারে কুরবানী করার প্রয়াস পান। এটা বিশেষ চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রাখে। কারণ গাইরুল্লাহর নামে কোনো কিছু যবেহ করা বৈধ নয়। অথচ এ ধরনের যবাই যে কুরআনে বর্ণিত,

﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾

অর্থাৎ- "আর যা গাইরুল্লাহের নামে উৎসর্গকৃত হয়।"[৭৪] এ আয়াতের মর্মানুযায়ী গায়রুল্লাহের নামে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে এবং সে অনুযায়ী এ ধরনের যবাইকৃত গরুর মাংস খাওয়া সন্দেহাতীতভাবে হারাম হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা এ জগতের কোনো নবী বা ওলীকে তাঁর ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নির্ধারণ করেননি। এটি সাধারণ মানুষের মাঝে শয়তানের দেয়া একটি ভ্রান্ত ধারণা বৈ কিছুই নয়। শয়তান এ ভ্রান্ত চিন্তাধারাটিকে যেমন জাহেলী যুগের মুশরিকদের মধ্যে চালিয়ে দিয়েছিল, তেমনি তা ইসলাম পরবর্তী যুগের বহু মুসলমানদের মধ্যেও চালিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অতীব দয়াবান। তিনি তাঁর বান্দাদের অপরাধ মার্জনা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছেন। তারা তাদের যাবতীয় সমস্যার কথা তাঁর সমীপে নিজেরাই সরাসরি উপস্থাপন করতে পারে। এ জন্য মৃত বা জীবিত কোনো নবী বা অলিদের মধ্যস্থতা গ্রহণের কোনোই বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা, সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলের জন্যই তাঁর রহমতের দরজা সমানভাবে উন্মুক্ত। তারা তাদের মনের কথা তাঁর নিকট কোনো অসিলা ছাড়াই বলতে পারে। তবে যেহেতু মহান আল্লাহর নিকট কিছু চাওয়ার পূর্বে কোনো সৎ কর্মের অসিলায় চাওয়া তাঁর নিকট কিছু চাওয়ার অন্তর্গত, সে-জন্য তাঁরা তাঁর (মহান আল্লাহর) নামের অসিলায় বা অন্যান্য যে-সব বৈধ পন্থা রয়েছে, সে সবের অসিলায় চাইতে পারে। জীবিত সৎ মানুষের দু'আর অসিলা গ্রহণ বৈধ অসিলার একটি প্রকার হয়ে থাকলেও মৃত সৎ মানুষের নাম ও মর্যাদার অসিলা গ্রহণ করার কোনোই বৈধতা নেই। কেননা, এটি কোনো সৎকর্ম নয়; বরং এটি মহান আল্লাহর নামের অসিলা গ্রহণের পরিবর্তে তাঁর সৃষ্টির নামের অসিলা গ্রহণের শামিল। এ জাতীয় অসিলাকারীর মনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা শির্কের মতো জঘন্য অপরাধে পরিণত হতে পারে।

উপসংহার : মুসলিম জাতি যেহেতু ইসলামকে মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত আদর্শ ও বিধান হিসেবে স্বীকারপূর্বক অন্য জাতির সামনে গর্ববোধ করেন, সেহেতু তাদের সকল কাজ-কর্ম, নিয়ম-কানুন ও আচার অনুষ্ঠান পরম করুণাময়ের নির্দেশিত পন্থায় যথাযথভাবে পরিচালিত হওয়া একান্তভাবে আবশ্যক। আমাদের মহান নেতা ও পথ প্রদর্শক মুহাম্মদ (ﷺ) ও তাঁর শ্রেষ্ঠ অনুসারী সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো আদর্শিক জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় বাস্তব জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে যে সব নিয়মাবলি রয়েছে তার প্রায়োগিক পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার দরুন মারাত্মক ভুলের সম্মুখীন হতে হবে। যেহেতু শরীয়তের জ্ঞান ছাড়া শুধুমাত্র বস্তুবাদী জ্ঞান ইসলাম ও গায়ের ইসলামের মধ্যে পার্থক্যের জন্য যথেষ্ট নয়। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় আজ এ সংকট প্রকট। মুসলমানগণ বহু বিষয়ে কল্পনা ও প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কারণে ইসলামের এক ক্রান্তিকাল সৃষ্টি হয়েছে। সংগত কারণে আমাদের কুরআন ও সুন্নাহর পরিপূর্ণ শিক্ষা অর্জনপূর্বক সুন্দর ও অনাবিল সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ❑

---

[৭২] *সহীহুল বুখারী।*
[৭৩] *'আক্বীদাতুল মু'মিন (প্রাগুক্ত)- পৃ. ১৪৪।*
[৭৪] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩।*

শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়ামের ফায়দা ও কয়েকটি মাসআলাহ

–শাইখ আব্দুল্লাহ মুহসিন আস্ সাহুদ

রমাযান মাসের সিয়াম সাধনার পর শাওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সিয়াম সাধনায় রয়েছে বিশেষ ফায়দা। যথা-

ফায়দা– ০১ : রমাযানের সিয়াম শেষে শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম রাখলে পুরো বছর সিয়াম রাখার সাওয়াব হাসিল হয়। ইমাম মুসলিম সাহাবী আবূ আইয়্যূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

"যে রমাযানের সিয়াম রাখল, অতঃপর তার পশ্চাতে শাওয়ালের ছয়টি (সিয়াম) রাখল, সেটাই হচ্ছে দাহর (তথা পূর্ণ বছরের) সিয়াম।"[৭৫]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, নবী (ﷺ) 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনে 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছেন :

«وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ».

"...প্রত্যেক মাসে তিনটি সিয়াম রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট, কারণ প্রত্যেক নেকির বিনিময়ে তুমি দশটি নেকি পাবে, আর এটাই পূর্ণ বছরের সিয়াম।"[৭৬]

সুনান ইবনু মাজাহ্ সহীহ সনদে সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

«مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا».

"যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর ছয় দিন সিয়াম রাখবে তা পূর্ণ বছরের মতো হবে, কারণ যে একটি নেকি নিয়ে আসবে তার জন্য তার দশগুণ।"[৭৭] ইমাম আন্ নাসায়ী সহীহ সনদে একই সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন :

«جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرٍ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ تَمَامُ السَّنَةِ».

"আল্লাহ একটি নেককে দশটি নেকির সমান করেছেন। অতএব, একমাস দশ মাসের সমান এবং ফিতরের পর ছয় দিন পূর্ণ বছর।"[৭৮] একই হাদীস ইবনু খুযাইমাহ সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

«صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ السِّتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذٰلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ».

"রমাযানের সিয়াম দশ মাসের সমান এবং ছয় দিনের সিয়াম দুই মাসের সমান, এটাই পূর্ণ বছরের সিয়াম।"[৭৯]

ফায়দা– ০২ : শা'বান ও শাওয়াল মাসের নফল সিয়াম ফর্‌য সালাতের পূর্বাপর সুন্নাতের মতো। শাওয়াল মাসের সিয়াম দ্বারা রমাযানের ফর্‌য সিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিবিধান করা হয়। কারণ, এমন সিয়াম পালনকারী কম আছেন যাদের সিয়াম ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পাপের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা নফল 'ইবাদত দ্বারা ফর্‌য 'ইবাদতের ত্রুটি পূর্ণ করবেন। যেমন- নবী (ﷺ) বলেছেন :

«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ»، قَالَ : "يَقُوْلُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ : انْظُرُوْا فِيْ صَلَاةِ عَبْدِيْ أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً

---

[৭৫] *মুসলিম- হা. ২০৪/১১৬৪; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৪৩৩ ও সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ৭৫৯; মুসনাদ আহমদ- হা. ২৩০২১। الدَّهْر (আদ্ দাহর) শব্দের অর্থ দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময় অর্থাৎ- দুনিয়াবী জীবনের পুরোটাই দাহর। এ অর্থ প্রদান করেছে সূরা আল জাসিয়ার ২৪ নং আয়াতের দাহর শব্দ। কখনো দীর্ঘ সময়কে দাহর বলা হয়, যেমন- সূরা আদ্ দাহর/ইনসানের প্রথম আয়াতে দাহর শব্দ এ অর্থ প্রদান করেছে। আবার কখনো শুধু সময়কে দাহর বলা হয় কম হোক বা বেশি হোক। অত্র হাদীসে দাহর শব্দের অর্থ পূর্ণ এক বছর। পুরো রামাযান ও শাউওয়ালের ছয় সিয়াম মিলে এক বছর সিয়ামের সমান হয়। কারণ, একটি নেকী দশটি নেকীর সমান হলে এক মাসের সিয়াম দশ মাসের সিয়ামের সমান। অতঃপর ছয়টি সিয়াম দু'মাসের সমান এভাবে বছর পূর্ণ হয়।*

[৭৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৭৫; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৯।*

[৭৭] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৭১৫, সহীহ।*

[৭৮] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৮৭৪; মুসনাদ আহমাদ- হা. ২২৪১২। আরো দেখুন : সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব লিল আলবানী- ১/৪২১।*

[৭৯] *ইবনু খুযাইমাহ্- ২১১৫। ইবসু খুযাইমাহ্- হা. ১৯৭৭; শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন : শাফে'য়ী ও হাম্বলী ফিকহের একাধিক ফকীহ বলেছেন : "রামাযানের পর শাওয়ালের ছয় দিনের সিয়াম পূর্ণ বছর ফরয সিয়ামের সমপরিমাণ, অন্যথায় বহুগুণ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি নফল সিয়ামেও রয়েছে। কারণ প্রত্যেক নেকীই দশ নেকীর সমান, এতে শাওয়ালের বিশেষ ফযীলত কী যদি ফরয সিয়ামের সমান না হয়?"*

كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ : انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ : أَتِمُّوْا لِعَبْدِيْ فَرِيْضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ".

"কিয়ামতের দিন মানুষের 'আমল থেকে সর্বপ্রথম যার হিসাব নেওয়া হবে তা হচ্ছে সালাত। আমাদের রব ফেরেশ্তাদের বলবেন, যদিও তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন, আমার বান্দার সালাত দেখ পূর্ণ করেছে না অসম্পূর্ণ রেখেছে, যদি পূর্ণ করে পূর্ণ লিখা হবে, যদি কিছু ত্রুটি করে তিনি বললেন : দেখ আমার বান্দার কি নফল আছে? যদি তার নফল থাকে তিনি বলবেন : আমার বান্দার ফর্যগুলো তার নফল থেকে পূর্ণ করো। অতঃপর এভাবে অন্যান্য 'আমলের হিসেব হবে।"[৮০]

ফায়দা– ০৩ : রমাযানের পর পুনরায় শাওয়ালের সিয়াম রাখা রমাযানের সিয়াম কবুল হওয়ার আলামত। কারণ, আল্লাহ যখন বান্দার কোনো 'আমল কবুল করেন তাকে পরবর্তীতে আরো নেক 'আমল করার তাওফীক্ব দান করেন। যেমন- কোনো মনীষী বলেছেন : "নেক 'আমলের প্রতিদান হচ্ছে তার পরবর্তীতে নেক 'আমল করার তাওফীক্ব লাভ করা।"

ফায়দা– ০৪ : রমাযানের সিয়ামের ফলে পেছনের সকল পাপ মোচন করা হয়। আর ঈদুল ফিতরের দিন সিয়াম পালনকারীদের প্রতিদান প্রদান করা হয়। অর্থাৎ- ঈদ হচ্ছে পুরস্কারের দিন। অতএব, পাপ মোচনের নিয়ামত শেষে শুকরিয়া হিসেবে শাওয়ালের সিয়াম রাখাই সঙ্গত। কারণ, পাপ মোচনের ন্যায় বড়ো কোনো নিয়ামত নেই।

ফায়দা– ০৫ : রমাযান মাসে বান্দা যেসব 'আমল দ্বারা মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করেছে সেটা রমাযান শেষ হওয়ার সাথে শেষ হয়ে যায়নি; বরং রমাযানের পরও বাকি আছে যতদিন পর্যন্ত বান্দা জীবিত আছে। কারণ, কতক মানুষ রমাযান শেষ হলে অনেক খুশি হয়, তাদের নিকট রমাযানের সিয়াম কঠিন, ক্লান্তিকর 'ইবাদত ও দীর্ঘ সময় জুড়ে ছিল, এরূপ অবস্থায় তারা দ্রুত সিয়াম শুরু করে না। অতএব, ঈদুল ফিতরের পর পুনরায় সিয়াম শুরু করা প্রমাণ করে সিয়ামের প্রতি অনেক বান্দার আগ্রহ রয়েছে, সিয়াম দ্বারা তারা ক্লান্ত হয়নি এবং সিয়ামকে তারা অপছন্দ ও বোঝা মনে করেনি।[৮১]

[৮০] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৮৬৪। (পূর্বের কথার দলীল হিসেবে অনুবাদক হাদীসটি সংযোজন করেছেন)।*

[৮১] *সংকলক পাঁচটি ফায়দা লাতায়েফুল মাআরিফ- ২২০-২২২; লি ইবনু রজব থেকে সংগ্রহ করেছেন।*

কয়েকটি মাসআলাহ

মাসআলাহ– ১. শাওয়ালের ছয় সিয়াম রাখার পদ্ধতি কী?

ইবনু বায বলেন : "মু'মিন ব্যক্তি শাওয়ালের পুরো মাস থেকে ছয়টি দিন বাছাই করে তাতে সিয়াম রাখবে। মাসের শুরুতে অথবা মাঝে অথবা শেষে যেভাবে ইচ্ছা সিয়াম রাখার অনুমতি আছে। চাইলে পৃথকভাবে রাখতে পারে।"[৮২]

মাসআলাহ– ২. শাওয়ালের ছয় সিয়াম কীভাবে রাখা উত্তম?

ইবনু বায বলেন : "সিয়াম দ্রুত ও মাসের শুরুতে লাগাতার রাখাই উত্তম।"[৮৩] ইবনু উসাইমীন বলেন : "উত্তম হচ্ছে ঈদের পরেই সিয়াম রাখা এবং সেগুলো যেন হয় লাগাতার।"[৮৪]

মাসআলাহ– ৩. শাওয়ালের ছয় সিয়াম কি লাগাতার রাখা জরুরি?

ইবনু বায বলেন : "লাগাতার ও পৃথক উভয়ভাবে রাখা বৈধ।"[৮৫]

মাসআলাহ– ৪. যদি কেউ নিয়মিত শাওয়ালের ছয় সিয়াম রাখে, সেটা কি তার ওপর প্রতি বছর ওয়াজিব?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "যদি কতক বছর সিয়াম রাখে এবং কতক বছর না রাখে কোনো সমস্যা নেই, কারণ এটা নফল, ওয়াজিব সিয়াম নয়।"[৮৬]

মাসআলাহ– ৫. ছয় সিয়ামে কি রাত থেকে নিয়ত করা জরুরি?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "ছয়টি সিয়াম রাখার জন্য ফজরের পূর্ব থেকে নিয়ত করা জরুরি যেন পূর্ণ দিন পর্যন্ত সিয়াম প্রলম্বিত হয়।"[৮৭]

মাসআলাহ– ৬. শাওয়ালের ছয় সিয়াম কাযা করা কি বৈধ, যদি কেউ কারণবশতঃ ত্যাগ করে?

ইবনু বায বলেন : "শাওয়াল চলে যাওয়ার পর তার কাযা করা বৈধ নয়, কারণ এটা সুন্নাত যার সময় শেষ, কারণবশতঃ ত্যাগ করা হোক কিংবা কারণ ছাড়াই ত্যাগ করা হোক।"[৮৮]

মাসআলাহ– ৭. শর'য়ী কারণবশতঃ শাওয়ালের ছয় সিয়াম ত্যাগকারীর বিধান?

ইবনু বায বলেন : "শাওয়ালের যতটা সিয়াম তুমি রাখবে তার সাওয়াব তুমি পাবে, তবে শর'য়ী কারণবশতঃ যদি

[৮২] *মাজমুউল ফাতাওয়া- ১৫/৩৯০।*
[৮৩] *মাজমুউল ফাতাওয়া- ১৫/৩৯০।*
[৮৪] *মাজমুউল ফাতাওয়া- ২০/২০।*
[৮৫] *মাজমুউল ফাতাওয়া- ১৫/৩৯১।*
[৮৬] *মাজমুউল ফাতাওয়া- ২১/২০।*
[৮৭] *মাজমুউল ফাতাওয়া- ১৯/১৮৪।*
[৮৮] *মাজমুউল ফাতাওয়া- ১৫/৩৮৯।*

সিয়াম রাখা তোমার পক্ষে সম্ভব না হয় আশা করছি তুমি পূর্ণ সাওয়াব হাসিল করবে, আর শাওয়ালের ছুটে যাওয়া সিয়ামের কাযা নেই।"[৮৯]

মাসআলাহ– ৮. শাওয়ালের ছয় সিয়ামের সাথে কাযা মিলিয়ে রাখার বিধান?

ইবনু বায বলেন : "বিশুদ্ধ মতে এতে কোনো সমস্যা নেই।"[৯০]

মাসআলাহ– ৯. শাওয়ালের ছয় সিয়াম যিলক্বদ মাসে কাযা করা বৈধ?

ইবনু উসাইমীন বলেন :

ক. যদি আমরা মনে করি, সফর অথবা অসুস্থতা অথবা নিফাসের কারণে কারো ওপর পূর্ণ রমাযানের কাযা ছিল, সে শাওয়াল মাস সিয়াম রাখল এবং কাযাতেই তার পূর্ণ শাওয়াল অতিবাহিত হলো, তার পক্ষে যিলক্বদ মাসে ছয়টি সিয়াম রাখা বৈধ।

খ. আর যদি সে অলসতা করে এবং শাওয়ালের কয়েকটি দিন চলে যায় যেখানে সে রমাযানের কাযা করতে সক্ষম ছিল কিন্তু করেনি, অতঃপর শাওয়ালের শেষ দিকে রমাযানের কাযা করে এবং শাওয়াল শেষে যিলক্বদ মাসে সিয়াম রাখে, এটা তার পক্ষে যথেষ্ট হবে না।"[৯১]

মাসআলাহ– ১০. মানত নাকি শাওয়াল কোন সিয়াম আগে রাখবো?

ইবনু বায বলেন : "তোমার ওপর প্রথম জরুরি হচ্ছে মানতের সিয়াম পূর্ণ করা, অতঃপর শাওয়ালের ছয় সিয়াম রাখা যদি তা সম্ভব হয়। কারণ, শাওয়ালের ছয় সিয়াম মুস্তাহাব; পক্ষান্তরে মান্নতের সিয়াম ওয়াজিব।"[৯২]

মাসআলাহ– ১১. শাওয়ালের ছয় সিয়ামের হিকমত কী?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "শাওয়ালের সিয়াম দ্বারা ফর্‌য পূর্ণ করা উদ্দেশ্য, কারণ শাওয়ালের ছয় সিয়াম ফর্‌য সালাত পরবর্তী সুন্নাতে রাতেবার মতো, যার দ্বারা ফর্‌য সালাতে সৃষ্ট ত্রুটি পূর্ণ করা হয়।"[৯৩]

মাসআলাহ– ১২. শাওয়ালের তিনটি বা পাঁচটি সিয়াম পালনকারী কি সাওয়াব পাবে?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "হ্যাঁ, সংখ্যানুপাতে সাওয়াব পাবে, তবে পূর্ণ সাওয়াব পাবে না যার ওয়া'দা নবী (ﷺ) নিম্নের বাণীতে করেছেন :

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».

"যে রমাযানের সিয়াম রাখল অতঃপর তার পশ্চাতে শাওয়ালের ছয়টি রাখল, সে যেন পুরো বছর সিয়াম রাখল।"[৯৪]

মাসআলাহ– ১৩. শাওয়ালের ছয় সিয়ামের সাথে সোম ও বৃহস্পতিবারের সিয়ামের নিয়ত করা কি বৈধ?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "যদি শাওয়ালের ছয় সিয়াম সোম ও বৃহস্পতিবার হয়, তাহলে নিয়তের কারণে শাউওয়াল এবং সোম ও বৃহস্পতিবারের সাওয়াব পাবে।"[৯৫]

মাসআলাহ– ১৪. শাওয়ালের ছয় সিয়াম কি রমাযানের কাযা হিসেবে গণ্য করা বৈধ?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "শাওয়ালের ছয় সিয়ামকে রমাযানের কাযা হিসেবে গণ্য করা বৈধ নয়। কারণ, ছয় সিয়াম রমাযানের অনুগামী, যেমন ফর্‌য সালাতের অনুগামী তার পরবর্তী সুন্নাত।"[৯৬]

মাসআলাহ– ১৫. কাফ্‌ফারার সিয়ামের পূর্বে কি শাওয়ালের ছয় সিয়াম রাখা বৈধ?

ইবনু বায বলেন : "ওয়াজিব হচ্ছে কাফফারার সিয়াম দ্রুত আদায় করা, তার পূর্বে নফল রাখা বৈধ নয়, কারণ শাওয়ালের ছয় সিয়াম নফল আর কাফ্‌ফারার সিয়াম ফর্‌য। কাফ্‌ফারা দ্রুত আদায় করা ওয়াজিব।"[৯৭]

মাসআলাহ– ১৬. রমাযানের কাযা যার ওপর রয়েছে, সে কি কাযা আদায় করার পূর্বে শাওয়ালের ছয় সিয়াম রাখলে হাদীসে বর্ণিত সাওয়াব পাবে?

ইবনু উসাইমীন বলেন : "রমাযান মাসের সিয়াম পূর্ণ করা ব্যতীত শাওয়ালের ছয় সিয়ামের ফযীলত হাসিল হবে না।"[৯৮]

ইবনু বায বলেন : "নিয়ম হচ্ছে কাযা দিয়ে সিয়াম শুরু করা, দ্রুত কাযা আদায় করাই ওয়াজিব, যদিও ছয়টি সিয়াম ছুটে যায়, কারণ ফর্‌য নফলের চেয়ে মুকাদ্দিম বা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।"[৯৯] *[অনূদিত]*

---

[৮৯] *মাজমুউল ফাতাওয়া- ১৫/৩৯৫।*
[৯০] *মাজমুউল ফাতাওয়া- ১৫/৩৯৬।*
[৯১] *লিকাউল বাবিল মাফতুহ।*
[৯২] *ফাতাওয়া নুরুন আলাদ্দারব- ৩/১২৬১।*
[৯৩] *ফাতাওয়া নুরুন আলাদ্দারব।*
[৯৪] *দেখুন : ফাতাওয়া নুরুন আলাদ্দারব।*
[৯৫] *ফাতাওয়া নুরুন আলাদ্দারব।*
[৯৬] *ফাতাওয়া নুরুন আলাদ্দারব।*
[৯৭] *মাজমুউল ফাতাওয়া- ১৫/৩৯৪।*
[৯৮] *মাজমুউল ফাতাওয়া- ২০/১৮।*
[৯৯] *মাজমুউল ফাতাওয়া- ১৫/৩৯৩।*

যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ পরিণাম

–মো. কায়ছার আলী*

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوْدٌ ○ وَإِنَّهُ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ○ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ﴾

"নিশ্চয়ই মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত এবং নিশ্চয়ই সে ধন সম্পদের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত।"[১০০] অন্যত্র বলা হয়েছে–

﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ○ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾

"প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।"[১০১]

সৃষ্টির সেরা এবং নিকৃষ্ট উভয়ই মানুষ। মানুষ অন্যের কাছ থেকে ওজনে বেশি নেয়, দেয় কম। কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ জমা রাখে এবং তা গুণে গুণে রাখে; বরং সে মনে করে, অর্থ তাকে চিরকাল স্থায়ী করে রাখবে। ধন-সম্পদের মোহ ও প্রতিযোগিতা সম্পর্কে মানুষকে বার বার সতর্ক করা হয়েছে। মানুষ মাত্রই দুর্বল, লোভী ও নিন্দুক। তবে আল্লাহ তা'আলা যাকে রক্ষা করেন তার কথা ভিন্ন। ঈমানের নূরে যাঁর হৃদয় ভরপুর হয়ে রয়েছে সে ছাড়া এ লোভের হাতছানি থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। একমাত্র ঈমানের মোহনী স্পর্শ তাকে এতটা মহীয়ান করে যে, সে পার্থিব প্রয়োজন ও আকর্ষন থেকে নিজেকে ঊর্ধ্বে তুলতে সক্ষম হয়। একমাত্র সেই সহজ প্রাপ্তির লোভের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে। কারণ সে জানে ও বিশ্বাস করে যে, এ লোভ সংবরণের ফলে তার জন্য অপেক্ষা করছে সর্বশ্রেষ্ট, গরীয়ান ও মহীয়ান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সন্তুষ্টি। আর মু'মিনের হৃদয় ঈমানী প্রভায় নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত। সুতরাং অর্থ ব্যয় করার কারণে অভাব আসার ভয় সে কখনো করে না। কারণ সে জানে বা বিশ্বাস করে, তার কাছে যা আছে তা সবই শেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তাই বাকি থাকবে। যদি তার সম্পদ হারিয়ে যায় বা দৈন্য দশা আসে, সে এর থেকে অনেক বড়ো বদলা আল্লাহর কাছে পাবে। কৃপণতা মানুষকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে দেয়। কিন্তু এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হলো অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী বিষয়। এর কোনোটাই কিয়ামতের দিন কোনো উপকারে আসবে না। মানুষ স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে দু'টি কাজ করে থাকে। অথচ এগুলো মানুষের করা উচিত নয়। **(১)** আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা, **(২)** সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা। মানুষের মনে রাখা উচিত সকল অন্যায় ও অকৃতজ্ঞতা ত্যাগ করে সৎ পথে জীবনযাপন করা। কারণ ধন-দৌলত বা সম্পদের মত ক্ষণস্থায়ী বিষয় নিয়ে অনন্ত অসীম চিরস্থায়ী আবাস পরকালীন জীবনকে ভয়াবহ বিপদে ঠেলে না দেওয়া।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি।" **(১)** মিথ্যা কথা বলা, **(২)** ওয়াদা পালন না করা, **(৩)** আমানতের খিয়ানত করা। আল্লাহর পথে অর্থ, সময়, টাকা-পয়সা ব্যয় অর্থাৎ- সাদাক্বাহ্ (যাকাত) দান এগুলো সর্বদাই আশীর্বাদ। জরিমানা, কষ্টদায়ক বা পীড়াদায়ক মনে করা উচিত নয়। মানবজাতির হিদায়েতের কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বর্ণিত সূরা আত্ তাওবায় এ রকম এক শিক্ষণীয় অনন্য দৃষ্টান্ত বা ঘটনা রয়েছে, সারা পৃথিবীর মু'মিনদের জন্য।

সা'লাবা ইবনু হাতেব আনসারীর বরাত দিয়ে এসেছে– তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমার জন্য মহান আল্লাহর কাছে মেহেরবানী করে দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে সম্পদশালী করে দেন অর্থাৎ- মালদার হয়ে যাই।" নবী (ﷺ) বললেন, "হে সা'লাবা দুঃখ হোক তোমার জন্য এত সম্পদ চেয়ো না, যার শোকর গোযারি করতে তুমি অপারগ হয়ে যাবে। তার থেকে বরং তুমি কম সম্পদ নিয়েই খুশি থাকো, যার শোকর গোযারি করতে পারবে।" সা'লাবা পুনরায় কথাটি বললেন। নবী (ﷺ) বললেন, "তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ নয়। সে সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে মদীনার আশপাশের পাহাড়গুলো সোনা হয়ে গিয়ে আমার সাথে ঘুরত। কিন্তু এমন ধনী হওয়া আমার পছন্দ নয়।" তখন সা'লাবা চলে গেলেন এবং ফিরে এসে পুনরায় একই নিবেদন করলেন। সা'লাবা বলে উঠলেন, "কসম সেই মহান সত্তার যিনি আপনাকে সত্য জীবন ব্যবস্থা দিয়ে পাঠিয়েছেন, যদি দয়া করে আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন এবং তিনি যদি আমাকে প্রচুর সম্পদ দিতেন তাহলে আমি প্রত্যেক হক্বদারের হক্ব আদায় করে দিতাম।" তখন নবী (ﷺ) বললেন, "ইয়া আল্লাহ! আপনি সা'লাবার জন্যে ধন-সম্পদ বরাদ্দ করুন।"

রিওয়ায়াতকারী বাহেলী বলেন, যার ফল এই দাঁড়াল যে, তার ছাগল, ভেড়া, বকরী অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হলো। এমনকি মদীনার বসবাসের জায়গাটি সংকীর্ণ হয়ে গেল। পরবর্তীতে তিনি তাদের নিয়ে মদীনার বাইরে এক উপত্যকায় চলে গেলেন। মদীনায় এসে যোহর ও 'আসরের নামায নবী (ﷺ)-এর সাথে আদায় করতেন এবং অন্যান্য নামায যেখানে তার মালামাল ছিল সেখানেই পড়ে নিতেন। ভেড়া ও বকরীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তিনি আরও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তখন জুমু'আর নামায মদীনায় পড়তে আসতেন। অতঃপর মালামাল ও ব্যস্ততা বেড়ে গেলে মদীনা থেকে বহু দূরে চলে গেলেন। তখন জুমু'আর জামাতের সবকিছু থেকেই তাকে বঞ্চিত হতে হলো। কিছুদিন পর নবী (ﷺ) লোকদের কাছে সা'লাবার

---

* *লেখক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।*

[১০০] *সূরা আল্ 'আ-দিয়া-ত : ৬-৮।*

[১০১] *সূরা আত্ তাকা-সুর : ১-২।*

অবস্থা জানতে চাইলে, লোকেরা বললেন, তার মালামাল এত বেশি বেড়ে গেছে যে শহরের কাছাকাছি কোথাও তার স্থান সংকুলান হয় না। ফলে বহুদূরে কোথাও গিয়ে সে বসবাস করছে। এখন আর তাকে এখানে দেখা যায় না। একথা শুনে নবী (ﷺ) বললেন, সালাবার প্রতি আফসোস, সা'লাবার প্রতি আফসোস, সা'লাবার প্রতি আফসোস। ঘটনাক্রমে এ সময় সাদাক্বার আহকাম নাযিল হয়–

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾

"তাদের কাছ থেকে সাদাক্বাহ্ (যাকাত) নিয়ে নাও।"[১০২]

নবী (ﷺ)-এর লিখিত নির্দেশিকাসহ প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলমানদের নিকট সাদ্কা আদায় করার জন্য দু'জন লোককে (একজন বানী বুহায়লা, অন্যজন বানী সোলায়মের মধ্য থেকে) পাঠালেন এবং তাদের প্রতি নির্দেশ দিলেন যেন তারা সা'লাবার কাছে যান। এছাড়া বানী সোলায়মের আরও এক লোকের কাছে যাবার আদেশও করলেন। এরা উভয়ে যখন সা'লাবার কাছে গিয়ে পৌঁছালেন এবং নবী (ﷺ)-এর লিখিত ফরমান দেখালেন তখন সা'লাবা বললেন, "এত জিযিয়া কর হয়ে গেল যা অ-মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা হয়।" তারপর বললেন, "এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এখানে হয়ে যাবেন।" তারা চলে গেলেন অন্যদিকে সুলামী গোত্রের লোকটি ঐ দুই ব্যক্তিকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উট-বকরীসমূহ বিনীতভাবে খুশিমনে সাদাক্বাহ্ দিতে চাইলেন। ঐ ব্যক্তির সাদাক্বাহ্ দিয়ে মালামাল পবিত্র করে নিলেন। অতঃপর দুই ব্যক্তি অন্যান্য মুসলমানদের সাদাক্বাহ্ আদায় করে সা'লাবার কাছে পুনরায় এলেন। তখন সা'লাবা বললেন, "দাও দেখি সাদাক্বার আইনগুলো আমাকে দেখাও। তারপর তা দেখে সে কথাই বলতে লাগলেন যে এতো এক রকম জিযিয়া করই হয়ে গেল, যা মুসলমানদের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয়। যা হোক এখন আপনারা যান। আমি পরে চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নেব।" দুই ব্যক্তি মদীনায় ফিরে এসে কথাগুলো নবী (ﷺ)-কে বললেন। নবী (ﷺ) পুনরায় তিনবার বললেন যা ইতোঃপূর্বে বলেছিলেন। "সা'লাবার প্রতি আফসোস, সা'লাবার প্রতি আফসোস, সা'লাবার প্রতি আফসোস।" তারপর সুলামীর ব্যাপারে খুশি হয়ে তার জন্য দু'আ করলেন। এ ঘটনারই প্রেক্ষিতে সূরা আত্ তাওবার আয়াত নাযিল হয়–

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ○ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ ○ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوْا اللهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ﴾

"তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা ব্যয় করব এবং সৎ কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব। অতঃপর যখন তাদেরকে নিজ অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করা হয় তখন তাতে কার্পন্য করেছে এবং কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গেছে, তা ভেঙ্গে দিয়ে। অতঃপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লঙ্ঘন করেছিল এবং এজন্য যে তারা মিথ্যা কথা বলত।"[১০৩]

এ সময় সা'লাবার আত্মীয়দের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল সে এ কথাগুলো শুনে সা'লাবার কাছে এসে বলল। আফ্সোস তোমার জন্যে হে সা'লাবা! তোমার সম্পর্কে আল্লাহ এই কথাগুলো নাযিল করেছেন। অতঃপর সা'লাবা রওয়ানা হয়ে নবী (ﷺ)-এর কাছে আসলেন এবং তাঁকে যাকাত গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। তখন নবী (ﷺ) বললেন, "তোমার যাকাত গ্রহণ করতে আমাকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন"। একথা শুনে সা'লাবা নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ ও আর্তনাদ করতে লাগলেন। নবী (ﷺ) বললেন, "এ হচ্ছে তোমার 'আমল (কৃতকর্ম)। আমি তোমাকে বেশি ধন-সম্পদ সম্পর্কে কিছু নির্দেশ দিয়েছিলাম। তুমি আমার কথা মাননি।" রাসূল (ﷺ) তার যাকত গ্রহণ করতে অস্বীকার করার পর সে ফিরে গেল এবং কিছুদিন পরই মহানবী (ﷺ) ইন্তেকাল করলেন। আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা হলে সা'লাবা তার সাদাক্বাহ্ গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানায়। তিনি উত্তর দিলেন, "যখন স্বয়ং নবী (ﷺ) ই কবুল করেননি, তখন আমি কেমন করে কবুল করব। আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তেকালের পর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত আমলেও নিবেদন জানিয়েও ব্যর্থ হন এবং 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খেলাফত আমলেই সা'লাবা মৃত্যুবরণ করেন। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, সা'লাবার জীবন থেকে কি কি জ্ঞান অর্জন করলাম তা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আমাদের সকলের উচিত জীবনে সর্বদা চলার পথে মহা মহিমান্বিত আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরিভাবে মেনে চলা, অনিচ্ছাকৃত ভুল পরিহার করা এবং ধৈর্য্য না হারানো। পবিত্র আল-কুরআনের বাণী–

"মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে (শর্তসাপেক্ষে) এবং তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইও না।"

সূরা আল 'আসরের ২ ও ৩ নং আয়াত লিখে শেষ করছি,

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ○ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

"নিশ্চয়ই মানুষ ধ্বংসের মধ্যে লিপ্ত কিন্তু তারা ব্যতিত, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে এবং একজন অপরজনকে হক্ব উপদেশ দেয় এবং ধৈর্য্য ধারণ করে।"[১০৪] ❑

---

[১০২] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১০৩।*

[১০৩] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৭৫-৭৭।*

[১০৪] *সূরা আল 'আসর : ২-৩।*

নফল সিয়ামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

–মাযহারুল ইসলাম*

ফর্‌য সিয়াম রমাযান মাসে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর ধার্যকৃত। যা পালন করা সকল মুসলিম নর নারীর উপর ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। সিয়াম ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বুনিয়াদী শক্তি যা ব্যতিত ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব এবং এই বিধানের ক্ষেত্রে কিয়ামতের মাঠে বান্দা জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে। যেহেতু ফর্‌য ‘ইবাদত সেক্ষেত্রে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এটা স্বাভাবিক। ঠিক এই ফর্‌য সিয়ামের পাশাপাশি নফল তথা অতিরিক্ত সিয়ামের বিধান ইসলামী শরীয়তে বিদ্যমান। ফর্‌য সিয়াম কিংবা ফর্‌য ‘ইবাদত হলো ইসলামী শরীয়তে মূল ভিত্তি যা ছাড়া ইসলাম অচল। আর নফল সিয়াম কিংবা নফল ‘ইবাদত হলো এই সকল ফর্‌য ‘ইবাদতের প্রস্তুতির রসদ। যার যোগানের দ্বারা ফর্‌য ‘ইবাদত আদায়ে অভ্যস্থ হওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে ‘ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়। নফল ‘ইবাদতের উদাহরণ যদি বলা হয় একটা ফলের খোলসের মতো তাহলে খুব সম্ভব ভুল হবে না বলে মনে হয়। কারণ হলো ফর্‌য ‘ইবাদত হলো একটি পরিপূর্ণ ফল সদৃশ আর নফল ‘ইবাদত হলো ওই ফলের খোলস যার দ্বারা ফলের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং সৌন্দর্য অর্জন হয়। বান্দার ফর্‌য সিয়াম, ‘ইবাদতের স ওয়াব হোক কিংবা নফল সিয়াম, ‘ইবাদতের সওয়াব হোক আল্লাহ তা‘আলা ইনসাফের সাথে প্রদান করবেন। যেহেতু সিয়াম কেবলমাত্র মহান আল্লাহর জন্য পালন করা হয় সেজন্য আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রতিদান নিজ হাতে দিবেন বলে হাদীসে ঘোষণাও করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা তো চাইলে বান্দার জন্য শুধুমাত্র ফর্‌য সিয়াম কিংবা ফর্‌য ‘ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধতা রেখে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে ফর্‌যের পাশাপাশি নফলের ব্যবস্থাও রেখেছেন যাতে করে বান্দা ফর্‌য ‘ইবাদতের ঘাটতি/কমতিকে নফল ‘ইবাদতসমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ করতে পারে। এজন্য হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ، قَالَ : يَقُوْلُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ : انْظُرُوْا فِيْ صَلَاةِ عَبْدِيْ أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ : انْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ : أَتِمُّوْا لِعَبْدِيْ فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُ.

কিয়ামতের দিন মানুষের ‘আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তাদের নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। তিনি বলেন : আমাদের মহান রব ফেরেশ্‌তাদের বান্দার নামায সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করবেন, দেখো তো সে তা পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছে নাকি তাতে কোনো ত্রুটি রয়েছে? অতঃপর বান্দার নামায পূর্ণাঙ্গ হলে পূর্ণাঙ্গই লেখা হবে। আর যদি তাতে ত্রুটি থাকে তাহলে আল্লাহ তা‘আলা ফেরেশ্‌তাদের বলবেন, দেখো তো আমার বান্দার কোনো নফল নামায আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে তিনি বলবেন, আমার বান্দার ফর্‌য নামাযের ঘাটতি তার নফল নামায দ্বারা পরিপূর্ণ করো। অতঃপর সকল ‘আমলই এভাবে গ্রহণ করা হবে[১০৫]।

যেহেতু আমাদের জীবন চলার পথ ভুলে ভরা। ভুলকে পাশ কাটিয়ে চলার মতো সক্ষমতা কিংবা ভুলমুক্ত জীবন গড়ে তোলা মানবীয় গুণের বহির্ভূত এবং এটা সম্ভবও নয় তাই ফর্‌য ‘ইবাদতের ঘাটতিকে নফল ‘ইবাদতের পুণ্য দ্বারা কেবলমাত্র পরিপূর্ণ করা ছাড়া উপায় নেই। সেজন্য আমাদের নফল ‘ইবাদতের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং মানব জীবনে নফল ‘ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হবে। তাই আজকের বক্ষমান প্রবন্ধে “নফল সিয়ামের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা” শীর্ষক সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হলো।

১. শাওয়ালের ছয়টি রোযা : রমাযান পরবর্তী মাস হলো শাওয়াল মাস। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর শাওয়ালের ছয়টি রোযা পালনের ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) হাদীসে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন :

* *অধ্যয়নরত দাওরায়ে হাদীস, শেষ বর্ষ, মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।*

[১০৫] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৮৬৪ ও জামে‘ আত্ তিরমিযী।*

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».

"যে ব্যক্তি রমাযানে রোযা রাখে অতঃপর তারপর শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখে সে যেন গোটা বছর সিয়াম রাখল।"[১০৬]

২. মুহার্‌রমের সিয়াম : মুহার্‌রম মাসের সিয়াম ইসলামী শরীয়তে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। মুস্তাহাব হলো এই মাসে সিয়াম পালন করা। রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

«أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ».

"রমাযান মাসের সিয়ামের পর শ্রেষ্ঠ সিয়াম হলো মুহার্‌রম মাসের সিয়াম। আর ফর্‌য নামাযের পর শ্রেষ্ঠ হলো তাহাজ্জুদের নামায।"[১০৭]

খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ হলো– মুহার্‌রম মাসের দশ তারিখে রোযা রাখা। এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

«صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

"আশুরার দিনের রোযার দ্বারা আমি মহান আল্লাহর কাছে বিগত বছরের গুনাহ মাফের আশা রাখি।"[১০৮]

মুস্তাহাব হলো– মুহার্‌রম মাসের সিয়াম নয় ও দশ তারিখ অথবা দশ ও এগারো তারিখে রাখা। কেননা রাসূল (ﷺ) দশম তারিখে রোযা পালন করেন এবং তিনি বেঁচে থাকলে নবম তারিখে রোযা থাকার আশাব্যক্ত করে বলেন–

«إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ».

ইন্‌শা-আল্লাহ আমরা নবম দিনেও সিয়াম পালন করব। অতঃপর রাসূল (ﷺ) আগামী বছর আসার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন।[১০৯]

তবে আরেকটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, কেউ যদি এগারো তারিখে রোযা রাখে তবুও সুন্নাহ বিরোধী হবে না কারণ রাসূল (ﷺ) হাদীসে বলেছেন : তোমরা আশুরার রোযা রাখো। তোমরা তার (আশুরার) একদিন আগে রোযা রাখো এবং তার একদিন পর রোযা রাখো[১১০]। তবে এই হাদীসটি য'ঈফ বলে উলামাগণ মন্তব্য করেছেন। তাই সেক্ষেত্রে এটা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ওলামাগণ মন্তব্য করেছেন[১১১]।

৩. শাবান মাসের রোযা রাখা : শাবান মাসের রোযা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত। রমাযান মাসের পূর্ববর্তী মাস এবং এই মাস হলো রমাযান মাসকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর প্রস্তুতিস্বরূপ 'ইবাদত করার অনন্য মাস। বান্দার 'আমল মহান আল্লাহর নিকটে পেশ করার মাসেই মূলতঃ এই মাস। এজন্য এই মাসকে "ফসল ফলানোর" মাস বললে ভুল হবে না। কেননা এই মাসের পরেই বান্দার দরবারে হাজির হয় প্রত্যাশিত মহিমান্বিত মাস রমাযান। এজন্য আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এই শাবান মাসে বেশি বেশি রোযা রাখতেন। হাদীসে এসেছে–

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُوْمُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُوْرِ مَا تَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ : «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

সাহাবী উসামাহ্ ইবনু যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে শাবান মাসে যত বেশি রোযা রাখতে দেখি তত রোযা অন্য মাসে রাখতে দেখি না তার কারণ কি? রাসূল (ﷺ) বললেন, এটা সেই মাস যে মাসে বান্দার 'আমলসমূহ মহান আল্লাহর নিকটে পেশ করা হয়। আর আমি আশা করি যে, আমার 'আমলনামা মহান আল্লাহর নিকটে রোযা থাকাবস্থায় পেশ করা হোক।[১১২]

সহীহুল বুখারী (হা. ১৯৬৯) ও সহীহ মুসলিম (হা. ১১৫৬)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ﷺ) শাবান মাসে রমাযান ব্যতিত সবচেয়ে বেশি রোযা রাখতেন। সাহাবীগণ বলছেন, যখন তিনি রোযা ধরতেন মনে হত আর তিনি হয়তো রোযা ছাড়বেন না (ভাঙ্গবেন না) আর যখন রোযা ধরতেন না মনে হত আর হয়তো তিনি রোযা রাখা শুরু করবেন না। তাহলে এই হাদীস

[১০৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬৪; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৪৩৩, সহীহ; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৭৫৯, হাসান সহীহ।*
[১০৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬৩; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৭৪২।*
[১০৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬২।*
[১০৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৩৪।*
[১১০] *ইবনু খুযাইমাহ্- হা. ২০৯৫।*
[১১১] *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ২য় খণ্ড, ১৩৫ পৃ.।*
[১১২] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৩৫৭, হাসান।*

গুলো দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় যে রাসূল (ﷺ) শাবান মাসে অধিক রোযা রাখার অভ্যাস করতেন মাহে রমাযানকে সুন্দরভাবে 'ইবাদত সম্পন্ন করার জন্য।

৪. সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা : মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।[১১৩]

সুনান আন্ নাসায়ী (হা. ২৩৫৭) হাদীসে বলা হয়েছে, পাহাড়ী উসামাহ্ ইবনু যায়েদ রাসূল (ﷺ)-কে সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূল (ﷺ) উত্তরে বলেন, এই দুই দিনে বান্দার 'আমলসমূহ মহান আল্লাহর নিকটে পেশ করা হয় আর আমি ভালোবাসি আমার রোযা থাকাবস্থায় মহান আল্লাহর নিকটে আমার 'আমল পেশ করা হোক।

সুপ্রিয় পাঠক! এখানে মনে রাখবেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা থাকাবস্থায় মহান আল্লাহর নিকটে 'আমল পেশ করার বিষয়টি রাসূল (ﷺ) পছন্দ করেছেন। তিনি আমাদের উত্তম আদর্শ। তিনি আমাদেরকে তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত করার জন্য সর্বো উৎকৃষ্ট 'ইবাদতের নমুনা পেশ করেছেন। এই সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযার দিনে 'আমল মহান আল্লাহর নিকটে পেশ করার অর্থ হলো– সাপ্তাহিক দিবসের 'আমলনামা পেশ করা। আর শাবান মাসে 'আমলনামা পেশ করার অর্থ হলো বাৎসরিক 'আমলনামা। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত।

৫. আরাফার দিনে রোযা থাকা : মুস্তাহাব হলো আরাফার দিন রোযা রাখা। কেননা এই রোযা থাকার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা আগের এবং পরের বছরের পাপ ক্ষমা করে দেন। হাদীসে এসেছে–

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ.

ইয়াওমে আরাফার রোযার বিষয়ে আমি মহান আল্লাহর কাছে আশাবাদী, তিনি এর দ্বারা আগের এক বছরের ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করবেন।[১১৪]

৬. মাসে তিনটি রোযা রাখা : প্রতিমাসে আল্লাহর নবী (ﷺ) তিনটি রোযা থাকার মাধ্যমে আমাদের জন্য রোযা উত্তম নমুনা পেশ করেছেন। রাসূল (ﷺ) বলেন,

"مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ".

"যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখে তা যেন সারা বছর রোযা রাখার সমান।"[১১৫]

প্রতিমাসের এই তিন দিন রোযা রাখাকে বলা হয় আইয়ামে বীজ। প্রতিমাসে আরবী ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখাই হলো রাসূলের অনুসৃত 'আমল।

৭. দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর মতো রোযা রাখা (একদিন রোযা আরেক দিন না রাখা) : মহান আল্লাহর নিকটে পছন্দনীয় 'আমল হলো দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর সিয়াম। হাদীসে এসেছে–

রাসূল (ﷺ) বলেছেন : মহান আল্লাহর নিকটে পছন্দনীয় নামায হলো দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর নামায। আর পছন্দনীয় রোযা হলো দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর রোযা। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন এবং এক তৃতীয়াংশ ক্বিয়াম করতেন আর একদিন রোযা রাখতেন আর আরেক দিন রোযা রাখতেন না।[১১৬]

পরিশেষে বলতে চাই, সিয়াম হলো মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একমাত্র গোপন 'ইবাদত। বান্দা এবং স্রষ্টার মধ্যে গভীর অদৃশ্য সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত হলো সিয়াম। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন রোযা করবে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে তাঁর থেকে সত্তর বছরের পথ দূর করে দিবেন।[১১৭]

যেহেতু সিয়ামের নানাবিধ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা মানব জীবনে বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রতিফলিত হয় সেক্ষেত্রে ফর্‌য সিয়ামের পাশাপাশি নফল সিয়াম পালনের মাধ্যমে একজন মুসলিম ব্যক্তি কে পরিশীলিত, মার্জিত এবং ব্যক্তি সচেতন করে গড়ে তুলে এবং সেইসাথে তাঁকে দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। যেহেতু আমাদের জীবন চলার পথে ভুলের, পাপের শেষ নেই, পাপের তুলনায় পুণ্যের পাল্লা খুবই নগণ্য তাই একজন মুসলিমের উচিত হলো ফর্‌য 'ইবাদত আদায়ের সাথে নফল 'ইবাদত গুরুত্ব দিয়ে মহান আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুক –আমীন। ❑

---

[১১৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬২।*
[১১৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ১১৬২।*
[১১৫] *আত্ তিরমিযী- হা. ৭৬৭, মা. শা., হা. ৭৬২, সহীহ।*
[১১৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১৯৭৬; সহীহ মুসলিম- হা. ১১৫৯।*
[১১৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৮৪০।*

পরিবেশ-প্রকৃতি

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : উৎকণ্ঠায় বিশ্ববাসী

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[পঞ্চম পর্ব]

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে বিশ্বময় সকলেই যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। সুইজারল্যাণ্ডভিত্তিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে (একিউআই) ১৩৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অধিকাংশ সময় এক থেকে তিনের মধ্যে দেখা যায়। কী ভয়ানক! দাবানল, উল্কাপাত ও ঘনঘন বজ্রপাত মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বজ্রপাত বাড়ছে।[১১৮] প্রকৃতির ক্ষ্যাপাটে আচরণের সাথে খাপ খাওয়ানো যাচ্ছেনা। ভরা শীতেও তুষার শূন্য কাশ্মীর? শীত এলেই কাশ্মীরের শুভ্ররূপ দেখতে ছুটে যান হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু ভরা শীত মৌসুমে তুষার বিহীন কাশ্মীর! ধ্বসরতায় ঠাসা কাশ্মীরের বুকে নেই কোনো শুভ্রতার দেখা। পরিবেশবিদদের অভিমত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই কাশ্মীরের এই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। পিলে চমকানো এক খবরের মুখোমুখি করলো বহুল পঠিত প্রথম আলো পত্রিকা। তাতে জানা যায় গত এক লাখ বছরের মধ্যে পৃথিবী নামক গ্রহটির উষ্ণতম বছর ছিল ২০২৩ সাল। মাত্র মাস তিনেক হলো আমরা '২৪-এ পদার্পন করেছি। তথ্যটির সূত্র হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানব সৃষ্ট কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এমন উষ্ণ হয়ে উঠছে গ্রহটি। জীবাশ্ম জ্বালানীর বহুল ব্যবহার পরিবেশ পরিস্থিতিকে মারমুখো তুলেছে।

আবহাওয়া পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিকসমূহ বহুবিধ এবং মারাত্মক। কোনোভাবে হিসেবের মধ্যে নেয়া যায় না। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (ডব্লিউ এম ও) সাবেক মহাসচিব প্রফেসর পেত্তেরি তালাস বলেন, 'এই চরম আবহাওয়া প্রতিনিয়ত বিশ্বজুড়ে অসংখ্য মানুষের জীবন জীবিকাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।' জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে আগামী একদশকের মধ্যে উত্তরমেরু বায়ু শূন্য হয়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞানীদের দাবি উত্তর মেরু বা আর্কটিক অঞ্চলে গ্রীষ্মের সময় কোনো সামুদ্রিক বরফ দেখা যাবে না। সে সময় মেরু অঞ্চলটি এক মাস বা তার বেশি সময়ের জন্য বরফ মুক্ত থাকবে। যা এখনই কাশ্মীরে দৃশ্যমান হচ্ছে। বস্তুতঃ পৃথিবীর কার্বন নির্গমন পরিস্থিতির কারণে এমনটা দেখা যাবে। চলতি শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ আর্কটিক অঞ্চলে গ্রীষ্মের সময় ভাসমান বরফ দেখা যাবে না। এই অঞ্চলে সমুদ্রে বরফের পরিমাণ সব চেয়ে কম থাকবে। এই শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর মেরুতে বরফ রহিত ঋতু দেখা যাবে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে এবং কার্বন নিঃসরনের মাত্রা বেশি হলে পৃথিবী নামক গ্রহটির উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চলে শীত মৌসুমেও ধারাবাহিকভাবে বরফশূন্যতা দেখা দিবে।

সমুদ্রে বরফ হ্রাস পেলে আর্কটিক অঞ্চলের প্রাণীদের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে। সিল ও মেরুভাল্লুকের জীবন ব্যাহত হবে। সমুদ্রের ঢেউ বড়ো হবে। এতে উপকূলীয় এলাকার ক্ষয় হবে। কার্বন নির্গমনের মাত্র এভাবে চললে ভবিষ্যতে আর্কটিক এলাকা বরফশূন্য হবে। চলতি শতাব্দীর শেষের দিকে উত্তর মেরু অঞ্চল বছরে নয় মাস পর্যন্ত বরফশূন্য থাকতে পারে। সাদা আর্কটিক অঞ্চলের বদলে দেখা যাবে নীল আর্কটিক অঞ্চল।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশে নানা ধরণের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। মাটিতে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ বাড়ছে। বাড়ছে মাটির উষ্ণতা। এতে সক্রিয় জীবানুর উপস্থিতি বেশি দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি সায়েন্স অ্যাডভান্সেস সাময়িকীতে মাটিতে থাকা বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া কীভাবে বৈশ্বিক কার্বনচক্র ও জলবায়ুকে প্রভাবিত করছে তা নিয়ে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, মাটির উচ্চ তাপমাত্রা ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকে তরান্বিত করে। শুধু তা-ই নয়, উষ্ণতার কারণে বিভিন্ন সুপ্ত ব্যাকটেরিয়া সক্রিয় হয়ে বায়ুমণ্ডলে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী আন্দ্রেয়াস রিখটার বলেন, 'মাটি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো জৈব কার্বনের আঁধার'। বিভিন্ন অনুজীব নিরবে বিশ্বব্যাপী কার্বন চক্রকে প্রভাবিত করে। জৈব পদার্থ ভেঙ্গে কার্বনডাই অক্সাইড মুক্ত করে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনুজীবগুলো বেশি সক্রিয় হয়। এর ফলে বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ আঘাত বাংলাদেশকে কোনঠাসা করে ফেলেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাইড্রোবায়োজিওকেমিক্যাল অ্যান্ড পলিউশন কন্ট্রোল

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[১১৮] বাংদেশ সরকার বজ্রপাতকে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করেছে। গত ৬ বছরে মারা যায় ১২০০ জন। তন্মধ্যে গত বছরে ২৭৫ জন মানুষ বজ্রাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

ল্যাবরেটরীর তথ্যমতে ঢাকার বায়ু প্রবাহের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের স্ট্রেন মিলেছে। উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আজ দৃশ্যমান। কৃষি-শিল্প ক্ষেত্রে জলবায়ুর প্রভাবে সকল অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেছে। অতি সম্প্রতি জি আই জেডের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) পরিচালিত গবেষণায় বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকরা দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন। টঙ্গী, গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের ৪০২ জন পোশাক শ্রমিকের উপর জরীপ চালিয়ে জানা গেছে যে, ৯৯ শতাংশ শ্রমিকই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে এসেছেন। তার মধ্যে ৩৬ শতাংশ শ্রমিক জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড়, কীটপতঙ্গের আক্রমণ বৃদ্ধি, উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদি কারণে স্থানান্তরিত হয়ে আসেন। নদীভাঙ্গনের ফলে এদের অধিকাংশই গৃহহীন। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও নদীভাঙ্গন পলিমাটির বাসিন্দাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বিচারে বন ধ্বংসের ফলে পরিবেশ ও জলবায়ুর মুখোমুখি ধাক্কায় বাংলাদেশ প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে।

একটি পত্রিকাসূত্রে জানা যায় যে, কুতুবদিয়া প্রতিনিয়ত সংকুচিত হচ্ছে। মহেশখালির কোলজুড়ে বঙ্গোপসাগরের নোনা জলরাশির ধাক্কা মহেশখালিবাসী যেন সইতে পারছে না। জলবায়ুর প্রভাবের ফলে দিন দিন বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে। সময়মত বৃষ্টিপাত হচ্ছে না। বাংলাদেশ প্রতিদিনের সংবাদ পত্রিকাসূত্রে জানা যায় যে, ২০০৮ সালে বাংলাদেশের গত বৃষ্টিপাত ছিল ২৩০০ মিলিমিটার। বরেন্দ্র এলাকায় গড় বৃষ্টিপাত হয়েছিল ১১৫০ মিলিমিটার। এ রকম স্বল্পহারে বৃষ্টিপাত একটি অশনি সংকেত। বৃষ্টির স্বল্পতার ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাচ্ছে। এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ খরায় উদ্বাস্ত হবে প্রায় ৮০ লাখ মানুষ। বিভিন্ন স্থানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস পেয়ে দেখা দিচ্ছে স্থায়ী মরুকরণ।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে বাংলাদেশ নানারকম প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অনেক প্রজাতিই হারিয়ে যেতে বসেছে। প্রতিকুল আবহাওয়ার কারণে পাখিশূন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাখিমেলা অনুষ্ঠিত হলো। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অতিথি পাখির আগমন গত বছরগুলোর চেয়ে প্রায় ৯৪% শতাংশ কমেছে। শীতের মৌসুমে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে শরীয়তপুরের তুলাসার বাঁওড়ে ২৫ প্রজাতির হাজারো পরিযায়ী পাখির আনাগোনা হতো। এসব পরিযায়ী পাখিদের কলরবের সুধা ও সৌন্দর্যে বিমোহিত হতো দর্শনার্থীসহ এলাকাবাসী। কিন্তু প্রকৃতির নির্মমতায় সৃষ্ট বিরূপ পরিবেশে পাখির সংখ্যা কমে গেছে। পরিযায়ী পাখিরা জীববৈচিত্র সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর বিরূপে প্রভাবে বাংলাদেশ বঞ্চিত হচ্ছে।

জলবায়ুর প্রভাবে ঋতুবৈচিত্র্যের বাংলাদেশ তার স্বরূপ হারাতে বসেছে। শৈশবকালে আমরা দেখেছি 'ফাগুনে আগুন'। প্রচণ্ড খরতাপে শ্রমিকরা আউশ ও পাট ক্ষেতে নিড়ানীতে ব্যস্ত থাকতো। চৈত্র মাসের কাঠফাটা দুপুরে অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিত। চৈত্রের প্রচণ্ড রোদের আখ্যান ফজলুর রহমানের গ্রীষ্মের দুপুর কবিতাটি আজও মনে পড়ে। ঘাম ঝরে দরদর / গ্রীষ্মের দুপুরে / খালবিল চৌচির / জল নেই পুকুরে। মাঠে ঘাটে লোক নেই / খাঁ খাঁ করে / রোদ্দুর পিপাসায় / পথিকের ছাতি কাপে দুদ্দুর / রোদ যেন নয় / শুধু আগুনের ফুল্‌কি।

আউশ ধানের ফলন বৃদ্ধি ও আগাছা নিধনে এ রোদ কৃষকদের সহায়তা দিত। রোদ ছাড়া যেন কৃষি কাজই অচল। এমনি ধারাবাহিকতায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপলব্ধি করায় যাচ্ছে না গ্রীষ্মকাল কোনটি। এই তো যখন প্রবন্ধটা লিখছি তখন সারাদেশে বৃষ্টি। ঢাকাতেও মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেল। সাহ্‌রি খাওয়ার পূর্বমুহূর্তে মনে হয় লেপ-কম্বল জড়ালো ভালো হতো। এ ধরনের অনুভূতি পৌষের শেষেই হয়; ফাগুন-চৈত্রে নয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সারা পৃথিবী খরা ও বন্যার তোড়ে নাজেহাল। ব্রাজিলের একপ্রান্তে ভয়াবহ বন্যা আবার দক্ষিণাঞ্চলে অসহনীয় খরা। একই ভূখণ্ডে প্রকৃতির বৈপরিত্য মানুষকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বিশ্বময় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপও শুষ্কতার কারণে দাবানল, সমুদ্রে অম্লীকরণও উষ্ণতার কারণে প্রবাল শৈবালের ক্ষয় প্রকৃতিকে ভারসাম্যহীন করে তুলেছে। মরুকরণের কারণে পরিবেশগত অভিবাসন, ঝড় ও সমুদ্রপৃষ্টের উত্থানের কারণে উপকুলীয় বন্যা প্রতিনিয়ত মানব বসতিকে বিপন্ন করে তুলছে। এমনি ধরণের অবস্থার সৃষ্টি যেন মানুষের দু'হাতে কামাই। সুপ্রিয় পাঠক, পবিত্র কুরআনুল কারীমে আমরা তার প্রতিধ্বনি শুনি,

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾

অর্থাৎ- "মানুষের কৃত কর্মের দরুণ স্থলে ও সাগরে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে।"[১১৯]

সুতরাং এখনই সময়! সভ্যতার পতন ঠেকাতে সকলে মিলে কুরআনের আয়াতকে বিবেচনায় নিয়ে ঘুরে দাঁড়াই। প্রকৃতি বিধ্বংসী অপকর্ম হতে বিরত থাকি। স্রষ্টার বাতলানো পথকে আঁকড়ে ধরি। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

[১১৯] সূরা আর্ রূম : ৪১।

ক্বাসাসুল হাদীস

ঈদে আনন্দ উৎসব ও খেলাধুলা

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ*

‘ঈদ’ মানে আনন্দ উৎসব; ঈদ মানে যা বারবার ফিরে আসে প্রতিবছর। রমাযানের রোযার শেষে এ ঈদ আসে বলে এর নাম ‘ঈদুল ফিতর’। ‘ফিতর’ মানে উপবাস ভঙ্গ করা বা রোযা ভাঙ্গা; আরবি ‘আইন, ওয়াও, দাল’ আওদ ধাতু থেকে ঈদ শব্দটি গঠিত। ঈদ শব্দের আভিধানিক অর্থ যা বার বার ফিরে আসে। প্রতি বছরেই ইয়াওমুল ফিতর ও ইয়ামুল আযহা ফিরে আসে বলে ইসলামী শরীয়তে ঐ দু’টি ঈদ নামে বিশেষিত করা হয়েছে।[১২০]

ঈদ হলো সমগ্র মুসলিম জাতির আনন্দ। শরীয়ত বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছে। সবচেয়ে কাছের মানুষ পিতা-মাতা থেকে শুরু করে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলে মিলে আনন্দ উপভোগ করবে। ঈদ হলো আনন্দ, দয়া, ভালোবাসা ও মিল মুহাব্বতের আদান প্রদানের নাম। ঈদে মানুষ আনন্দ উৎসব করে, খেলাধুলা করে। এরকম আনন্দ উৎসব ও খেলাধুলা রাসূল (ﷺ)-এর যুগেও ছিল যার বিবরণ নিম্নের হাদীস থেকে পাওয়া যায়।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِيْ وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ (ﷺ) فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَقَالَ "دَعْهُمَا" فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا. وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ (ﷺ) وَإِمَّا قَالَ "تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ". فَقُلْتُ نَعَمْ. فَأَقَامَنِيْ وَرَاءَهُ خَدِّيْ عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ "دُوْنَكُمْ يَا بَنِيْ أَرْفِدَةَ". حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ "حَسْبُكِ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ "فَاذْهَبِي".

‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) আমার কাছে এলেন তখন আমার নিকট দু’টি মেয়ে বু’আস যুদ্ধ সংক্রান্ত কবিতা আবৃত্তি করছিল। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখলেন। এ সময় আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এলেন, তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, শয়তানী বাদ্যযন্ত্র (দফ্) বাজানো হচ্ছে নবী (ﷺ)-এর কাছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তাদের ছেড়ে দাও। তারপর তিনি যখন অন্য দিকে ফিরলেন তখন আমি তাদের ইঙ্গিত করলাম এবং তারা বের হয়ে গেল। আর ঈদের দিন সুদানীরা বর্শা ও ঢালের দ্বারা খেলা করত। আমি নিজে (একবার) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কছে আরয করেছিলাম অথবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ, তারপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল ছিল তার গালের সাথে লাগান। তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা করতে ছিলে তা করতে থাকো, হে বানু আরফিদা। পরিশেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি দেখা শেষ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, তা হলে চলে যাও।[১২১]

হাদীসটিতে দফ বাজানো ও ঈদের দিনে আনন্দ করার বৈধতা আলোচনা করা হয়েছে। ঈদের দিনে দু’টি মেয়ে নবী (ﷺ)-এর সামনে গান করলে যিনি তা বন্ধ করতে বলেছিলেন তাকে তিনি বাঁধা দেন। এমনিভাবে তরবারী ইত্যাদির দ্বারা খেলা করাও জায়িয। হাবশীগণ স্বভাবগতভাবেই খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ করতে পছন্দ করত।

খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক বিষয়াবলিকে ইসলামে খুব সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করা হয়েছে। খেলা ও বিনোদন যখন সীমার ভেতর থাকে, তখন ইসলাম এতে বাধা দেয় না। কারণ খেলাধুলা পৃথিবীর আদিকাল থেকে শিশু-কিশোরদের স্বভাবজাত। কিন্তু যখন এটাকে ব্যবসায়িক রূপ দেওয়া হয়, খেলার নামে অশ্লীলতা ছড়ায়, মানুষ এতে আসক্ত হয়ে জুয়া ইত্যাদিতে জড়িয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করে তখন এটা আর বৈধ থাকে না। তাই ঈদের দিনে আমরা এমন কোনো আনন্দ উৎসব ও খেলায় মগ্ন থাকবো না যা ইসলাম অনুমোদন করে না। ❑

---

* *আটমুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

[১২০] *আল্লামা রাগিব আল ইসফাহানী, আল মুফরাদাত লি গারিবিল কুরআন- ৩৫৮ পৃ.।*

[১২১] *সহীহুল বুখারী- ই. ফা. বাং, হা. ৯০২।*

মহিলা জগৎ

ঈদের জামা'আতে মহিলাদের অংশগ্রহণ : একটি শরঈ বিশ্লেষণ

–আব্দুল মতিন বিন আব্দুল জব্বার*

ঈদ মুসলিম জীবনে এক আনন্দের দিন। রাসূল (ﷺ) যখন মাদীনায় আগমন করলেন তখন মাদীনাবাসীদের দেখলেন তারা দুই দিন উদযাপন করছে। তখন তিনি তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, তাদের পূর্বপুরুষগণ প্রাক-ইসলামী যুগে উদযাপন করতেন। তখন রাসূল (ﷺ) বললেন : "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এ দুই দিনকে উত্তম দুই দিন-ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা দ্বারা পরিবর্তন করে দিলেন।" দুই ঈদের দিনই দু'টি বিশেষ 'ইবাদাতের সাথে সম্পর্কিত। এক ঈদুল ফিত্‌র যা রমাযান মাসের শেষে আগত হয়। আর ঈদুল আযহা হাজ্জের মাওসুম আরাফার দিবসের পর আগমন করে। ঈদের নামায আদায় করার উত্তম জায়গা হলো ময়দান। তবে ময়দানে নারীরা যাবে কিনা এ নিয়ে আমাদের সমাজে ভিন্ন মতেরও প্রচলন আছে। নারীদের ময়দানে যাওয়া নিয়ে নিম্নে সামান্য আলোচনা তুলে ধরা হলো।

সুন্নাত হচ্ছে মহিলারা দুই ঈদেই ঈদগাহ্ যাবেন। সহীহুল বুখারী-সহীহ মুসলিম অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উম্মু 'আতিয়্যাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ أَمَرَنَا- تَعْنِيْ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ فِيْ الْعِيْدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ.

উম্মু 'আতিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। আমাদেরকে নবী (ﷺ) আদেশ করেছেন, আমরা যেন পরিণত বয়স্কা মেয়েদেরকে ও পর্দানশীন মেয়েকে ঈদের নামাযে যাওয়ার জন্য বলি এবং তিনি ঋতুবতী নারীদেরকে আদেশ করেছেন তারা যেন মুসলিমদের সালাতের স্থান থেকে কিছুটা পৃথক থাকে।[১২২] অপর বর্ণনায় এসেছে–

عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ : أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ.

উম্মু 'আতিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ঈদের দিন) আমাদেরকে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই আমরা ঋতুবতী, যুবতী এবং তাবুতে অবস্থানকারীনী মহিলাগণকে নিয়ে বের হতাম। ইবনু আওন (রহমতুল্লাহি আলাইহি)-এর এক বর্ণনায় রয়েছে, অথবা তাবুতে অবস্থানকারীনী যুবতী মহিলাগণকে নিয়ে বের হতাম। অতঃপর ঋতুবতী মহিলাগণ মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের দু'আতে অংশ গ্রহণ করতেন। তবে ঈদগাহে পৃথকভাবে অবস্থান করতেন।[১২৩] জামে তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে যে,

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيْدَيْنِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ : "فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِيْبِهَا".

উম্মু 'আতিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন কুমারী, তরুণী, প্রাপ্তবয়স্কা, পর্দানশীল এবং ঋতুবতী সব মহিলাদের (নামাযের জন্য) বের হওয়ার (ঈদের মাঠে যাওয়ার) হুকুম করতেন। ঋতুবতী মহিলারা নামাযের জামা'আত হতে এক পাশে সরে থাকত কিন্তু তারা মুসলমানদের দু'আয় অংশগ্রহণ করতেন। এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কোনো নারীর নিকট (শরীর ঢাকার মতো) চাদর না থাকে? তিনি বললেন : তার (মুসলিম) বোন তার অতিরিক্ত চাদর তাকে ধার দিবে।[১২৪] সুনান আন্ নাসায়ীতে এসেছে–

عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ لَا تَذْكُرُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِلَّا قَالَتْ بِأَبَا. فَقُلْتُ أَسَمِعْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبَا قَالَ : "لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى.

---

* *অফিসার- শরী'আহ্ সচিবালয়, এক্সিম ব্যাংক।*

[১২২] *মুসনাদ আহমদ- ৫/৮৫, সহীহুল বুখারী- ১/৯৩, সহীহ মুসলিম- ২/৬০৫-৬০৬ (হা. ৮৯০)।*

[১২৩] *আহমদ- ৫/৮৫, ৬/৪০৯, বুখারী- ২/৮-১০, আবূ দাঊদ- ১/৬৭৭ (হা. ১১৩৯), আবূ ইয়া'লা- ১/১৯৬ (হা. ২২৬), ইবনু হিব্বান- ৭/৩১৪ (হা. ৩০৪১), বায়হাক্বী ৩/১৮৪।*

[১২৪] *আহমাদ- ৫/৮৪-৮৫, বুখারী- ১/৯৩, মুসলিম- ২/৬০৬, আবূ দাউদ- ১/৬৭৬ (১১৩৬), তিরমিযী- ২/৪১৯-৪২০ (৫৩৯), ইবনু মাজাহ্- ১/৪১৪-৪১৫ (হা. ১৩০৭), দারেমী- ১/৩৭৭, তবরানী ফীল কাবীর- ২৫/৫০-৫২ (হা. ১০১-১০৯), ইবনু হিব্বান- ৭/৫৬, ৫৮, বাগাবী- ৪/৩১৯ (হা. ১১১০)।*

হাফসাহ্ বিনতু সীরীন (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উম্মু ‘আতিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম উচ্চারণ করলেই বলতেন : ‘আমার পিতা উৎসর্গিত হোক’। একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমার পিতা উৎসর্গিত হোক। তিনি বলেছেন, বালেগা হওয়ার নিকটবর্তী বয়সের বালিকা, অন্তঃপুরবাসিনী ও ঋতুবতী মহিলাগণ নেক কাজে এবং মুসলমানদের দু‘আর মজলিসে উপস্থিত হতে পারে, তবে ঋতুবতী মহিলাগণ সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকবে।[১২৫]

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে বলা যায় যে, মহিলাদের ঈদের নামাযে উপস্থিত হওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।[১২৬]

ইমাম শাওকানী উল্লিখিত প্রথম হাদীসকে কেন্দ্র করে বলেন : হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হচ্ছে যে, মহিলারা দুই ঈদে ঈদগাহে যাবে। সে হোক না কেন কুমারী, ত্বালা-ক্বপ্রাপ্তা, যুবতী, বৃদ্ধা বা ঋতুবতী মহিলা। যদি সে সীমালঙ্ঘনকারীণী না হয়। কিংবা কোনো গ্রহণযোগ্য ওযর বা ফিতনার আশংকা না থাকে।[১২৭]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ তাঁর مجموع-তে বলেছেন যে, মহিলাদের এ সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, জামা‘আতে এবং জুমু‘আর নামাযে উপস্থিত হওয়ার থেকে তাদের বাড়িতে নামায পড়াই উত্তম। তবে ঈদের নামায ব্যতীত। সেখানে যাওয়ার জন্য তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ–

♦ এক বছরে তা দুই বার। যা জুমু‘আর নামায ও জামা‘আতে নামায পড়ার বিপরীত।

♦ ঈদের নামাযের কোনো বদলী নামায নেই। জুমু‘আর নামায ও জামা‘আতে নামায পড়ার বিপরীত। কেননা জুমু‘আর নামাযের বিপরীতে বাড়িতে যোহরের নামায আদায় করতে হয়।

♦ তারা ময়দানে বের হবে মহান আল্লাহকে স্মরণ করতে। বিভিন্ন দিক থেকে তা হজ্জের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ জন্য হজ্জের মাসে হাজীদের সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে ‘ঈদুল আযহা’কে ‘আল-ঈদুল আকবার’ বলা হয়।

ইবনু উসাইমিনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মহিলাদের ময়দানে যাওয়া উত্তম না বাড়িতে থাকা উত্তম?

তিনি উত্তর দেন যে, উত্তম হচ্ছে তারা ময়দানে যাবে। কেননা রাসূল (ﷺ) মহিলাদের নির্দেশ দিয়েছেন ময়দানে নামায পড়তে যেতে। এমনকি ঐ সমস্ত মহিলারাও যাবে যারা সাধারণত বাড়ির বাইরে যায় না। ঋতুবতী মহিলারও যাবে তবে তারা নামাযের জায়গা থেকে দূরে থাকবে, নামাযে শরীক হবে না। কেননা, ঈদগাহের নামাযের জায়গা মাসজিদের মতো। আর মাসজিদে ঋতুবর্তী মহিলাদের অবস্থান করা ঠিক না। সুতরাং হাদীসের আলোকে বলতে পারি, মহিলারা ঈদের নামায আদায় করার ক্ষেত্রে ময়দানে যাওয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট। তারা পুরুষদের সাথে ঈদের নামায আদায়ে অংশীদার হবে এবং তারা দু‘আ, যিক্‌র ও কল্যাণ কামনা করবে।[১২৮]

ইমাম ইবনুল কায়্যিম আজ-জাওযী ‘কিতাবু আহকামিন নিসা’ গ্রন্থে (পৃ. ৩৮) বলেন : আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত। তবে যদি ফিতনার আশংকা করা হয় তাহলে না যাওয়াই উত্তম। কেননা প্রথম যুগের মহিলা-পুরুষদের মন-মানসিকতা বর্তমান যুগের মহিলা-পুরুষদের মন-মানসিকতার থেকে অনেক উত্তম ছিল।

নারীদের ঈদগাহে যাওয়ার ‘আমলটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকায় আজও প্রচলিত আছে। সুতরাং যেসব এলাকায় তা চালু নেই সেসব স্থানের সচেতন ‘আলেম সমাজ এবং নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের কর্তব্য হলো, মহান আল্লাহর রাসূল-এর সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করার লক্ষ্যে মহিলাদেরকেও ঈদের এই আনন্দঘন পরিবেশে অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য এগিয়ে আসা। এ জন্য ময়দান কমিটি মহিলাদের নামাযের জন্য ময়দানে আলাদা ব্যবস্থা করবে। মহিলাদের উদ্দেশ্য থাকবে মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা, মুসলিমদের সাথে দু‘আয় যোগদান করা এবং ইসলামের নিদর্শন প্রকাশ করা। তবে তারা পূর্ণ পর্দা অনুসরণ করবে। সুগন্ধি ব্যবহার করবে না এবং নিজেদের শরীর বা সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। নামায শেষে মহিলাদেরকে আগে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

যেসব লোক একথা বলেন যে, বর্তমান যুগ ফিতনার যুগ, মেয়েদের নিরাপত্তা নেই বলে মেয়েদেরকে ঈদের সালাত থেকে বঞ্চিত রাখছেন-তাদের এ অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। তারা যেন প্রকারান্তরে হাদীসের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। শেষ যামানার ফিতনা বাড়বে একথা নবী (ﷺ) আমাদের চেয়ে বেশি অবগত থাকার পরও মহিলাদেরকে ঈদের সালাতে যেতে হুকুম দিয়েছেন। মেয়েদের নিরাপদ পরিবেশে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা থাকলে, কোনো ফিতনার দোহাই দিয়ে মেয়েদেরকে ঈদগাহে যাওয়া থেকে বিরত রাখা বৈধ হবে না। আল্লাহ তা‘আলা অধিক ভালো জানেন। ❑

---

[১২৫] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৩৯০।*

[১২৬] *http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?View = Page&PageID=2866&PageNo=1&BookID=3।*

[১২৭] *নাইলুল আওতার- ৩/৩০৬।*

[১২৮] *মাজমূ‘ ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনু উসাইমীন- ১৬/২১০।*

নিভৃত ভাবনা

আমরা সংস্কৃতি থেকে কি শিখব?

–এইচ. আর আবু হোরায়রা*

প্রত্যেক সন্তানের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষালয় হলো পরিবার। বিদ্যা অর্জন ব্যতিত মানুষ হওয়া অসম্ভব। কাজেই অন্যায় ও মন্দ কর্ম থেকে শুধু নিজে বা নিজেরা মুক্ত থাকাই নয় পরিবারকেও মুক্ত করতে হবে। সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ সমাজে যারা অন্যায় কাজ করে তারা কোনো না কোনো পরিবারের সন্তান। কাজেই তাদেরকে ভালো মন্দের দিক বুঝিয়ে দিতে হবে। এ দায়িত্ব পালনের মনমানসিকতা গড়িয়ে তুলতে হবে। সন্তানদেরকে ছোটোবেলা থেকেই ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায় বুঝাতে হবে। এ বয়সে তাদের মেধা থাকে প্রখর ও তীক্ষ্ণ। মহান আল্লাহ সূরা হুদের ১৫-১৬ নং আয়াতে বলেন– যে কেউ দুনিয়ার জীবনে ভোগ বিলাস কামনা করে। দুনিয়াতে আমি তাদের কর্মের ফল দান করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন– তোমরা খেয়াল খুশিমতো চলো না[১২৯], যে কেউ সৎ কাজ করে, সে দশগুণ পাবে। কেউ অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু উহার প্রতিফল দেওয়া হবে[১৩০] বিশ্বনেতা বিশ্বমানবতার বিশ্ব দরদী মানব শিক্ষার কারিগর বিশ্বনবী (ﷺ) আমাদেরকে আদর্শ সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়েছেন। আদর্শ সংস্কৃতির শিক্ষা হলো ঈমান। ঈমান একটি দর্শন। এ দর্শন তাওহীদি দর্শন। বর্তমানে সংস্কৃতি বলতে আমাদের সন্তানেরা নাটক, সিনামা, গান, নাচ, বিনোদন, ইউটিউবের নোংড়া অনুষ্ঠান, ভারতীয় সিরিয়াল, টিকটক, শর্ট পোশাক, ফিটিং পোশাক, ছেলে-মেয়ে, মেয়ে ছেলে বেশ ধারন করা, ১৪ ফেব্রুয়ারি, বয়ফ্রেন্ড, গার্লফেন্ড, থার্টিফাস্ট নাইটে, পহেলা বৈশাখে, জন্মদিনে, ম্যারেজ দিনে নগ্ন পোশাকে বন্ধু বান্ধব নিয়ে বিভিন্ন পার্কে সমুদ্র সৈকতে আড্ডায় মত্ত থাকে। একটা ছেলে অনেক মেয়ের সাথে অথবা একটা মেয়ে অনেক ছেলের সাথে আড্ডায় মত্ত। ঘনঘন একে অপরের ছবি আদান প্রদানে মত্ত থাকে। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে পার্টিতে ফুল উপহার দেয়। নর নারী বিভিন্নভাবে একে অপরের আনন্দে আত্মহারা হয়ে থাকে। তারা এগুলোকে সংস্কৃতির বাহন ও সংস্কৃতির পরিচয় মনে করে। যে কোনো ব্যক্তির যাবতীয় কর্মকাণ্ড ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা কামনা-বাসনা, ঘৃণা- ভালোবাসা, খুশি-অখুশি চাওয়া-পাওয়া আবেদ-উদ্বেগ মহান আল্লাহর সাথে ও মহানবী (ﷺ)-এর সাথে হতে হবে।

সুতরাং মুসলমানের সংস্কৃতি হলো আল্লাহর কুরআন ও নবীর সুন্নাহর আদেশ। তথা বাস্তব জীবন কেন্দ্রিক সংস্কৃতি। তাছাড়া এ সংস্কৃতি এমন এক কালচার যেখানে শুধু মনেই আনন্দ নয় আত্মার প্রশান্তিও আছে। এখানে মন যখন যা চায় তাই করতে পারবে না। মন সব সময় মহান আল্লাহ ও মহানবী (ﷺ)-এর অনুগত থাকে। তাই এ সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের মনোনশীলতার সৃষ্টি করে। যা সব ধরনের কুলসতা আবিলতা, কপটতা, ধোঁকা, প্রতারণা অশ্লীলতা, হিংসা বিদ্বেষ অমানবিক জুলুম, অন্যায় অবিচার, অসুন্দর পাপাচার নোংরামি থেকে ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণ পবিত্র। বর্তমানে আমাদের ছেলে মেয়েরা আদর্শ সংস্কৃতির দিকে না গিয়ে চরিত্র হননের দিকে ধাবিত হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ হারাম। আজকের ছেলে মেয়েরা নেশাগ্রস্ত একে অপরে প্রেমে আসক্ত, নীতি নৈতিকতাহীন কর্মে জড়িত। এ অবস্থায় এই অপসংস্কৃতি মুক্ত হতে হবে। বর্তমানে আমাদের সন্তানদেরকে সুন্দর ও সুমার্জিত সংস্কৃতি উপহার দিতে হবে। তারা যেন ভালো সংস্কৃতি ধারণ করতে শেখে। আমাদের চলাফেরা আমাদের কথাবার্তা আমাদের আচার আচরণ, লেনদেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পোশাক-আশাকে আমাদের ভালো ও ন্যায়র সংস্কৃতিতে আশক্ত হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন– যে ব্যক্তি সৎকাজ করে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই করে এবং আল্লাহ এ সম্পর্কে ভালো জানেন[১৩১]। আল্লাহ পাক আমাদের সুন্দর ও সুমার্জিত সংস্কৃতি যেটা বিশ্বনবী (ﷺ) আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন কোরআন ও সুন্নাহ আমরা যেন তা মেনে চলতে পারি –আমিন। ❑

---

* *সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সম্পাদক, বগুড়া জেলা শুব্বান।*

[১২৯] *সূরা আন্ নিসা : ১২৩।*

[১৩০] *সূরা আল আন'আম : ১৬০।*

[১৩১] *সূরা জা-সিয়াহ্ : ১৫, সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৯৭।*

আলোকিত ভুবন

কুরআন এবং বিজ্ঞান : কিছু কথা

–আরাফাত ডেস্ক

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ।" *(সূরা ইয়া-সীন : ২)*

"আমি কিতাবে কোনো বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখিনি।" *(সূরা আল আন'আম : ৩৮)*

বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের কোনো সংঘর্ষ নেই; বরং বিজ্ঞানময় কুরআন বিজ্ঞানীদেরকে সকল কাজে সহযোগিতা করছে তার কিছু প্রমাণ নিম্নে দেয়া হলো–

১. বিজ্ঞান কিছুদিন আগে জেনেছে চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূরা আল ফুরক্বা-ন-এর ৬১ নং আয়াতে কুরআনে এই কথা বলা হয়েছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে।

২. বিজ্ঞান মাত্র দুশো বছর আগে জেনেছে চন্দ্র এবং সূর্য কক্ষ পথে ভেসে চলে...। সূরা আল আম্বিয়া-'র ৩৩ নং আয়াতে কুরআনে এই কথা বলা হয়েছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে।

৩. সূরা আল ক্বিয়া-মাহ্'র ৩ ও ৪ নং আয়াতে ১৪০০ বছর আগেই জানানো হয়েছে– মানুষের আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে মানুষকে আলাদাভাবে সনাক্ত করা সম্ভব। যা আজ প্রমাণিত।

৪. 'বিগ ব্যাং' থিওরি আবিষ্কার হয় মাত্র চল্লিশ বছর আগে। সূরা আল আম্বিয়া-'র ৩০ নং আয়াতে কুরআনে এই কথা বলা হয়েছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে।

৫. পানি চক্রের কথা বিজ্ঞান জেনেছে বেশি দিন হয়নি...। সূরা আয্ যুমার-এর ২১ নং আয়াতে কুরআন এই কথা বলেছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে।

৬. বিজ্ঞান এই সেদিন জেনেছে লবণাক্ত পানি ও মিষ্টি পানি একসাথে মিশ্রিত হয় না। সূরা আল ফুরক্বা-ন-এর ২৫ নং আয়াতে কুরআন এই কথা বলেছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে।

৭. ইসলাম আমাদেরকে ডান দিকে ফিরে ঘুমাতে উৎসাহিত করেছে; বিজ্ঞান এখন বলছে ডান দিকে ফিরে ঘুমালে হার্ট সব থেকে ভালো থাকে।

৮. বিজ্ঞান এখন আমাদের জানাচ্ছে পিপীলিকা মৃত দেহ কবর দেয়, এদের বাজার পদ্ধতি আছে। কুরআনের সূরা আন্ নাম্ল-এর ১৭ ও ১৮ নং আয়াতে এই বিষয়ে ধারণা দেয়।

৯. ইসলাম মদ পানকে হারাম করেছে, চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে মদ পান লিভারের জন্য ক্ষতিকর।

১০. ইসলাম শুকরের মাংসকে হারাম করেছে। বিজ্ঞান আজ বলছে শুকরের মাংস লিভার, হার্টের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

১১. রক্ত পরিসঞ্চালন এবং দুগ্ধ উৎপাদন এর ব্যাপারে আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান জেনেছে মাত্র কয়েক বছর আগে। সূরা আল মু'মিনূনের ২১ নং আয়াতে কুরআন এই বিষয়ে বর্ণনা করে গেছে।

১২. মানুষের জন্ম তত্ত্ব ভ্রুন তত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞান জেনেছে এই ক'দিন আগে। সূরা আল 'আলাক্ব-এ কুরআন এই বিষয়ে জানিয়ে গেছে ১৪০০ বছর আগে।

১৩. ভ্রুন তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞান আজ জেনেছে পুরুষই (শিশু ছেলে হবে কিনা মেয়ে হবে) তা নির্ধারণ করে। ভাবা জায়... কুরআন এই কথা জানিয়েছে ১৪০০ বছর আগে। ***(সূরা আন্ নাজ্ম : ৪৫, ৪৬; সূরা আল ক্বিয়া-মাহ্ : ৩৭-৩৯)***

১৪. একটি শিশু যখন গর্ভে থাকে তখন সে আগে কানে শুনার যোগ্যতা পায় তারপর পায় চোখে দেখার। ভাবা যায়? ১৪০০ বছর আগের এক পৃথিবীতে ভ্রুনের বেড়ে ওঠার স্তরগুলো নিয়ে কুরআন বিস্তর আলোচনা করে। যা আজ প্রমাণিত! ***(সূরা আস্ সাজদাহ্ : ৯, ৭৬; সূরা ইনসান : ২)***

১৫. পৃথিবী দেখতে কেমন? এক সময় মানুষ মনে করত পৃথিবী লম্বাটে, কেউ ভাবত পৃথিবী চ্যাপ্টা, সমান্তরাল... কুরআন ১৪০০ বছর আগে জানিয়ে গেছে পৃথিবী দেখতে অনেকটা উট পাখির ডিমের মতো গোলাকার।

১৬. পৃথিবীতে রাত এবং দিন বাড়া এবং কমার রহস্য মানুষ জেনেছে দুশ বছর আগে। সূরা আল লুক্বমা-ন-এর ২৯ নং আয়াতে কুরআন এই কথা জানিয়ে গেছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে, যা জানা গেছে। ❑

কবিতা

ফুটলোরে এক ফুল

মোল্লা মাজেদ★

মরুর বুকে রাসূল নামে ফুটলোরে এক ফুল।
সুবাসে তাঁর জিন্ ইনসান আর হুরপরী মশগুল।
আকাশ মাটি সূর্য্য তারা
নূরের সকল ফেরেশ্তারা
জীব জীবাণু আপন হারা
সেই নামে মশগুল
মরুর বুকে রাসূল নামে ফুটলোরে এক ফুল।

ধন্য তুমি মা হালিমা শিশু নবীর পরশে
ধন্য হলো বিশ্বভূমি দরূদ পাঠে হরষে।
এই নিখিলের সৃষ্টি যত
ফুল্ল মনে অবিরত
জানায় সালাম শত শত
মোহাম্মাদ রাসূল
মরুর বুকে রাসূল নামে ফুটলোরে এক ফুল।

পহেলা বৈশাখ

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক★

পহেলা বৈশাখে নবনব কত কাজ
যায় যাক শির টুটি, তবুও কিছু বলবো আজ
যেভাবে হোক তবে কিনতে হবে
ভিক্ষারী থেকে রাজারাণী
নিঠুর উচ্ছ্বাসে চারিপাশে হয়
ইলিশ কুরবানী।
দাম বাড়ে উচ্চহারে ইলিশবাজারে
লাগে আগুন
মৎসব্যাপারী হাতায় কেবল কড়ি
মনেতে ফাগুন
নববর্ষ তুমি ছিলে যেমন আছো তেমন
অপরিবর্তন
চেয়ে দেখ আজ খেয়ে সব লাজ করছি
কেমন কু-কীর্তন।
রঙেঢঙে কত ভণ্ডে পথে ঘাটে মঞ্চে ললনার দল
এলোপাথারী পবনে উড়ায় দীঘলকেশ ও আঁচল
কত সুগন্ধ পাবার আশে দুর্গন্ধ মেখে গায়
ঘরে ফিরে শেষে কাঁদে বুক ভেসে হারানোর ব্যথায়।
গুণীজন নির্দ্বিধায় ভরে যায় ইতিহাস লেখে
হে নববর্ষ, কেন হাসো? মোদের কাণ্ডজ্ঞান দেখে!
তুমি এসো, পুরনো হিসেব মুছে দিতে
ক্ষতি নেই তাতে
দাও কিছু বলে, অপসংস্কৃতির জলে
মাতি না যাতে।

সমাপ্ত

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

রোকেয়া রহিম

সৃষ্টির সেরা শ্রেষ্ঠ জীব
আমরা মানব জাতি,
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণি
রাসূল সবার সাথী।
বিবেক, মানবতা, অনুভূতি
তোমার আমার আছে,
সততা-ধৈর্য্য লাগিয়ে কাজে
থাকবো সবার পাশে।
সকল অন্যায় উচ্ছেদ করে
রাখবো এমন পণ,
থাকবো সবাই নিরাপদে
গড়বো সুস্থ মন।
চলবো ভেবে দেশ ও দশের
অভাব অসুখ যেথা,
থাকবে নাকো জাতি ভেদাভেদ
ধর্ম ভেদের নেতা।
করবো শেয়ার দুঃখের কথা
শুনবো হৃদয় মেলে,
যার যা অধিকার পাবে সব
মায়ার বাঁধনে ঢেলে।
সৎ কাজের দেবো আদেশ
করবো অসৎ দূর,
সঠিক পথে চলবো সবাই
বাজবে সুখের সুর।
হিংসা-বিদ্বেষ করে কেহ
করোনা মানুষ খুন,
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির পরিচয় হবে
উদার মহৎ গুণ।

★ *বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ি-৭৭২০।*
★ *বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।*

শোক সংবাদ

১. বগুড়া জেলায় গাবতলী এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সাংগঠনিক সম্পাদক বাইগুনী দ. পাড়ার জনাব আব্দুর রহমান পুটু মৃতুবরণ করেছেন এবং এলাকা জমঈয়তের উপদেষ্টা এবং কালুডাঙ্গা গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি জনাব নুরুল ইসলাম বাচ্চু মোল্লা গত ২৫/০২/২০২৪ ইং তারিখে নিজ বাড়ীতে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন– "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন"। একই দিনে বিকাল ৪ ঘটিকায় তার জানাযা সম্পন্ন হয়। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা জমঈয়ত ও গাবতলী এলাকা জমঈয়তের গুণগ্রাহী সদস্যসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী দুই ছেলে ও তিন মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মাইয়্যেতের মাগফিরাতের জন্য কেন্দ্রীয় জমঈয়ত, বগুড়া জেলা জমঈয়ত এবং এলাকা জমঈয়তের পক্ষ থেকে দু'আর আবেদন করা হয়।

২. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সাবেক সফল সভাপতি, ব্যানবেইসের সাবেক পরিচালক, প্রফেসর ড. ইলিয়াস আলী (রহিমাহুল্লাহ)'র সহধর্মিনী গত ১৬ মার্চ ঢাকার মিরপুরে বার্ধক্যজনিত অসুস্থাবস্থায় মহান আল্লাহর সান্নিধ্য চলে গেছেন– "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন"। ১৭ মার্চ সকাল ১০ ঘটিকায় তার দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস সকল দেশবাসীর প্রতি মহান আল্লাহর নিকট দু'আর আহ্বান জানাচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন ও তার পরিবারবর্গের সকল সদস্যকে সবরে জামীলের তাওফীক্ব দান করুন –আমীন।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেল তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ঈদের জামা'আত

ঢাকা মহানগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আহলে হাদীসদের ঈদুল ফিতরের প্রধান জামা'আত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে **সকাল সাড়ে ৭টায়** অনুষ্ঠিত হবে –ইন্শা-আল্লাহ। এছাড়াও মাদ্রাসা মুহাম্মদীয়া আরাবীয়া (যাত্রাবাড়ি) মাঠে, মিরপুর এম.ডি.সি স্কুল মাঠে, বারিধারা লেক সংলগ্ন মাঠে, মোহাম্মদপুর সলিমুল্লাহ রোড সংলগ্ন মাঠে, টঙ্গী বাজার আহলে হাদীস জামে মসজিদ সংলগ্ন হাইস্কুল মাঠে ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হবে ইনশা-আল্লাহ। সকল জামা'আতে মহিলাদের সালাত আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

ঈদ শুভেচ্ছা

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সকল দায়িত্বশীল, কর্মী, সুধী ও জমঈয়ত হিতৈষী এবং সাপ্তাহিক আরাফাতের সম্মানিত লেখক-গবেষক, কলাকুশলী, পাঠক-পাঠিকাসহ মুসলিম উম্মাহকে জানাই ঈদুল ফিত্র-এর আন্তরিক শুভেচ্ছা–

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ صَالِحَ الْأَعْمَال.

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও আপনাদের 'আমলে সালেহ্ কবূল করুন- আমীন। ***–সম্পাদক***

ঈদের ছুটি

পবিত্র ঈদুল ফিত্র- ১৪৪৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও সাপ্তাহিক আরাফাত অফিস বন্ধ থাকবে। অতএব, আগামী ১৫ এপ্রিল সোমবার সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশিত হবে না। তৎপরিবর্তে ৬৫ বর্ষ, ২৯-৩০ সংখ্যা আগামী ২২ এপ্রিল, সোমবার প্রকাশিত হবে –ইন্শা-আল্লাহ। ***–সম্পাদক***

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‌'আত, প্রত্যেকটি বিদ্‌'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : *স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই ১ম রমাযানেই সাহরীর সময় ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যায়। যখন জাগ্রত হয় তখন ফজর সালাতের ১ম রাকআতের সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ হচ্ছিল। তাই তারা সাহরী না খেয়ে সাথে সাথে নিয়ত করে নেয় ১ম রোযার। কিন্তু তারা দু'জনই রাতে কিছু খেয়ে নিয়ত করেছিল যে, রমাযানের সব রোযাই পালন করবে ইন্‌শা-আল্লাহ। এখন তাদের রোযা কি রাখা ঠিক হয়েছে? জানালে উপকৃত হব।*

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জুরাইন, ঢাকা।

জবাব : সিয়াম রাখার জন্য সাহুর খাওয়া সুন্নাত। নবী করীম (ﷺ) বলেছেন,

«تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِيْ السَّحُوْرِ بَرَكَةً».

তোমরা সাহুর খাও। কেননা সাহুরের মধ্যে বরকত রয়েছে– *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৯২৩)*। তিনি আরো বলেন, আমাদের সিয়াম ও আহলে কিতাবদের সিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহুর খাওয়া। তবে সাহুর খাওয়া সিয়ামের শর্ত নয়; কিন্তু সাহুর না খাওয়া সুন্নাতের খেলাম। কেউ যদি কোনো রাতে ঘুম থেকে না জাগতে পারার কারণে সাহুর খেতে না পারে, তাহলে তার সিয়াম হয়ে যাবে। সুতরাং আপনাদের দুঃশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। বিশেষ করে যেহেতু জানা যাচ্ছে যে, ঘুমানোর আগেই আপনারা সিয়ামের নিয়ত করেছিলেন।

জিজ্ঞাসা (০২) : *আহলে হাদীসের বিভিন্ন সমাজে আমরা দেখতে পাই। ফিতরার চাউল ১৫ রমাযান থেকে ঈদুল ফিতরের আগ পর্যন্ত সমাজের সরদারের দায়িত্বে জমা করা হয় এবং এই ফিতরার চাউল ঈদুল ফিতরের ১০/১৫ দিন পরেও বন্টন করা হয়। এখন জানার বিষয় হলো, ফিতরার চাউল এভাবে জমা রেখে ঈদের পর বন্টন করা যাবে কি? অথবা ফিতরা আদায়ের সঠিক সময় জানিয়ে বাধিত করবেন।*

আবু তাহের
বল্লা, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

জবাব : ফিতরা বের করার সর্বোত্তম সময় হচ্ছে ঈদের দিন নামাযের পূর্বে। কিন্তু ঈদের একদিন বা দুই দিন আগে তা আদায় করা জায়িয। কেননা এতে প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ের জন্যই সহজতা রয়েছে। কিন্তু এরও আগে বের করার ব্যাপারে আলেমদের প্রাধাণ্যযোগ্য মত হচ্ছে তা জায়িয নয়। এই ভিত্তিতে ফিতরা আদায় করার সময় দু'টি : ১) জায়িয বা বৈধ সময়। তা হচ্ছে ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে। ২) ফযীলতপূর্ণ সময়। তা হচ্ছে ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে। কিন্তু নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত দেরি করে আদায় করা হারাম। এভাবে দেরি করে আদায় করলে ফিতরা হিসেবে আদায় হবে না। ইবনু 'আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (ﷺ) বলেন,

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

"নামাযের পূর্বে যে ফিতরা আদায় করবে তা কবুলযোগ্য যাকাত বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পর আদায় করবে, তা সাধারণ সাদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হবে"– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৬০৯)*। আর যাকাতুল ফিতর সামাজিকভাবে একত্রিত করা এবং হক্বদারদের মাঝে বন্টন করা খুবই ভালো, যদি তা ঈদের সালাতের আগেই বন্টন করা হয়। কিন্তু বিনা কারণে বিলম্বে বন্টন করা এমনকি ঈদের কয়েকদিন পর বন্টন করা মোটেই বৈধ নয়। তবে যদি এমন কেউ থাকে, যার পক্ষে ঈদের দিন সকালে উপস্থিত হওয়া কষ্টকর, তার জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে।

জিজ্ঞাসা (০৩) : *যদি কোনো ব্যক্তি খুলাফায়ে রাশেদীনগণের কোনো একজনকে বিদআতী বলে থাকে, তবে তার পিছনে সালাত আদায় করা বৈধ হবে কি?*

আব্দুর রহিম
জামালপুর।

জবাব : প্রশ্নকারী সম্ভবত 'উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কিছু চরমপন্থী মূর্খ লোক জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী ন্যায়পরায়ণ তৃতীয় খলীফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জুমু'আর দিন অতিরিক্তি একটি আযান চালু করার কারণে বিদআতী বলে থাকে। এটা তাদের পক্ষ হতে

এই জান্নাতী সাহাবীর প্রতি বিরাট বড়ো এক যুল্ম। তিনি মুসলিমদের প্রয়োজনে জুমু'আর দিন মানুষকে সতর্ক করার জন্য একটি অতিরিক্ত আযান চালু করেছেন। হাজার হাজার সাহাবী সেটাকে মেনে নিয়েছেন। সম্ভবত কতিপয় সাহাবী এর বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী সেটাকে সমর্থন করেছেন। ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وثبت الأمر على ذٰلك.

অতঃপর সেই আযানটি স্থায়ী হয়ে যায়। সেটি মক্কা মদীনাসহ সারা বিশ্বে চালু আছে। অতএব এই আযান দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। এটা না দিয়ে যদি খতীব সাহেব মিম্বারে বসার পর যদি একটি আযান দেওয়া হয়, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। আর যে আলেম দুই আযান চালু করার কারণে 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বিদআতী বলে, সে সম্ভবত ইলম কম থাকার কারণেই বলে। এর কারণে তার পিছনে সালাত আদায় করা অবৈধ হবে না। এটা অন্যান্য ভুলের মতোই একটা ভুল। কোনো আলেমের মধ্যে যদি দুই/একটি ভুল পাওয়া যায়, তাহলেই যে তাকে বর্জন করতে হবে, তার পিছনে ইক্তেদা করা বৈধ হবে না, -বিষয়টি এমন নয়।

জিজ্ঞাসা (০৪) : ***আমি দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত গোপন পাপে লিপ্ত, আমি মহান আল্লাহর কাছে বারবার তাওবাহ্ করি, কিন্তু তাওবাহ্ করার কিছুদিন পর আবারো সেই পাপে লিপ্ত হই। আমি জানি এটা অনেক বড়ো কবিরা গুনাহ, আল্লাহর কসম! আমি এই পাপ থেকে বেরিয়ে আসতে চাই, কিন্তু পারছি না। আমি কীভাবে এই পাপ থেকে বের হতে পারবো, আর কীভাবেই বা আমি মহান আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করবো। আমি কীভাবে তাওবাহ্ করলে আল্লাহ তা'আলা আমার এই গুনাহ মাফ করে দিবে।***

মো. মমিনুল মহাইমিম
বিরল, দিনাজপুর।

জবাব : আপনি গুনাহ হতে মুক্তি লাভের আশায় কৃত পাপগুলো স্মরণ করে মহান আল্লাহর নিকট একনিষ্ঠচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। রাসূল (ﷺ) বলেন, 'বান্দা কোনো পাপ করে ফেললে যদি সুন্দরভাবে ওযূ করে দু'রাকআত নফল সালাত আদায় করে মহান আল্লাহর নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন'– *(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৫২৩)*। তবে তাওবাহ্ কবুলের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে– (১) একমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তাওবাহ্ করতে হবে। (২) কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে। (৩) পুনরায় সে গুনাহে জড়িত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। উল্লেখ্য, যদি পাপটি বান্দার সাথে যুক্ত থাকে, তাহলে উপরের তিনটি শর্ত পূরণের সাথে চতুর্থ শর্ত হিসাবে তাকে বান্দার নিকটে ক্ষমা চাইতে হবে ও তাকে খুশী করতে হবে। নইলে তার তওবা শুদ্ধ হবে না। আর আপনি যেহেতু তাওবাহ্ ঠিক রাখতে পারেন না, –তাই আপনাকে এর জন্য চেষ্টা করতে হবে। ভালো বন্ধু সংগ্রহ করতে হবে। যারা আপনাকে সর্বদা ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আপনি একাকী জীবনযাপন করা থেকে দূরে থাকবেন, দ্বীনী মজলিসে উপস্থিত থাকবেন, কুরআন তিলাওয়াত করবেন, ইসলামী বই-পুস্তক পাঠ করবেন, নির্জনতা পরিহার করবেন এবং বেশি বেশি মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। এতে আশা করা যায় যে, আপনি তাওবাহ্ ঠিক রাখতে পারবেন।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***ইমাম ৪ রাকআত নামাযের জায়গায় ভুল করে ৫ রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে মুক্তাদিদের করণীয় কী?***

মো. সাকিবুল ইসলাম
সাঈদপুর।

জবাব : 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে,

عَنْ النَّبِيِّ (ﷺ) الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوْا أَزِيْدَ فِيْ الصَّلَاةِ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوْا : صَلَّيْتَ خَمْسًا، فسجد سجدتين.

নবী করীম (ﷺ) একদা সাহাবীদেরকে নিয়ে যোহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়ে ফেললেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, নামায কি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, কী হয়েছে? তারা বলল, আপনি পাঁচ রাকআত নামায পড়ে ফেলেছেন। অতঃপর তিনি উভয় পা বিছিয়ে বসলেন, কিবলামুখী হলেন এবং দু'টি সিজদা দিলেন– *(সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম; সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : নামায, অনুচ্ছেদ : নামাযে কিবলামুখী হওয়ার ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে)*। আর ইমাম ৪ রাকআত নামাযের জায়গায় ভুল করে ৫ রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে মুক্তাদিদের করণীয় হচ্ছে ইমামকে সুবহানাল্লাহ বলে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। আর ইমাম যখন মুক্তাদীদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে, তখন সে সাথে সাথে বসে পড়বে এবং যা কিছু পাঠ করার তা পাঠ করবে, অতঃপর সালামের আগে দু'টি সাহু সিজদা দিবে। অতঃপর সালাম ফিরাবে।

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীদের নামের অন্তর্ভুক্ত তালিকা জানতে চাই?***

শহিদুল ইসলাম
দক্ষিণ চামুরিয়া, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

জবাব : জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবা– (১) আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু), (২) 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু), (৩)

'উসমান ইবনু আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু), (৪) 'আলী ইবনু আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু), (৫) 'আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), (৬) সা'ঈদ ইবনু যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), (৭) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু), (৮) আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), (৯) ত্বলহা ইবনু উবাইদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), (১০) যুবাইর বিন আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

জিজ্ঞাসা (০৭) : প্রতিদিন ফজর ও 'ইশার সালাতের সালাম ফিরানোর পর পরই সুন্নতী যিক্র-আযকার করার সুযোগ না দিয়ে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে ইমাম কর্তৃক কুরআন ও হাদীসের দারস দেওয়ার শরয়ী বিধান কী?

আব্দুর রউফ আল আফিফি
টাংগাব, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

জবাব : নবী (ﷺ) প্রত্যেক ফর্‌য সালাতের পরই সাহাবীদেরকে দারস দিতেন। কখনো কখনো তিনি দারস দেওয়া থেকে বিরতও থাকতেন। বর্তমানে কোনো কোনো মসজিদে দেখা যায় সালামের পর কেউ দারস দিতে দাঁড়ালে মুসল্লীগণ রাগ করেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, সালামের পর দারস শুরু করে দিলে যিক্র-আযকার পাঠ করতে অসুবিধা হয় এবং পরে আসার কারণে যাদের কিছু সালাত ছুটে গেছে, তাদের সালাত পূর্ণ করতে সমস্যা হয়। আমরা বলবো, আসলে উপরিউক্ত কারণে রাগ করাটা ঠিক নয়। কারণ, সালামের পরপরই দারস শুরু না করে যিক্র-আযকার শেষ করা পর্যন্ত দেরি করলে কিংবা পরে আগমনকারীদের সালাত শেষ করা পর্যন্ত দেরি করলে তো লোকেরা চলে যাবে। দারস দেওয়ার উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। মোটকথা রাসূল (ﷺ) যেহেতু ফর্‌য সালাতের পর দারস দিয়েছেন, তাই আমরাও সালাতের পর দারসের ব্যবস্থা করবো। এতে কারো রাগ করা ঠিক নয়। আর আমরা দারস দিলে সালাতের ব্যঘাত ঘটা এবং যিক্র আযকার পাঠ করতে অসুধি হওয়ার বিষয়টা সমর্থনযোগ্য নয়। পরে আগমনকারী তার সালাতে মনোযোগ দিবে। আর যিক্র-আযকার পাঠকারী দারস শেষে কিংবা দারস অবস্থাতেই যিক্র-আযকার পাঠ করে নিবে। মূলত এ কাজগুলোর একটি আরেকটির পথে বাধা সৃষ্টিকারী নয়। তবে সামান্য একটু দেরি করাটা উত্তম বলা যেতে পারে।

জিজ্ঞাসা (০৮) : রুকূ' পেলে কি রাকআত বলে গণ্য হবে?

এনায়েত হোসেন
উঠালি, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা।

জবাব : অধিকাংশ আলেমের মতে কোনো মুসাল্লি যদি মসজিদে গিয়ে ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পায়, তাহলে সে ইমামের সাথে রুকূ'তে শমিল হবে। সে এটাকে রাকআত হিসেবে গণ্য করবে। এই রাকআতটা তাকে ইমামের সালামের পর দোহরাতে হবে না। কেননা আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন দৌড়িয়ে এসে কাতারের পিছনে একাকী রুকূ' করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাতারে শামিল হলেন তখন নবী (ﷺ) তাকে বলেছেন,

زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ.

"আল্লাহ তা'আলা তোমার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করুন। তুমি আর কখনো এরূপ করো না"– *(সহীহুল বুখারী- কিতাবুল আযান, হা. ৭৮৩)*। অর্থাৎ- তাকে তিনি তাড়াহুড়া করে সালাতে আসতে নিষেধ করেছেন। ঐদিকে তিনি রুকূ' থেকে যেই রাকআতটা শুরু করেছিলেন, সেই রাকআতটা সালামের পরে পুনরায় পড়ার আদেশ দেননি। তাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, রুকূ' পাওয়া গেলেই রাকআত পাওয়া গেছে বলে ধরে নিতে হবে। তবে মুহাদ্দিসগণ এই মাসআলায় ব্যতিক্রম বলেছেন। তাদের মতে রাকআতটা পুনরায় পড়তে হবে। কারণ এখানে একাধিক বিষয় ছুটে গেছে।

জিজ্ঞাসা (০৯) : যোহর ও 'ইশার নামায মোট কয় রাকআত?

এনামুল হক
টাঙ্গাইল।

জবাব : যোহরের সালাত চার রাকআত। 'ইশার সালাতও চার রাকআত। তবে যোহরের সালাতের আগে ও পরে সুন্নাত সালাত রয়েছে। 'ইশার পরেও সুন্নাত রাতিবা ও বিত্র সালাত রয়েছে। কিন্তু এগুলোকে মূল সালাতের অংশ বলা যাবে না। মোটকথা, যোহর ও 'ইশার সালাতের রাকআত সংখ্যা চার চার করে।

জিজ্ঞাসা (১০) : ৪ রাকআত বিশিষ্ট সালাতের ১ম বৈঠক না করে ভুলে পুরাপুরি দাঁড়িয়ে গেলে করণীয় কী?

জাহাঙ্গীর আলম
মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬।

জবাব : এ অবস্থায় ফিরে গিয়ে বসবে না; কেননা সে তাশাহুদের অবস্থা থেকে পূর্ণরূপে আলাদা হয়ে গেছে এবং পরবর্তী রুকনে চলে গিয়েছে। সুতরাং তার জন্য ফিরে যাওয়া মাকরূহ। ফিরে গেলেও নামায বাতিল হবে না। কেননা সে কোনো হারাম কিছু করেনি। সর্বাবস্থায় সে সালামের পূর্বে সাহু সিজদাহ করবে।

কতিপয় আলেম বলেছেন, ফিরে না গিয়ে তার জন্য নামায চালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। ছুটে যাওয়া ওয়াজিব তাশাহুদ পূরা করার জন্য সালামের পূর্বে তার উপর সাহু সিজদা করা আবশ্যক।

জিজ্ঞাসা (১১) : ***চাউল দ্বারা ফিতরা আদায় করা এবং টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করা সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই?***

আকরামুজ্জামান
বগুড়া।

জবাব : কতিপয় আলেম বলেন, হাদীসে উল্লেখিত পাঁচ প্রকার জিনিষ গম, খেজুর, যব, কিসমিস এবং পনির এগুলো যদি থাকে তাহলে অন্য বস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করা জায়িয হবে না।

অন্য একটি মত হচ্ছে হাদীসে উল্লেখিত বস্তু এবং অন্য যে কোনো বস্তু এমনকি টাকা-পয়সা দ্বারাও ফিতরা আদায় করা বৈধ। মত দু'টি পরস্পর বিপরীত।

বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, মানুষের সাধারণ খাদ্য থেকে ফিতরা আদায় করা বৈধ। কেননা সহীহুল বুখারীতে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

كُنَّا نُخْرِجُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ.

"আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে এক 'সা' পরিমাণ খাদ্য ফিতরা হিসেবে বের করতাম। খেজুর, যব, কিসমিস ও পনির"– *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফিতরা হচ্ছে এক সা' পরিমাণ খাদ্য, হা. ১৫০৬)*। এ হাদীসে গমের কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া যাকাতুল ফিতরে গম দেয়া যাবে এ রকম সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ কোনো হাদীস আমার জানা নেই। তবে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারপরও নিঃসন্দেহে গম দ্বারা ফিতরা আদায় বৈধ। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ».

"রোযাদারকে অনর্থক কথা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করার জন্য ও মিসকীনদের জন্য খাদ্যস্বরূপ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন।" *(সুনান আবূ দাঊদ- অধ্যায় : যাকাত, হা. ১৬০৯, হাসান)*

অতএব মানুষের প্রচলিত খাদ্য থেকে ফিতরা আদায় করা যথেষ্ট হবে। যদিও সেটা ফিকাহ্‌বিদদের উক্তিতে উল্লেখিত পাঁচ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত না হয়। এই প্রকারসমূহ ছিল মূলত চারটি। নবী (ﷺ)-এর যুগে মানুষের সাধারণ খাবারও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব চাউল দ্বারা ফিতরা আদায় করা জায়িয হবে; বরং বর্তমান যুগে ফিতরা হিসেবে চাউলই উত্তম। কেননা উহা সহজলভ্য ও মানুষের অধিক পছন্দনীয় বস্তু।

আর খাদ্যদ্রব্যের বদলে টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করার ব্যাপারে আমরা বলবো যে, এটা সুন্নাত নয়; বরং সুন্নাত হচ্ছে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করা। নবী (ﷺ)-এর যুগে বিভিন্ন মুদ্রা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যেহেতু খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করেছেন, তাই খাদ্যবস্তু দিয়ে ফিতরা আদায় করা সুন্নাহ।

জিজ্ঞাসা (১২) : ***দুই ঈদের নামাযের পদ্ধতি কী?***

ওবায়দুল্লাহ
কিশোরগঞ্জ।

জবাব : দুই ঈদের নামাযের পদ্ধতি হলো প্রথমে ইমাম উপস্থিত হয়ে লোকদের নিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করবেন। প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরিমার পর অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর দিবেন। তারপর সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করবেন এবং সূরা 'ক্বাফ' পাঠ করবেন। দ্বিতীয় রাকআতে তাকবীর দিয়ে দাঁড়াবেন এবং সূরা পাঠ শুরু করার পূর্বে অতিরিক্ত পাঁচটি তাকবীর প্রদান করবেন। তারপর সূরা আল ফাতিহাহ্ পাঠ করে সূরা আল 'ক্বামার' পাঠ করবেন। নবী (ﷺ) দুই ঈদের নামাযে এ দু'টি সূরা পাঠ করতেন– *(সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : দু'ঈদের নামায)*। অথবা ইচ্ছা করলে প্রথম রাকআতে সূরা আল 'আলা' এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আল 'গা-শিয়াহ্' পাঠ করতে পারেন– *(সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : জুমু'আর নামায)*।

জেনে রাখুন, জুমু'আহ্ ও দুই ঈদের নামায দু'টি সূরা পাঠ করার ক্ষেত্রে একই রকম, আর দু'টি সূরা পাঠ করার ক্ষেত্রে অন্য রকম। যে দু'টি সূরা উভয় নামাযে পাঠ করতে হয় তা হচ্ছে– সূরা 'আল আ'লা' ও সূরা 'আল গা-শিয়াহ্'। আর যে দু'টি সূরার ক্ষেত্রে এ দু'নামায পরস্পর থেকে পৃথক তা হচ্ছে– ঈদের নামাযে পাঠ করতে হয়, সূরা 'ক্বাফ' ও সূরা আল 'ক্বামার' আর জুমু'আর নামাযে পাঠ করতে হয় সূরা 'জুমু'আহ্' ও সূরা আল 'মুনাফিকূন'। প্রত্যেক ইমামের জন্য উচিত হচ্ছে, এ নামাযগুলোতে উক্ত সূরাসমূহ পাঠ করার সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করা। যাতে করে মুসলিমগণ তা জানতে পারে এবং কেউ তা পাঠ করলে যেন নতুন মনে করে প্রতিবাদ না করে।

তারপর নামায শেষ করে ইমাম খুতবাহ্ দিবেন। উচিত হচ্ছে খুতবায় নারীদের করণীয় সম্পর্কে বিশেষভাবে নসীহত করবেন এবং যা থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত তা থেকে নিষেধ করবেন।

জিজ্ঞাসা (১৩) : ***কোনো কোনো দেশে ঈদের নামাযের পূর্বে ইমাম সাহেব মাইকের মাধ্যমে তাকবীর দেন। মুসাল্লিরাও তার সাথে দলবদ্ধভাবে তাকবীর প্রদান করে। এর হুকুম কী?***

নিজাম উদ্দিন
আব্দুল্লাহপুর, ঢাকা।

জবাব : প্রশ্নকারী তাকবীর পাঠ করার যে পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন, তা নবী (ﷺ) বা তাঁর সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত হয়নি। সুন্নাত হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজে আলাদাভাবে তাকবীর পাঠ করবে।

জিজ্ঞাসা (১৪) : ***ঈদের তাকবীর কখন থেকে শুরু হবে? তাকবীর পড়ার পদ্ধতি কি?***

শাকিল আহমেদ
ইস্পাহানি, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

জবাব : ঈদের তাকবীর শুরু হবে রমাযানের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর থেকে। তাকবীরের পদ্ধতি :

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

অথবা নিম্নের পদ্ধতিতে পাঠ করবে–

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

অর্থাৎ- প্রত্যেকবার তাকবীর তিনবার করে পাঠ করবে অথবা দু'বার করে পাঠ করবে। সবগুলোই জায়িয। সর্বাবস্থায় আবশ্যক হলো দ্বীনের এই নিদর্শনটি প্রকাশ হওয়া। তাই পুরুষগণ বাজারে, মসজিদে ও বাড়িঘরে উঁচু আওয়াজে তাকবীরসমূহ পাঠ করবে। কিন্তু নারীদের জন্য উত্তম হচ্ছে নীরবে তাকবীর পাঠ করা।

জিজ্ঞাসা (১৫) : ***যার উপর রমাযানের সিয়াম কাযা রয়ে গেছে তার জন্য শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখা সম্পর্কে বিধান কী?***

আব্দুর রহমান
যশোর।

জবাব : নবী (ﷺ) বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.

"যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখলো অতঃপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখলো, সে যেন সারা বছরই রোযা রাখলো"– *(সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : সিয়াম; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৪৩৩, সহীহ)*। কোনো মানুষের যদি রমাযানের রোযা কাযা থাকে আর সে শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখে, সে কি রমাযানের পূর্বে শাওয়ালের রোযা রাখলো না রমাযানের পর?

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনৈক লোক রমাযানের ২৪টি রোযা রাখল। বাকি রইল ছয়টি। সে যদি ছয়টি রোযা কাযা আদায় না করেই শাওয়ালের ছয় রোযা রাখে, তার ব্যাপারে বলা যাবে না যে, সে রমাযানের রোযা পূর্ণ করার পর শাওয়ালের ছয়টি রোযা রেখেছে। কেননা সে রমাযানের রোযা পূর্ণই করেনি। অতএব যার উপর রমাযানের রোযা কাযা রয়েছে সে যদি তা কাযা আদায় না করেই শাওয়ালের ছয় রোযা রাখে, তাহলে তার জন্য শাওয়ালের ছয় রোযার সাওয়াব সাব্যস্ত হবে না।

যার যিম্মায় রমাযানের কাযা রয়ে গেছে, তার জন্য নফল রোযা রাখা জায়িয আছে কি না, আলেমগণ এই মাসআলায় মতভেদ করেছেন। কিন্তু আমাদের এই মাসআলাটি এই মতবিরোধের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের মতভেদ শাওয়ালের ছয় রোযা ব্যতীত অন্যান্য রোযা সম্পর্কে। শাওয়ালের ছয় রোযার সম্পর্ক রমাযানের সাথে। যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা পূর্ণ করেনি তার জন্য উক্ত ছয় রোযার সাওয়াব সাব্যস্ত হবে না।

জিজ্ঞাসা (১৬) : ***জনৈক অসুস্থ ব্যক্তি রমাযানের রোযা ভঙ্গ করেছে। পরবর্তী মাস শুরু হওয়ার চারদিনের মাথায় তার মৃত্যু হয়। তার পক্ষ থেকে কি রোযাগুলো কাযা আদায় করতে হবে?***

মেজবাহ উদ্দিন
জুরাইন, ঢাকা।

জবাব : এই অসুখে সে যদি হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত তা চলতেই থাকে তাহলে তার পক্ষ হতে রোযা কাযা করতে হবে না। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"আর যে লোক অসুস্থ অথবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নিবে"– *(সূরা আল বাক্বারাহ : ১৮৫)*। অতএব অসুস্থ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হচ্ছে, সুস্থ হলেই কাযা রোযাগুলো আদায় করে নেয়া। কিন্তু রোযা রাখতে সমর্থ হওয়ার পূর্বেই যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে রোযার আবশ্যকতা রহিত হয়ে যাবে। কেননা সে তো রোযাগুলো কাযা আদায় করার সময় পায়নি। তার হুকুম ওই ব্যক্তির মতোই যে রমাযান আসার পূর্বেই শাবানে মৃত্যুবরণ করল। তার জন্য যেমন রমাযানের রোযা রাখা আবশ্যক নয়, ঠিক তেমনি যে লোক কাযা আদায় করার মতো সময় পায়নি, তার উপর কাযা আদায় করা জরুরী নয়। কিন্তু অসুখ যদি এমন হয়, যা থেকে সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাহলে মূলত তার পক্ষ থেকে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য দেয়া আবশ্যক। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

ইউরোপের ঈদের সবচেয়ে বড়ো জামা'আত অনুষ্ঠিত হয় যে মসজিদে : মস্কো ক্যাথেড্রাল মসজিদ

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

মস্কভা নদীর তীরে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর অলিম্পিক স্টেডিয়ামের নিকটে অলিম্পিয়িস্কি স্মরণিতে অবস্থিত রুশ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মসজিদ মস্কো ক্যাথেড্রাল মসজিদ। এই মসজিদে একসঙ্গে প্রায় দশ হাজার মুসল্লি সালাত আদায় করতে পারে। এটি বর্তমানে মস্কোর সবচেয়ে বড়ো এবং ধারণক্ষমতার দিক দিয়ে ইউরোপের অন্যতম বৃহত্তম মসজিদ। এই মসজিদকে ঘিরে মস্কোর মুসলিমদের মাঝে কুরআন শিক্ষাসহ আরও দ্বীনি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

ইতিহাস : মস্কো ক্যাথেড্রাল মসজিদের মূল অবকাঠামো নির্মিত হয় ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে যার ভূমি তাতার ব্যবসায়ীরা ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ক্রয় করেছিল। তৎকালীন মসজিদের নকশা করেন স্থপতি নিকোলাই জুকভ। মসজিদটির প্রধান পৃষ্টপোষক ছিলেন বিখ্যাত তাতার বনিক সালিহ ইরজিন। নির্মাণের পর বেশ কয়েকবার মসজিদটির সংস্কারকাজ করা হয়। সে সময় তাতার জাতির লোকেরা মসজিদে সম্মিলিত হয়ে সালাত আদায় করত বলে একে তাতার মসজিদ-ও বলা হত। একসময় মস্কোসহ রাশিয়াতে অনেক মসজিদ থাকলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনকালে সেগুলোর অধিকাংশ বন্ধ করে পানশালা আর ক্লাবঘরে পরিণত করা হয়। ঐ শাসনকালে মস্কো সিটিতে তাতার মসজিদ ছিল একমাত্র মসজিদ যেটি বন্ধ করা হয়নি এবং সালাত আদায়ের জন্য চালু ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে রুশ সংবিধানে খ্রিষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং ইহুদি ধর্মের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মকেও রাশিয়ার সংস্কৃতির ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এরপর থেকে ধীরে ধীরে বন্ধ হওয়া মসজিদগুলোকে পুনরায় মসজিদে রূপান্তর করে আবার শুরু করা হয় সালাত আদায়, আযান দেওয়া ও কুরআন তিলাওয়াত। পরবর্তীতে রাশিয়ায় মসজিদ পুনঃনির্মাণ ও নতুন মসজিদ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়। মস্কো ক্যাথেড্রাল মসজিদটি এই সুযোগেরই স্বাক্ষর। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পুনঃনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় পুরাতন মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মসজিদটিকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও সেই বছরের শেষ দিকে এই স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ফলে মসজিদটি ভাঙার সময় যথাযথভাবে আইন দ্বারা সুরক্ষিত ছিল না। তবে মূল মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার সময় সাধারণ জনগণ, সংরক্ষণবাদীগণ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও মুসলিম নেতারা অনেক বিরোধিতা এবং প্রতিবাদ করেছিল। তারা ভেঙ্গে ফেলাকে বর্বরতা বলে উল্লেখ করে রাশিয়ান কাউন্সিল অব মুফতি কে ঐতিহাসিক স্থাপনা ধ্বংসের জন্য দোষারপ করেছিল। তবে মুফতিগণ মসজিদটির দিক পবিত্র কাবা ঘরের দিক ছিলনা বলে এবং মসজিদ ভবনটি নিরাপদ নয় মর্মে যুক্তি দিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের পর রাশিয়াতে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গার প্রথম ঘটনা ছিল ক্যাথেড্রল মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা। মসজিদের গেটের পাশে লাগানো নামফলক থেকে জানা যায় মসজিদটি পুনঃনির্মান করা হয়েছে ২০১১-১৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। এই মসজিদের পুনঃনির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ১৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার অধিকাংশ প্রদান করেছে সিনেটর সুলেমান করিমভ তার মরহুম পিতার স্মরণে এবং রাশিয়ান মুসলিম ব্যবসায়ীরা। তাছাড়া দাতাদের তালিকায় আরো আছেন ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস, তিনি ফিলিস্তিন শিশুদের পক্ষে ২৬০০০ ডলার প্রদান করেন। ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর পবিত্র হজের দিন নবনির্মিত মসজিদটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ ত্যাইয়েব এরদোগান, ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস, কাজাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নূর সুলতান নাজাররয়েভ এবং রাশিয়ায় নিযুক্ত মুসলিম দেশের

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

রাষ্ট্রদূতগণ। বলা প্রয়োজন যে রাশিয়া খ্রিষ্ট প্রধান দেশ হলেও ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুসলমানের বসবাস এই রাশিয়াতে। দেশটিতে মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্টি। বেসরকারী হিসেবে শুধু মস্কোতে বসবাস করে ৪০ থেকে ৫০ লাখ মুসলমান।

স্থাপত্যশৈলী : মস্কো ক্যাথেড্রাল মসজিদের স্থাপত্য শৈলী বেশ অনন্য। মসজিদটিতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন মসজিদের ৭৯ মিটার লম্বা প্রধান দু'টি মিনার কাজান ক্রেমলিন টাওয়ারের আকার আকৃতির সাথে মিল করে করা হয়েছে যা তাতার ও রাশান জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং ঐক্যের প্রতীক। মসজিদের ১২ কেজির বিশাল সোনালী গম্বুজ সোনার পাতায় মোড়া যা মস্কোর অর্থডক্স গোল্ডেন ডোম এর প্রতিচ্ছবি তাছাড়া বলা হয় নতুন মসজিদটি বাইজেন্টাইন ধাঁচের বৈশিষ্টমন্ডিত। মুসলিম স্থাপত্যর বৈশিষ্ট অনুসরণ করে মসজিদের ডিজাইন করেন ইরিয়াস তাজিয়েভ। সবুজ, নীল ও সাদা রঙ ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা করা হয়েছে। মসজিদের সিলিং, ওয়াল ও গম্বুজের ভিতর কুরআনের বিভিন্ন আয়াত খচিত করে লাগানো হয়েছে যা মূলত তুর্কীদের কাজ। জানা যায় যে, এই মসজিদের জন্য তুর্কী সরকার জমকালো প্রধান ফটক, মিম্বার ও মেহরাব, সালাতের জন্য হাতে তৈরি কার্পেট এবং ক্রিস্টালের তৈরি মহামূল্যবান বিশাল ঝাড়বাতি উপহার হিসেবে প্রদান করেছে। মসজিদটিকে রাতে আলোকিত করার জন্য এর সিলিং ও দেয়ালে লুক্কায়িত লাইট বসানো আছে ৩২০টি। সার্বিকভাবে তুরস্কের ধর্ম বিষয়ক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান টার্কিস ডেয়ানেট মসজিদটির অভ্যন্তরীণ ডিজাইন ও সাজসজ্জায় সহায়তা দিয়েছে।

মসজিদের বর্তমান অবকাঠামো : মস্কো ক্যাথেড্রাল মসজিদের ভবনটি ছয়তলা বিশিষ্ট। মসজিদটিতে সরাসরি প্রবেশ করা যায় না, মসজিদের বামপাশ দিয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনি পার হয়ে পিছন দিকে অবস্থিত মূল ফটক দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে হয়। মসজিদের আন্ডার গ্রাউন্ডে ওজুর স্থান ও ওয়াশরুমের ব্যবস্থা রয়েছে। মসজিদের নিচতলায় একপাশ দিয়ে পুরুষদের প্রবেশপথ অন্যপাশে মহিলাদের প্রবেশ পথ। জাঁকজমকপূর্ণ প্রধান দরজা দিয়ে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করলে দেখা যায় নীচ তলায় বিভিন্ন কক্ষ তৈরি করা আছে যেখানে শীতের কাপড় ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থাসহ সালাত আদায়ের ব্যবস্থা। সেখান থেকে ভিতরের সিড়ি দিয়ে উপরে উঠলেই পড়বে মূল সালাত আদায়ের কক্ষ। মূল সালাত আদায়ের কক্ষটি অসাধারণ সুন্দর করে ডেকোরেট করা। ভিতরে বিভিন্ন তলায় বেলকুনির মত তৈরি করে সালাত আদায়ের স্থান তৈরি করা। প্রধান সালাত আদায়ের ঘরে বিশাল ঝাড়বাতিটি আট মিটার লম্বা এবং এর ওজন দেড় টন। মসজিদটি কেন্দ্রীয়ভাবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। ছয়তলা বিশিষ্ট এই মসজিদে সাতটি এলিভেটর আছে। পুরাতন মসজিদের তুলনায় নতুন মসজিদের আয়তন প্রায় বিশগুণ বেশি। যার বর্তমান আয়তন ১২৯০০ বর্গমিটার। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা সালাত আদায়ের কক্ষসহ। বিভিন্ন ইসলামিক অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা হলো ঘর, ইমামের জন্য আলাদা কক্ষ এবং জানাজার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া এই মসজিদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। পর্যটকদের জন্য মসজিদটি উন্মুক্ত তবে শালীন ড্রেস কোড পরিধান করতে হবে।

ইউরোপের বৃহত্তম ঈদের জামা'আত : মস্কো ক্যাথেড্রাল মসজিদে একসঙ্গে দশ হাজার মুসল্লি সালাত আদায়ের করতে পারলেও গত রমাযানের ঈদের জামা'আতে প্রায় আড়াই লাখ মুসল্লি একসঙ্গে সালাত আদায় করেছে যা ইউরোপের অন্যতম বৃহত্তম ঈদের জামা'আত ছিল। মসজিদের ভিতর যায়গা সংকুলান না হওয়ায় বহু মুসল্লি পাশের খোলা চত্তর, রাস্তা ও আশেপাশের খোলা স্থানে সালাত আদায় করেছে। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল ওয়ান এই মসজিদ থেকে ঈদের জামা'আত ও খুতবাহ্ সরাসরি সম্প্রচার করেছিল। একসময় যেই মস্কোতে মুসলিম বলে পরিচয় দেওয়া ছিল দুরহ বিষয় সেই মস্কোতে একসঙ্গে এত মানুষের অংশগ্রহণে ঈদের জামা'আত প্রমাণ করে কুরআনের আলো যেখানে পৌঁছে যায়, সেখান থেকে অন্ধকার অপসারিত হবে এটাই চিরসত্য। ❑

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৪ ইং অনুযায়ী দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (এপ্রিল)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৪ : ৩২	০৫ : ৫০	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ১৫	০৭ : ৩১
০২	০৪ : ৩১	০৫ : ৪৯	১২ : ০২	০৩ : ৩০	০৬ : ১৫	০৭ : ৩২
০৩	০৪ : ৩০	০৫ : ৪৮	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ১৫	০৭ : ৩২
০৪	০৪ : ২৯	০৫ : ৪৭	১২ : ০২	০৩ : ২৯	০৬ : ১৬	০৭ : ৩৩
০৫	০৪ : ২৮	০৫ : ৪৬	১২ : ০১	০৩ : ২৯	০৬ : ১৬	০৭ : ৩৩
০৬	০৪ : ২৭	০৫ : ৪৫	১২ : ০১	০৩ : ২৯	০৬ : ১৭	০৭ : ৩৪
০৭	০৪ : ২৬	০৫ : ৪৪	১২ : ০১	০৩ : ২৮	০৬ : ১৭	০৭ : ৩৪
০৮	০৪ : ২৫	০৫ : ৪৩	১২ : ০১	০৩ : ২৮	০৬ : ১৮	০৭ : ৩৫
০৯	০৪ : ২৪	০৫ : ৪২	১২ : ০০	০৩ : ২৮	০৬ : ১৮	০৭ : ৩৫
১০	০৪ : ২৩	০৫ : ৪১	১২ : ০০	০৩ : ২৮	০৬ : ১৯	০৭ : ৩৬
১১	০৪ : ২৩	০৫ : ৪০	১২ : ০০	০৩ : ২৭	০৬ : ১৯	০৭ : ৩৬
১২	০৪ : ২২	০৫ : ৩৯	১২ : ০০	০৩ : ২৭	০৬ : ১৯	০৭ : ৩৭
১৩	০৪ : ২১	০৫ : ৩৮	১২ : ৫৯	০৩ : ২৭	০৬ : ১৯	০৭ : ৩৭
১৪	০৪ : ২০	০৫ : ৩৮	১১ : ৫৯	০৩ : ২৭	০৬ : ২০	০৭ : ৩৮
১৫	০৪ : ১৯	০৫ : ৩৭	১১ : ৫৯	০৩ : ২৬	০৬ : ২০	০৭ : ৩৮
১৬	০৪ : ১৮	০৫ : ৩৬	১১ : ৫৯	০৩ : ২৬	০৬ : ২১	০৭ : ৩৯
১৭	০৪ : ১৭	০৫ : ৩৫	১১ : ৫৮	০৩ : ২৬	০৬ : ২১	০৭ : ৪০
১৮	০৪ : ১৬	০৫ : ৩৪	১১ : ৫৮	০৩ : ২৫	০৬ : ২২	০৭ : ৪০
১৯	০৪ : ১৫	০৫ : ৩৩	১১ : ৫৮	০৩ : ২৫	০৬ : ২২	০৭ : ৪১
২০	০৪ : ১৪	০৫ : ৩২	১১ : ৫৮	০৩ : ২৫	০৬ : ২২	০৭ : ৪১
২১	০৪ : ১৩	০৫ : ৩১	১১ : ৫৭	০৩ : ২৪	০৬ : ২৩	০৭ : ৪২
২২	০৪ : ১২	০৫ : ৩১	১১ : ৫৭	০৩ : ২৪	০৬ : ২৩	০৭ : ৪৩
২৩	০৪ : ১১	০৫ : ৩০	১১ : ৫৭	০৩ : ২৪	০৬ : ২৪	০৭ : ৪৩
২৪	০৪ : ১০	০৫ : ২৯	১১ : ৫৭	০৩ : ২৪	০৬ : ২৪	০৭ : ৪৪
২৫	০৪ : ০৯	০৫ : ২৮	১১ : ৫৭	০৩ : ২৩	০৬ : ২৫	০৭ : ৪৪
২৬	০৪ : ০৮	০৫ : ২৭	১১ : ৫৭	০৩ : ২৩	০৬ : ২৫	০৭ : ৪৪
২৭	০৪ : ০৭	০৫ : ২৭	১১ : ৫৬	০৩ : ২৩	০৬ : ২৫	০৭ : ৪৬
২৮	০৪ : ০৬	০৫ : ২৬	১১ : ৫৬	০৩ : ২২	০৬ : ২৬	০৭ : ৪৬
২৯	০৪ : ০৫	০৫ : ২৫	১১ : ৫৬	০৩ : ২২	০৬ : ২৬	০৭ : ৪৭
৩০	০৪ : ০৪	০৫ : ২৫	১১ : ৫৬	০৩ : ২২	০৬ : ২৭	০৭ : ৪৮

ঢাকার সাথে অন্যান্য জেলার সময়ের পার্থক্য : ঢাকার পূর্বে (−) ও ঢাকার পরে (+)

ক্র.	জেলা	সূর্যদয়	সূর্যাস্ত	ক্র.	জেলা	সূর্যদয়	সূর্যাস্ত
০১	ঢাকা	০০ মি. ০০ সে.	০০ মি. ০০ সে.	৩৩	খুলনা	(+) ০৪ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৫৪ সে.
০২	মুন্সীগঞ্জ	(−) ০০ মি. ৪৮ সে.	(−) ০০ মি. ৩০ সে.	৩৪	সাতক্ষীরা	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
০৩	গাজীপুর	(−) ০০ মি. ০৬ সে.	(−) ০০ মি. ১৮ সে.	৩৫	বাগেরহাট	(+) ০৩ মি. ০৬ সে.	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.
০৪	মানিকগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	৩৬	যশোর	(+) ০৫ মি. ১৮ সে.	(+) ০৪ মি. ৩৬ সে.
০৫	নরসিংদী	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ২৪ সে.	৩৭	নড়াইল	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৩ মি. ১২ সে.
০৬	নারায়ণগঞ্জ	(−) ০০ মি. ৩৬ সে.	(−) ০০ মি. ২৪ সে.	৩৮	মাগুরা	(+) ০৪ মি. ০০ সে.	(+) ০৩ মি. ৩৬ সে.
০৭	ময়মনসিংহ	(+) ০০ মি. ১২ সে.	(−) ০০ মি. ৪৮ সে.	৩৯	ঝিনাইদহ	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
০৮	কিশোরগঞ্জ	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	(−) ০২ মি. ০০ সে.	৪০	কুষ্টিয়া	(+) ০৪ মি. ৫৪ সে.	(+) ০৫ মি. ০০ সে.
০৯	শেরপুর	(+) ০১ মি. ৫৪ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	৪১	মেহেরপুর	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
১০	জামালপুর	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.	৪২	চুয়াডাঙ্গা	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
১১	নেত্রকোনা	(−) ০০ মি. ৫৪ সে.	(−) ০২ মি. ০৬ সে.	৪৩	বরিশাল	(+) ০০ মি. ৪২ সে.	(−) ০০ মি. ২৪ সে.
১২	টাঙ্গাইল	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	৪৪	ঝালকাঠি	(+) ০১ মি. ৩০ সে.	(+) ০০ মি. ১৮ সে.
১৩	ফরিদপুর	(+) ০২ মি. ০০ সে.	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	৪৫	পিরোজপুর	(+) ০২ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ০৬ সে.
১৪	মাদারীপুর	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	(+) ০১ মি. ১২ সে.	৪৬	পটোয়াখালী	(+) ০১ মি. ১২ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.
১৫	শরীয়তপুর	(+) ০০ মি. ১৮ সে.	(+) ০০ মি. ৩০ সে.	৪৭	বরগুনা	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০০ মি. ১২ সে.
১৬	গোপালগঞ্জ	(+) ০১ মি. ৪৮ সে.	(+) ০২ মি. ৪২ সে.	৪৮	ভোলা	(−) ০০ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ৩৬ সে.
১৭	রাজবাড়ী	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	(+) ০৪ মি. ১২ সে.	৪৯	রাজশাহী	(+) ০৬ মি. ২৪ সে.	(+) ০৭ মি. ০০ সে.
১৮	চট্টগ্রাম	(−) ০৬ মি. ২৪ সে.	(−) ০৪ মি. ৫৪ সে.	৫০	নাটোর	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৫ মি. ৫৪ সে.
১৯	রাঙ্গামাটি	(−) ০৭মি. ৫৪ সে.	(−) ০৬ মি. ২৪ সে.	৫১	নওগাঁ	(+) ০৫ মি. ১২ সে.	(+) ০৬ মি. ১২ সে.
২০	খাগরাছড়ি	(−) ০৭ মি. ০০ সে.	(−) ০৬ মি. ১২ সে.	৫২	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	(+) ০৮ মি. ০০ সে.	(+) ০৮ মি. ৪৮ সে.
২১	বান্দরবন	(−) ০৮ মি. ০৬ সে.	(−) ০৬ মি. ১৮ সে.	৫৩	বগুড়া	(+) ০৩ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.
২২	কক্সবাজার	(−) ০৭ মি. ১৮ সে.	(−) ০৪ মি. ৪২ সে.	৫৪	জয়পুরহাট	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৬ মি. ০০ সে.
২৩	নোয়াখালী	(−) ০৩ মি. ১৮ সে.	(−) ০২ মি. ১৮ সে.	৫৫	পাবনা	(+) ০৪ মি. ৩০ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
২৪	ফেনী	(−) ০৪ মি. ৩০ সে.	(−) ০৩ মি. ৩৬ সে.	৫৬	সিরাজগঞ্জ	(+) ০২ মি. ০৬ সে.	(+) ০২ মি. ৪৮ সে.
২৫	লক্ষ্মীপুর	(−) ০২ মি. ১৮ সে.	(−) ০১ মি. ১৮ সে.	৫৭	দিনাজপুর	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৭ মি. ৩৬ সে.
২৬	কুমিল্লা	(−) ০৩ মি. ২৪ সে.	(−) ০৩ মি. ০০ সে.	৫৮	পঞ্চগড়	(+) ০৫ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৮ মি. ২৪ সে.
২৭	চাঁদপুর	(−) ০১ মি. ৩০ সে.	(−) ০০ মি. ৫৪ সে.	৫৯	ঠাকুরগাঁও	(+) ০৬ মি. ১২ সে.	(+) ০৮ মি. ৩৬ সে.
২৮	বি. বাড়িয়া	(−) ০২ মি. ৫৪ সে.	(−) ০৩ মি. ০৬ সে.	৬০	রংপুর	(+) ০৩ মি. ১৮ সে.	(+) ০৫ মি. ২৪ সে.
২৯	সিলেট	(−) ০৫ মি. ৩০ সে.	(−) ০৬ মি. ৪২ সে.	৬১	গাইবান্ধা	(+) ০২ মি. ১৮ সে.	(+) ০৩ মি. ৫৪ সে.
৩০	সুনামগঞ্জ	(−) ০৩ মি. ২৪ সে.	(−) ০৪ মি. ৪৮ সে.	৬২	লালমনিরহাট	(+) ০২ মি. ২৪ সে.	(+) ০৪ মি. ৪২ সে.
৩১	মৌলভীবাজার	(−) ০৫ মি. ১৮ সে.	(−) ০৬ মি. ০০ সে.	৬৩	নীলফামারী	(+) ০৪ মি. ৪৮ সে.	(+) ০৭ মি. ০৬ সে.
৩২	হবিগঞ্জ	(−) ০৩ মি. ৪৮ সে.	(−) ০৪ মি. ২৪ সে.	৬৪	কুড়িগ্রাম	(+) ০১ মি. ৩৬ সে.	(+) ০৩ মি. ৪৮ সে.

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত ১১ মার্চ-২০২৪ ইং তারিখের সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী

রামাযানুল মুবারক

১৪৪৫ হিজরী ২০২৪ ঈসায়ী

আমাদের আহ্বান

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ!

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

আলহামদুলিল্লাহ! অবারিত কল্যাণের বার্তা নিয়ে আবারো এলো, তাক্বওয়া অর্জনের মাস রামাযানুল মুবারক। 'আমলে সালেহ্ তথা পুণ্য লাভের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্বীয় 'আমলনামা সমৃদ্ধ করার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে এ মাসে। 'ইবাদত-বন্দেগী ও দান-সাদাক্বার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। আসুন, আমরাও তাক্বওয়া অর্জনের এ প্রতিযোগিতায় শামিল হই।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন!

এ দেশের আহলে হাদীস তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারীদের তাওহীদী সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। বিগত প্রায় আট দশকব্যাপী এ সংগঠনটি কুরআন-সুন্নাহ'র দা'ওয়াহ্ ও তাবলীগের পাশাপাশি দীনী প্রতিষ্ঠান পরিচালনাসহ আর্তমানবতার সেবায় নিরন্তর কাজ করে আসছে এবং এ কাজে উত্তরোত্তর গতি সঞ্চারিত হচ্ছে।

সম্প্রতি ঢাকার অদূরে বাইপাইল, আশুলিয়ায় জমঈয়তের নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত **কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানার** বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন হয়ে তৃতীয় তলার কাজ শুরু হয়েছে আল-হামদুলিল্লাহ। **আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরাইশী (রাহিমাহুল্লা-হ) মডেল মাদরাসা'র** শিক্ষার মান ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরোও একটি ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, সেইসাথে মডেল মাদরাসার বালিকা শাখা ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। **ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ** -এর শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়া বাইপাইলে একটি বিশ্বমানের উচ্চতর ক্বাওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা রয়েছে। যাত্রাবাড়ী-ঢাকায় অবস্থিত বহুতল বিশিষ্ট জমঈয়ত ভবনের ৮ম তলার কাজও চলমান। ৯৮ নবাবপুর রোড, ঢাকায় 'জমঈয়ত টাওয়ার' নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন এবং ভাওরাইদ-গাজীপুরে নওমুসলিম প্রকল্পের অধিবাসীদের কল্যাণার্থে আলহাজ্জ এ কে এম রহমত উল্লাহ এম.পি মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহায্য ও সহযোগিত অব্যাহত রয়েছে। এ সংগঠনের মুখপত্র **'সাপ্তাহিক আরাফাত'** ও **'মাসিক তর্জুমানুল হাদীস'** সমৃদ্ধ কলেবরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং জমঈয়ত পরিচালিত **'বাংলাদেশ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড ঢাকা'**-এর কার্যক্রমও যথাযথ এগিয়ে চলেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রামাযানকে ঘিরে দেশব্যাপী দাওয়াহ-তাবলীগী এবং সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ সকল বহুমুখী কার্যক্রম ফলপ্রসূ হচ্ছে প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী, অতঃপর আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতায়। আর তা অব্যাহত রাখতে এবারও আপনারা এগিয়ে আসবেন, সম্প্রসারিত করবেন আপনাদের দানের হাত– বিশেষভাবে মাসিক অনুদান সংগ্রহ কর্মসূচিতে আপনিও অংশগ্রহণ করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সৎ 'আমলসমূহ কবূল করুন আমীন।

আপনার আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করুন-		
"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০ ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।	বিকাশ পার্সোনাল: ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫	আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করে নিশ্চিত হোন ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫ ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০১

আরযগুযার

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
সভাপতি

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
সেক্রেটারী জেনারেল

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা -১২০৪ +৮৮ ০২-২২৩৩৪২৪৩৪ +৮৮ ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১
jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd /BangladeshJamiyatAhlAlHadith Bangladesh Jamiyat Ahl-al-Hadith

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জমঈয়তে আহলে হাদীস উন্নয়ন তহবিল

নিয়মিত মাসিক অনুদান প্রদানকারীর

তথ্য ফরম

০১.	নাম (বাংলা)	:					
	নাম (ইংরেজি)	:					
০২.	মোবাইল নম্বর	:					
০৩.	ই-মেইল (যদি থাকে)	:					
০৪.	পিতার নাম	:					
০৫.	মাতার নাম	:					
০৬.	জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) নম্বর	:					
০৭.	শিক্ষাগত যোগ্যতা	:					
০৮.	পেশা (টিক চিহ্ন দিন)	:	কৃষি/চাকুরী/ব্যবসা/অন্যান্য-				
০৯.	ঠিকানা (বর্তমান)	:					
১০.	ঠিকানা (স্থায়ী)	:					
১১.	সাংগঠনিক অবস্থান	:	শাখা:	এলাকা:		জেলা:	
১২.	অনুদানের পরিমাণ		১০০/-	২০০/-	৩০০/-	৫০০/-	১০০০/-
	(টিক চিহ্ন দিন)	:	২০০০/-	৩০০০/-	৪০০০/-	৫০০০/-	১০,০০০/-
১৩.	দাতা কোড নম্বর	:					
১৪.	স্বাক্ষর	:		তারিখ :			

আপনার আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করুন-

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস (উন্নয়ন)	বিকাশ মার্চেন্ট	আর্থিক সহযোগিতা প্রেরণ করে নিশ্চিত হোন
সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২০৫০১৭৯০২০১৪৯৭০০৭ ইসলামী ব্যাংক, বংশাল শাখা।	০১৭৯৮ ৮৮ ৪১ ৩২	০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০২ (জনসংযোগ কর্মকর্তা) ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫ (হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা)

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম, স্বাক্ষর ও মোবাইল নম্বর		জেলা জমঈয়ত সভাপতি/সেক্রেটারী	
		কেন্দ্রীয় সভাপতি/ সেক্রেটারী জেনারেল	

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা -১২০৪ ☎ +৮৮ ০২-২২৩৩৪২৪৩৪ ✆ +৮৮ ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১
✉ jamiyat1946.bd@gmail.com 🌐 www.jamiyat.org.bd /BangladeshJamiyatAhlAlHadith Bangladesh Jamiyat Ahl-al-Hadith

সৌদি আরবের শীর্ষ ১০ ইউনিভার্সিটির অন্যতম এবং আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংভুক্ত কিং খালিদ ইউনিভার্সিটির সাবেক সনামধন্য শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম কর্তৃক পরিচালিত

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য সাভারে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষালয়

মাদরাসাতুল হাসানাহ

ভর্তি চলছে

আপনার
সোনামণির
সুশিক্ষার
নিরাপদ
ঠিকানা

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার

বালক ও বালিকা পৃথক শাখা

আমাদের নিয়মিত অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম

- **তাহফীজুল কুরআন**
  মক্তব । নাজেরা । হিফজ । রিভিশন
- **ইসলামী শিক্ষা বিভাগ**
  হিফজসহ প্লে-অষ্টম শ্রেণি
  (ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়)
- **উন্মুক্ত গণশিক্ষা প্রোগ্রাম**
  আধুনিক ভাষা শিক্ষা কোর্স
  ইসলামী শরীয়ার বিষয়ভিত্তিক কোর্স
  কুরআন শিক্ষা
  দারসুল হাদীস প্রোগ্রাম

পরিচালনায়

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
Adjunct Faculty
Manarat International University.
Former Faculty
King Khalid University &
University of Bisha, KSA.

বি-৯৭, বাজার রোড, সাভার, ঢাকা।
01894762337, 01973936173

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk.

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ৭০ নয়াপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫
চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত